জাতি-বিকাশ

বা

চূড়ামণিতত্ত্ব।

কবিরাজ

শ্রীযোগেশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত দ্বারা

প্রণীত ও প্রকাশিত।

গাইবান্ধা রঙ্গপুর

১৩১৯।

মূল্য ৷৷০ আট আনা।

সূচনা।

বর্ণ বা জাতি কিছুই নয়, উহা কোন নৈসর্গিক বা ঐশ্বরিক পদার্থও নহে। যে সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণ জাতি প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া ছিলেন, তাঁহাদের অনন্তর বংশ্যেরা তাহার মূলে কুঠারাঘাত করায় উহা শুভোদর্ক না হইয়া বরং অমঙ্গলের নিদান হইয়াছে। দেশের অনেক লোক যে নিরক্ষর, তাহার অন্যতম কারণ জাতি প্রথা নয় কি? এই জাতি প্রথা আমাদিগকে স্বতঃপরতোভাবে উচ্চশিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়া দাস্তবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য করিয়াছে। জাত্যাভিমান আমাদের দেশ হইতে সার্ব্বভৌম প্রেম ও একতাকে দূরে নির্ব্বাসিত করিয়াছে। যদি এই কদর্য্য জাতি প্রথা এদেশে প্রবর্ত্তিত না থাকিত, যদি হীন জাতীয় লোক সকল শৃগাল কুকুরের ন্যায় পদ দলিত হইয়া না থাকিত, যদি "ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ" এই শাস্ত্র শাসন না থাকিত, তবে আর মহারাজ আদিশূরকে, সামান্য সপ্তশত ব্রাহ্মণের বেদক্রিয়াহীনতায়, কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চজন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আনাইতে হইত না। এই দেশের অনেক নিম্নশ্রেণীস্থ লোক উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া, বিশ্বামিত্র, ব্যাস প্রভৃতির ন্যায় ঋষিকল্প হইয়াও, মহারাজের যজ্ঞ সম্পাদনে সমর্থ হইত।

এই কদর্য্য জাতিপ্রথা না থাকিলে, আমাদের বুকের মাংস, সোদর প্রতিম হিন্দু সন্তানগণকে সামান্য কারণে জাতিভ্রষ্ট হইয়া বাদসার জাত বা মেয়ার নপ্তা বলিয়া গর্ব্ব করিতে দেখিতাম না। এহেন জাতিপ্রথা ভারত হইতে বিদূরিত না হইলে, আর আমাদের জাতি রাখিবার উপায় নাই। অথচ এই জাতি প্রথা যে কেবল আধুনিক অথবা, অচিরেই নষ্ট হইবে এরূপ মনে করারও কোন হেতু দেখা যায় না।

হিন্দু শাস্ত্রালোচনা করিলে দেখা যায় যে ত্রেতাযোগের কোন এক সময়ে মহাত্মা শূনক পুত্র শৌনকঋষি কর্ত্তৃক এই জাত প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এবং বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত, কিছোট, কি বড় সকলেই আপন আপন জাতি লইয়া ব্যতিব্যস্ত; অধিক কি, যাঁহাদের সহিত সমাজের কোন সম্বন্ধই নাই, এরূপ ব্রাহ্ম, খৃষ্টান এবং সর্ব্বশূন্ত বিলাত ফেরৃতা ও জাতীয় তরঙ্গের প্রবল তরঙ্গা ভিঘাতে সংক্ষুব্ধ। ইহার প্রমান দিগন্তবিশ্রুত মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের" ভারত ইতিহাস"। উক্ত দত্তজ মহাশয় তাঁহার ভারত ইতিহাসের অষ্টম সংস্করনে এক স্থানে লিখিয়াছেন, বৈদ্য ও কায়স্থগণ বৈশ্য সন্তান। দত্তজ মহাশয় বিলাত প্রবাসী হইলেও, তাঁহার দেশস্থ স্বজাতিগণ তখন পর্য্যন্ত কায়স্থ পরিচয়েই তৃপ্ত ছিলেন। তৎপর যখন উহারা "কায়স্থ" হইতে উন্নীত হইয়া ক্ষত্রিয় শ্রেণীতে প্রবেশ লাভের চেষ্টা করেন, তখন প্রোক্ত দত্তজ মহাশয়, উক্তস্থানের "কায়স্থ" শব্দটী উঠাইয়া দিয়াছেন। নতুবা তাঁহার স্বজাতিগণের ক্ষত্রিয়ীভবনে বাধা পড়ে। যথা—"বৈশ্য (সাধারণ লোকে) নানা ব্যবসায় অবলম্বন করিত, কেবল লেখা পড়া কাহারও ব্যবসায় ছিলনা। কেহ বৈদ্য, কেহ বনিক, কেহ কৃষক, কেহ বা মেষ পালক ছিলেন। কিন্তু এরূপ বিভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াও বৈশ্যগণ এক জাতিভুক্ত ছিলেন।" ভারত ইতিহাস, ১১শ সংস্করণ, ৩৭ পৃষ্ঠা।

পাঠক! এখন দেখুন দত্তজ মহাশয় উক্ত পুস্তকের অষ্টম সংস্করণে, বৈদ্য ও কায়স্থকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছিলেন; তৎপর একাদশ [illegible]রণে স্বজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনের জন্য কায়স্থ শব্দটী একেবারে [illegible] ইহাপেক্ষা এ বিষয়ের উৎকৃষ্টতম উদাহরণ [illegible] জাতিপ্রথা এ হেন প্রাচীন ও অপরিবর্ত্তনীয় [illegible]ময় সমাজস্থ প্রত্যেক জাতিকেই স্ব স্ব জাত্যুৎকর্ষ

প্রতিপাদন পরায়ণ দেখিয়া, স্বতঃই মনে হয়, অচিরকাল মধ্যেই এ বিষয়ের একটা সুমীমাংসা হইবে। যাহা হউক আমরা কথা প্রসঙ্গে আলোচ্য বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আমাদের আলোচ্য বিষয় "জাতি বিকাশ" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক। উক্ত পুস্তকখানি রঙ্গপুর জেলান্তর্গত গাইবান্ধা মহকুমাস্থিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কচূড়ামণি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এবং ১৬৮নং বৌবাজার ষ্ট্রীট্ লাবণ্য প্রেসে, সি, সেন প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রোক্ত পুস্তকের প্রথম খণ্ডে ১৪শটী পরিচ্ছেদ ও ১০১ পৃষ্ঠা। উক্ত পুস্তকের নাম "জাতি বিকাশ" থাকায়, আমিও এই প্রবন্ধের নাম "জাতি বিকাশ বা চূড়ামণি তত্ত্ব" রাখিলাম। পাঠক মহোদয়গণ! একটু ধীরতা সহকারে এই গ্রন্থের প্রমাণ প্রয়োগ ও প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি অনুধাবন করিবেন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

জাতি-বিকাশ

বা

চূড়ামণিতত্ত্ব।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

(উৎপত্তি, জাতিভেদ ও বিবাহ প্রকরণ।)

পাঠক মহোদয়গণ! স্মরন রাখিবেন, উক্ত গ্রন্থে পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়, অনাচরণীয় রাজবংশী জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব, উপনয়ন সংস্কারাহ এবং উহারা বর্ণসঙ্কর নহে। এখন দেখা যাউক, পণ্ডিত মহাশয় শাস্ত্রীয় কি প্রমাণের বলে, এই জাতির দ্বিতীয় বর্ণ প্রাপনের ব্যবস্থা প্রদান করিতেছেন।

উক্ত জাতি বিকাশ পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ যোগ্য কোন কথাই নাই, কেবল আর্য্যগনের গুণগরিমাদির পরিচয় মাত্র। দ্বিতীয় পরিচ্ছদের বিষয় "চাতুর্ব্বর্ণ্য"। এই প্রস্তাবে পণ্ডিত মহাশয়, মনুসংহিতা হইতে একটী ও বৃহদ্ধর্ম্মোপপুরাণ হইতে দুইটী শ্লোক অধ্যাহার করিয়া নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। পাঠক বর্গের অবগতির নিমিত্ত তত্তৎ

স্থলের অবিকল নকল দেওয়া গেল। যথা—"ব্রাহ্মণাদি" অবান্তর জাতি চতুষ্টয় লইয়াই মহতী আর্য্য জাতির সৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়।"
মহাত্মা মনু বলিতেছেন। যথা—

"লোকানান্তু বিবৃতার্থং মুখ বাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥"

অর্থাৎ সর্ব্বহিতৈষী লোক বিধাতা লোকের মঙ্গলার্থ নিজ মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ কমল হইতে শূদ্রজাতি প্রাদুর্ভূত করিলেন। এ বিষয়ের পুষ্টার্থে বৃহদ্ধর্ম্মোপপুরাণ হইতে দুইটী শ্লোক অধ্যাহার করিয়াছেন। যথা—

"তস্যাভবন্ মুখাদ্বিপ্রাঃ সর্ব্ববেদ সমাশ্রয়াঃ।
বহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়াজাতা প্রজাপালন হেতবে॥
উরুতো বণিজোজাতা ধনরক্ষণ হেতবে।
ত্রয়াণাং সেবনার্থায় শূদ্রোজাতস্তু পাদতঃ॥" যথাদৃষ্টং

বস্তুতঃ বিধাতা বলপূর্ব্বক কাহাকেও কোনও শ্রেণীভুক্ত করেন নাই, করিয়াছেন বলিয়াও কোন প্রমাণ নাই। স্বভাবশক্তি এবং ব্যবসায় দর্শনেই যথাযথ নিয়োগ করিয়াছেন, দেখা যায়, স্বয়ং হরি উপনিষদ্ গীতাতে বলিতেছেন। যথা—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং"

অর্জ্জুনের প্রতি ভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! ব্রাহ্মণাদি জ্যেষ্ঠানুক্রম দর্শনে সমাজের প্রতি পক্ষপাত দোষ বা স্বার্থ পরতাদোষ আরোপিত হইতে পারে না। যে হেতু আমি স্বয়ং চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়াছি। কেন করিয়াছি? আমি স্বতন্ত্রেচ্ছু হইলেও এস্থলে কেবল স্বেচ্ছাচার করি নাই। তবে প্রভেদ করিয়াছি কেন? "গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ" ভগবান্ দেখিলেন একই সমাজ বটে, কিন্তু তাহাদের গুণ

(সত্ত্ব: রজঃ ও তমঃ) কর্ম্ম (ব্যবসায়) একরূপ নহে, ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং সর্ব্বদর্শী ভগবান্ গুণসাম্য ও কর্ম্ম সাম্য দ্বারা বিপুল বিস্তীর্ণ আর্য্য সমাজকে চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া মেলে নিবদ্ধ করিয়াছেন। এরূপ মেল নিবদ্ধ না হইলে গুণ কর্ম্মের বৈষম্য হেতু আর্য্যসমাজে মহান্ অনর্থ ঘটিয়া উঠিত। আত্মবিরোধ, সমাজবিপ্লব উপস্থিত হইত। তাই উক্ত হইয়াছে। যথা—

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়: পরোধর্ম্মোভয়াবহঃ।"

সত্ত্বপ্রকৃতি, শান্তশীল ব্রাহ্মণ যদি রজঃ প্রকৃতি ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য ছেদন, ভেদন, মারণ শাসন প্রভৃতি উগ্রকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, আর উগ্রপ্রকৃতি ক্ষত্রিয় যদি সাত্বিক বৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হন, আর অর্থগ্রাহী, শাস্ত্রবহির্মুখ চাকুরীপ্রিয় শূদ্র যদি কঠোর মুনিব্রত বা দারুণ ক্ষত্রিয় ব্রত ধারণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হয় তবে কি কোন সুফলের আশা থাকে ?

(জাতি বিকাশ, ৬।৭ পৃষ্ঠা)।

পূর্ব্বোদ্ধৃত বর্ণনা পাঠ করিয়া প্রত্যেক স্বাধীয়ান্ ব্যক্তিই বুঝিতে পারিবেন যে, বর্ণ বা জাতিভেদ মনুষ্যকৃত নহে। পরন্তু বিধাতাই এই বর্ণ বিভাগ করিয়াছেন। এবং মানুষ জাতি বর্ণ লইয়াই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

এখন দেখা যাউক আমাদের শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে কোন সুমিমাংসা আছে কি না ? যদি না থাকে তবে পণ্ডিত জিউর কথাই সত্য। আমাদের বিশ্বাস, এই বিংশ শতাব্দীর সাক্ষর কোন ব্যক্তিই একথা বিশ্বাস করিবেন না যে, হস্ত পদাদি বিশিষ্ট কোন মূর্ত্ত্য বিধাতা ছিলেন, কি আছেন। এবং তাঁহার হস্ত পদাদি হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, গরু, ঘোড়া প্রভৃতি সদ্যই প্রসূত হইয়াছে।

অথচ আর্য্যদের প্রায় প্রত্যেক শাস্ত্র কর্ত্তাই এই প্রকার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাদ্বারা কি বুঝিতে হইবে না যে, এবম্বিধ বর্ণনার কারণ রূপক ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবে এই রূপকের ছোবা চিবাইলে কাজ চলিবে না। উহার প্রকৃত অর্থ নির্দ্ধারন করা চাই।

শাস্ত্রকর্ত্তৃগণ সমাজকে একটী মনুষ্যরূপে কল্পনা করিয়া, একএকটী জাতি দ্বারা তাঁহার (বিধাতার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত উপমিত করিয়াছেন। যথা মানুষের উত্তমাঙ্গ মুখ, মুখ না হইলে দেহের শোভা থাকে না, এই জন্য সমাজের মুখ স্বরূপ ব্রাহ্মণকে মুখ হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে। হস্ত প্রধান কার্য্যকারক, এইজন্য সমাজের প্রধান কার্য্যকারক ক্ষত্রিয়গণকে বাহুজ বলা হইয়াছে। মানুষ যেমন উরু ভিন্ন দাঁড়াইতে পারে না, সেই প্রকার বৈশ্য না হইলেও সমাজ দাঁড়াইতে পারে না। তাই বৈশ্যকে উরুজ বলা হইয়াছে। এবং মানুষের পদ অধমাঙ্গ, অথচ পদাভাবে গমনাগমন করা চলেনা, সেইজন্য শূদ্রগণকে পদোদ্ভূত বলা হইয়াছে।

এরূপ রূপকার্থ দেখিয়া পাঠকগণ অবশ্যই বলিবেন যে, উক্ত পুস্তকে পণ্ডিত মহাশয়, মনুসংহিতা, বৃহদ্ধর্ম্মোপপুরাণ ও গীতোপনিষদের বচন প্রমাণ দিয়াছেন। অতএব মন্বাদি শাস্ত্রাপেক্ষা তোমার মুখের কথা প্রামাণ্য নহে। তাই শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা দেখাইতেছি, যে জাতি ঈশ্বর সৃষ্ট নহে, পরন্তু জাতি অপরিবর্ত্তনীয়ও নহে। যথা—

"দ্বিধাকৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোভবেৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং সবিরাজমসৃৎ প্রভুঃ ॥ ৩২ ॥
তপস্তপ্তা সৃজদযন্ত স স্বয়ং পুরুষো বিরাট্।
তং মাং বিত্তাস্য সর্ব্বস্য স্রষ্টারং দ্বিজ সত্তমাঃ ॥ ৩৩ ॥

অহং প্রজাঃ শিসৃক্ষুস্তু তপস্তপ্তা সুদুশ্চরং।
পতীন্ প্রজানাম সৃজং মহর্ষীনাদিতোদশ ॥ ৩৪ ॥
মারিচিমত্র্যাঙ্গীরসৌ পুলস্তং পুলহং ক্রতুং।
প্রচেত সম্বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেবচ ॥ ৩৫ ॥"

(১অঃ। মনু)

অর্থাৎ সেই প্রভু আপনার দেহকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া, অর্দ্ধেক অংশে পুরুষ ও অর্দ্ধেক অংশে নারী সৃষ্টি করিলেন। এবং সেই নারীর গর্ভে বিরাটকে উৎপাদন করিলেন। ৩২। হে দ্বিজসত্তমগণ! সেই বিরাট পুরুষ তপস্যা করিয়া যাঁহাকে সৃষ্টি করিলেন, আমি সেই মনু। আমাকে এই সমুদয়ের দ্বিতীয় স্রষ্টা বলিয়া জানিও। ৩৩। আমি প্রজা সৃষ্টির মানসে সুদুস্তর তপস্যা করিয়া, প্রথমতঃ মরিচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, নারদ ও ভৃগু এই দশ জন মহর্ষি প্রজাপতি সৃষ্টি করিলাম। ৩৪। ৩৫।

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্রমাসীৎ একমেব। তদেকং সৎ ন ব্যভবৎ তৎ শ্রেয়োরূপং অত্যসৃজত ক্ষত্রং সৈষা ক্ষত্রস্য যোনীর্যৎ ব্রহ্ম। সনৈব ব্যভবৎ স বিশং অসৃজত। সনৈব ব্যভবৎ স শৌদ্রবর্ণমসৃজ।" ইতি—

২৩৬ শ্লোক। ৩৮ পৃঃ।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্

অর্থাৎ পূর্ব্বে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি ছিল। সকল মানুষই ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ নামে আখ্যাত হইতেন। কিন্তু সেই একটী জাতি সব বিষয়ে পর্য্যাপ্ত বলিয়া বোধ না হওয়াতে, সেই বর্ণশ্রেষ্ঠ, ক্ষত্রিয় বর্ণের সৃষ্টি করিলেন। ব্রাহ্মণই ক্ষত্রিয়ের একমাত্র নিদান। সেই ক্ষত্রিয় বর্ণও বিবিধ কার্য্যের জন্য প্রচুর বলিয়া বোধ না হওয়াতে, সেই ক্ষত্রিয় বর্ণ বৈশ্য জাতির সৃষ্টি করিলেন। পরে তাহাও কার্য্য সৌকার্য্য বিষয়ে

পর্য্যাপ্ত বোধ না হওয়াতে, সেই বৈশ্য বর্ণ শূদ্র বর্ণের সৃষ্টি করিলেন। সুপ্রসিদ্ধ পঞ্চম বেদ মহাভারত গ্রন্থও এ মতেরই পরিপোষক। যথা—

"এক বর্ণ মিদং পূর্ব্বং বিশ্বমাসীৎ যুধিষ্ঠির।
কর্ম্ম ক্রিয়া বিশেষণ চাতুর্ব্বর্ণ্যং প্রতিষ্ঠিতং॥
ন বিশেষোস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্ব সৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতং॥"

(শান্তিপর্ব্ব। ১৮৮অঃ)

অর্থাৎ হে যুধিষ্ঠির! পূর্ব্বকালে বিশ্বে একমাত্র বর্ণছিল। তৎপর ক্রিয়াকর্ম্ম বিশেষের দ্বারা চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ণ সমূহের কোন বিশেষ নাই, এই জগৎস্থিত সমস্ত মানুষই ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণরূপে সৃষ্ট। তৎপর কর্ম্মদ্বারা ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, জাতি বিধাতৃ সৃষ্টও নহে এবং মানুষ জাতিবর্ণ লইয়াও জন্ম গ্রহণ করে নাই. তবে প্রবঞ্চকের অসাধ্য কিছুই নাই, তাহারা আপত্তি করিতে পারে যে, ত্রিলোক পূজ্য গীতার শ্লোকার্দ্ধের উত্তর না পাইলে, অন্য প্রমাণের আস্থা কি? তাই পণ্ডিত মহাশয় প্রদত্ত গীতোপনিষদের বচনার্দ্ধ ও বৃহদ্ধর্ম্মোপপুরাণের বচনটী সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। এই গীতার যুগে অনেকেই অবগত আছেন যে, গীতার চতুর্থাধ্যায়ে এই শ্লোকটী আছে। যথা—

"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমাপমাং বিদ্ধ্য কর্ত্তারমব্যয়ং॥" ১৩॥

(যদাহভাষ্যে শঙ্করঃ)

চাতুর্ব্বর্ণ্যং চত্বার এব বর্ণাশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং, ময়া ঈশ্বরেন সৃষ্টমুৎপাদিতং ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদিত্যাদি শ্রুতেঃ গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ কর্ম্ম বিভাগশ্চ।

গুণাঃ সত্ত্ব, রজস্তমাংসি তত্র সাত্বিকস্ত সত্ত্বপ্রধানস্ত ব্রাহ্মণস্য শমোদমস্তপ ইত্যাদিনি কর্ম্মাণি. সত্তোপ সর্জ্জন রজঃ প্রধনাস্য ক্ষত্রিয়স্য শৌর্য্যতেজঃ প্রভৃতিনি কর্ম্মাণি, তমউপসর্জ্জন রজঃপ্রধানস্ত বৈশস্য কৃষ্যাদীনি কর্ম্মাণি, তমঃ প্রধানস্ত শূদ্রস্য শুশ্রূষৈব কর্ম্মেত্যেবং গুণ কর্ম্মবিভাগশঃ চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টমিত্যর্থঃ। তচ্চেদং চাতুর্ব্বর্ণ্যং নান্যেষু লোকেষু অতো মানুষে লোকে ইতি বিশেষণং হস্ত, তর্হি চাতুস্বর্ণাস্য স্বর্গাদেঃ কর্ম্মণঃ কর্ত্তৃত্বাৎ ফলেষু যুজ্যসে অতোনত্বং নিত্যমুক্তো নিত্যেশ্বর ইত্যুচ্যতে, যদ্যাপি মায়া সং ব্যবহারেণ তস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্তার মপি মন্তং তথাপি মাং পরমার্থতো বিদ্ধ্য কর্ত্তারমত এবাব্যয়ম সংসারিণঞ্চমাং বিদ্ধি। ১৩।

(অস্যোপরি শ্রীধরঃ)

নমুকেচিৎ সকাম তয়া প্রবর্ত্তন্তে কেচিন্নিষ্কামতয়েতি কর্ম্ম বৈচিত্র্যং তৎ কর্ত্তৃনাঞ্চ ব্রাহ্মণাদীনামুত্তম মধ্যমাদি বৈচিত্র্যং কুর্ব্বতস্তব কথং বৈষম্যং নাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ চাতুর্ব্বর্ণ্যমিতি। চত্বারোবর্ণা এবেতি চাতুর্ব্বর্ণ্যং স্বার্থে ষ্যঞ্ প্রত্যয়ঃ অসমর্থঃ। সত্ত্ব প্রধানাঃ ব্রাহ্মণাস্তেষাং শমদমাদীনি কর্ম্মাণি, সত্ত্ব রজঃ প্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং শৌর্য্যযুদ্ধাদীনি কর্ম্মাণি, রজস্তমঃ প্রধানা বৈশ্যাস্তেষাঞ্চ কৃষি বাণিজ্যাদীনি কর্ম্মাণি, তমঃ প্রধানাঃ শূদ্রাস্তেষাঞ্চত্রৈবর্ণিক শুশ্রূষাদীনি কর্ম্মাণি তেষাং গুণানাং কর্ম্মানাঞ্চ বিভাগশশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়ৈব সৃষ্টমিতি সত্যং তথাপ্যেবং তস্য কর্ত্তার মপি ফলতোহ কর্ত্তার মেব মাং বিদ্ধি, তত্র হেতু রব্যয়ঃ আসক্তি রাহিত্যেন শ্রমরহিতং ইতি। ১৩।

অধীয়ান পাঠক মহোদয় গণ! মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধর স্বামীকৃত উপরোক্ত টীকা দৃষ্টে, এই শ্লোকটীর অর্থ বেশ বুঝিতে পারিবেন। এইজন্য (এবং প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায়) টীকার অনুবাদ দিলাম না। তবে সাধারণের অবগতির জন্য, প্রোক্ত টীকানুরূপ

মূল শ্লোকটীর অনুবাদ মাত্র দেওয়া গেল। যথা গীতোপনিষদের চতুর্থাধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের বিষয় বলিতেছেন। হে অর্জ্জুন! কর্ম্ম যোগীগণ আমার সর্জ্জনী শক্তির মায়া দ্বারা সৃষ্ট গুণত্রয় ও বর্ণচতুষ্টয়ের তারতম্য বিবেচনা করিয়া, আমার সমদর্শী বিষয়ে সন্দিহান হয় বটে। কিন্তু জ্ঞান যোগীগণ এ বিষয়ে আমার কর্তৃত্ব স্বীকার করিলেও পরমার্থ বিষয়ে তাহারা আমাকে ঐ সকল বিষয়ের অকর্ত্তা বলিয়াই জানবে, যেহেতু আমি অব্যয়। ১৩।

চেতন্বান্ পাঠকবর্গ! গীতোপনিষদোক্ত শ্লোকের ভাষ্য ও টীকার অনুরূপ ব্যাখ্যা, এবং পণ্ডিত মহাশয় কৃত জাতিবিকাশ পুস্তকের ৬।৭ পত্রোক্তাংশের তুলনা করিয়া, বিচার করুন যে, একখানি জগন্মান্য শাস্ত্রগ্রন্থের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া, নানা অবান্তর কথার অবতারণা করা সাধু সম্মত শৈলী কিনা? এখন বাকী আছে বৃহদ্ধর্ম্মোপপুরাণের বচনটীর, এ বচনটী সম্বন্ধে আমার নূতন বলার কথা কিছুই নাই। মনূক্ত বচনের রূপক ব্যাখ্যায়, যাহা বলিয়াছি তাহাই যথেষ্ট। তবে ভাবী প্রয়োজনাশায় আরও দুচার কথা বলিয়া রাখা যাউক। "বৃহদ্ধর্ম্ম" একখানি উপপুরাণ মাত্র, আবার উহা কোন কোন মুনি ঋষি প্রণীতও নহে। জাতি বিচার সম্বন্ধে এরূপ অপ্রামাণ্য গ্রন্থের প্রমাণ নগণ্য। তদুপরি আবার এই গ্রন্থ বিকৃত ও আধুনিক কৃত। অবশ্য "বৃহদ্ধর্ম্ম" নামক একখানি প্রাচীন গ্রন্থ ছিল। মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে অথবা রাষ্ট্র বিপ্লবে উক্ত গ্রন্থ নষ্ট ও দুষ্প্রাপ্য হওয়ায়, বঙ্গের কোন টীকিওয়ালা অথবা বেহারী কোন ছাতুখোর কর্ত্তৃক এই বর্ত্তমান গ্রন্থ বিরচিত হয়। মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় অধুনা এগ্রন্থ সুলভ হইয়াছে। ধীমান্ পাঠকবর্গ! উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিবেন, উহাতে মুসলমান রাজত্ব সময়ের "রায়" প্রভৃতি উপাধি বর্ত্তমান আছে। প্রোক্ত জাতি বিকাশের সপ্তম পৃষ্ঠায় অন্যত্র—

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"

গীতোক্ত এই শ্লোকার্দ্ধ অধ্যাহার করিয়া লিখিয়াছেন। যথা সত্ত্ব প্রকৃতি শান্তশীল ব্রাহ্মণ যদি রজঃ প্রকৃতি ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য ছেদন, ভেদন, মারণ, শাসন প্রভৃতি উগ্রকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হন, আর উগ্রপ্রকৃতি ক্ষত্রিয় যদি সাত্ত্বিকবৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, আর অর্থগ্রাহী শাস্ত্রবহির্ম্মুখ চাকুরীপ্রিয় শূদ্র যদি কঠোর মুনিব্রত বা দারুণ ক্ষত্রিয় ব্রত ধারণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, তবে কি কোন সুফলের আশা থাকে ?

প্রথমতঃ দেখা যাউক এই গীতোক্ত বচনটির প্রকৃত অর্থ কি ? এই বচনটি গীতার ৩য় অধ্যায়ের ৩৫ শ্লোক। যথা—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মোবিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ সনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥"

(অস্যোপরি আনন্দগিরিঃ)

ক্ষত্র ধর্ম্মাদ্যুদ্ধাদ্দুরনুষ্ঠানাৎ পরিরাড্ ধর্ম্মস্য
ভিক্ষাশনাদিলক্ষণস্য স্বনুষ্ঠেয় তয়া মমাপি
কর্ত্তব্যত্বং প্রাপ্তমিত্যাশঙ্ক্যাব্যাচষ্টে শ্রেয়ানিতি।
উক্ত হর্থে প্রশ্ন পূর্ব্বকং হেতুমাহ কস্মাদিত্যাদিনা।
স্বধর্ম্মমব ধূয় পরধর্ম্ম মনুষ্ঠিতঃ স্বধর্ম্মাতি
ক্রম কৃত দোষস্য দুষ্পরিহরত্বাৎ তত্ত্যাগঃ
সাধীয়া নিত্যর্থঃ। ৩৫।

(অস্যোপরি শ্রীধরঃ)

তর্হি স্বধর্ম্মস্য যুদ্ধাদেদুঃখস্য যথাবৎ কর্ত্তুমশক্যত্বাৎপরধর্ম্মস্য চাহিংসাদের সুকরত্বাদ্ধার্ম্মত্বা বিশেষাচ্চ তত্র প্রবর্ত্তিতু মিচ্ছন্তং প্রত্যাহ শ্রেয়ানিতি। কিঞ্চিদঙ্গ হীনোঽপি স্বধর্ম্মঃ শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরঃ স্বানুষ্ঠিতাৎ

সকলাঙ্গ সম্পূর্ত্তা৷ কৃতাদপি পরধর্ম্মাৎ সকাশাৎ। তত্র হেতুঃ স্বধর্ম্মে যুদ্ধাদৌ প্রবর্ত্তমানস্য নিধনং মরণমপি, শ্রেষ্ঠং স্বর্গাদি প্রাপকত্বাৎ পরধর্ম্মস্ত পরস্য ভয়া বহো নিষিদ্ধত্বেন নরক প্রাপকত্বাৎ। ৩৫।

অর্থাৎ কুন্তীতনয় অর্জ্জুন কর্ত্তব্য প্রবুদ্ধ হইয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে গমন করতঃ যুদ্ধ স্থলে, স্বজন বান্ধবাদিকে যুদ্ধ্যমান দেখিয়া বিহ্বল চিত্তে যুদ্ধ হইতে বিরত হইলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিতেছেন। হে অর্জ্জুন। কর্ত্তব্য প্রবুদ্ধ যুদ্ধরূপ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভয়াবহ অহিংসারূপ পরধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করা অপেক্ষা অনুষ্ঠিত যুদ্ধরূপ স্বধর্ম্মে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। ৩৫।

পাঠক মহোদয়গণ! পবিত্র গীতোক্ত বচনের প্রকৃতার্থের সহিত, পণ্ডিত জিউ লিখিত কথাগুলির কি সম্বন্ধ আছে? বঙ্গভাষায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কতদূর শাস্ত্র সঙ্গত পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। বোধ হয় আর্য্য সন্তানমাত্রেই (অথবা ভারতবাসী মাত্রেই) অবগত আছেন যে কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থমা, প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ সেনাপতি ছিলেন। আবার ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি অব্রাহ্মণগণ ও ব্রাহ্মণ্য লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে এ বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমান বর্ত্তমান রহিয়াছে। অথচ পণ্ডিত নাম ধেয় একজন লোক কি অসম্বন্ধ প্রলাপ বাক্য দ্বারা একটী জাতি বিষয়ক প্রমান প্রয়োগ করিয়া, অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত লোক সকলকে কুপথে চালনা করিয়া, সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করিতেছেন। উক্ত জাতি বিকাশের সমালোচনা, আপাততঃ স্থগিত রহিল, সময়ান্তরে পুনরালোচনা করা যাইবে।

আমি ইতিপূর্ব্বে প্রমান দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, জাতি পূর্ব্বে ছল না, এবং জাতি প্রথা ঈশ্বর প্রবর্ত্তিতও নহে। পাঠকগণ! এখন

দেখুন কোন্ সময়ে জাতি প্রথা, প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, এবং জাতি অপরিবর্ত্তনীয় কিনা ?। যথা।

"বর্ণনাং প্রবিভাগশ্চ ত্রেতায়াং সংপ্রকীর্ত্তিতা।
সংহিতাশ্চ ততো মন্ত্রাঃ ঋষিভির্ব্রাহ্মণৈস্তুতে ॥"

(৫৭ অঃ। উঃ খঃ। বায়ুপুরাণ)

অর্থাৎ ঋষিগণ কর্ত্তৃক, ত্রেতাযুগে বর্ণ সমূহের প্রবিভাগ ও সংহিতা (মনু) কথিত হইয়াছে, তৎপর মন্ত্র (বেদমন্ত্র) সকলও কথিত হইয়াছিল : এই সকল মন্ত্র সংহিতাদি যে ব্যক্তিতে আছে সেই ব্রাহ্মণ।

পাঠক! বায়ুপুরাণের এই বচনটিতে দেখা গেল যে, ত্রেতাযুগের কোন এক সময়, প্রথম জাতিভেদ প্রথা ও বেদ সংহিতাদ ঋষিগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছিল। অথচ গুরু স্থানের উপাধি প্রাপ্ত একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিতেছেন, "জাতি মনুষ্য সৃষ্ট নহে"। অতএব দেখা যাউক এই জাতি প্রথা প্রথম কাহাদ্বারা প্রবর্ত্তিত হয় এবং জাতির আদি পুরুষই বা কে ?

আমি ইতিপূর্ব্বে মনুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ের ৩২ শ্লোক হইতে ৩৫ শ্লোক পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, ভগবানের সৃষ্টির বাসনা হইবা মাত্র, এক পুরুষের উৎপত্তি হয়। এই পুরুষ বিরাট নামে আখ্যাত হয়। এবং ঐ বিরাট পুরুষ ভগবানের বাসনায় সমুদ্ভূত হইয়া, আপন দেহকে দ্বিধা বিভক্ত করেন। এই দুই অংশ হইতেই স্ত্রী, পুরুষরূপে প্রকৃতি পুরুষের উৎপত্তি হয়। এই প্রকৃতি পুরুষই সৃষ্ট ব্রহ্মা ও ব্রহ্মশক্তি নামে সমাখ্যাত। এই ব্রহ্মা হইতে প্রথম সৃষ্ট মানুষ মনু। আবার এই মনু হইতে মরিচি, অত্রি, আঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ নামক দশ জন প্রজাপতি মহর্ষি জন্মগ্রহণ করেন। তৎপর এই দশ প্রজাপতি হইতেই পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি হইয়াছে। যথা—

এতে মনূন্ত সপ্তান্তান স্বজন্ ভূরি তেজসঃ।
দেবান্ দেবনিকায়াংশ্চ মহর্ষীংশ্চামি তৌজসঃ॥ ৩৬॥
যক্ষ রক্ষঃ পিশাচাংশ্চ গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরান।
নাগান্ সর্পান্ সুপর্ণাংশ্চ পিতৃণাঞ্চ পৃথগ্ গণান্॥ ৩৭॥
বিদ্যুতোঽশণি মেঘাংশ্চ রোহিতেন্দ্র ধনূংষিচ।
উল্কা নির্ঘাত কেতুংশ্চ জ্যোতীংষ্যুচ্চা বচানিচ॥৩৮॥
কিন্নরান্ বানরান্ মৎস্যান বিবিধাংশ্চ বিহঙ্গমান্।
পশূন্ মৃগান্ মনুষ্যাংশ্চ ব্যালাংশ্চোভয় তোদতঃ॥ ৩৯॥
কৃমিকীট পতঙ্গাংশ্চ সুকামক্ষিক মৎকুনম্।
সর্ব্বঞ্চ দংশ মশকং স্থাবরঞ্চ পৃথ গ্বিধম্॥ ৪০॥

(১ অঃ। মনু)

অর্থাৎ এই দশ প্রজাপতি আবার মহা তেজস্বী অপর সপ্ত মনুর সৃষ্টি করিলেন। এবং যে দেব সমূহকে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন নাই, এমন দেবগণ ও তাঁহাদের বাসস্থান, অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন বহু মহর্ষি, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অপসর, অসুর, নাগ, সর্প, গরুড়াদি পক্ষী, এবং পৃথক্ পৃথক্ পিতৃগণ, বিদ্যুৎ, বজ্র, মেঘ, নানাবর্ণ জ্যোতির্দ্দণ্ড, ইন্দ্রধনু, উল্কা, নির্ঘাত অর্থাৎ ভূমি ও অন্তরীক্ষ গত উৎপাত ধ্বনি, ধুমকেতু, ধ্রুব ও অগস্ত্যাদি নানাপ্রকার জ্যোতিঃ পদার্থ, কিন্নর, বানর, মৎস্য, নানাপ্রকার পক্ষী, পশু, মৃগ, মনুষ্য ও দুই পংক্তি দন্ত বিশিষ্ট জন্তু, কৃমি, কীট, পতঙ্গ, যুক, মক্ষিক, মৎকুন, সর্ব্বপ্রকার দংশ মশক এবং বৃক্ষলতাদি পৃথক্ পৃথক্ স্থাবর সৃষ্টি করিলেন। উপর্য্যুক্ত বর্ণনা হইতে প্রতিপন্ন হইল যে, মনুপুত্র মরিচ্যাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃকই পৃথিবীস্থ দেব, দানব, মানব এবং বাসস্থানাদি সৃষ্ট হইয়াছে। অপিচ ঐ দেবতারা যে স্থানে বাস করিতেন, তাহার নাম দেবনগর বা স্বর্গ, (মধ্য এশিয়া)। কালবসে

স্বর্গস্থ জন সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে, ত্রেতা যুগের কোন এক সময় শৌনক ঋষি কর্ত্তৃক জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। যথা—

এতে রাজর্ষয়ঃ সর্ব্বে সিদ্ধিং সুমহতীংগতা।
অতোর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি আয়োর্বংশং মহাত্মনঃ॥

২৪৪।২৯ অঃ

এতে পুত্রাঃ মহাত্মানঃ পঞ্চৈবাসন্ মহাবলাঃ।
স্বর্ভানু তনয়ায়াং বৈপ্রভায়াং জজ্ঞিরে নৃপঃ॥ ১॥
নহুষ প্রথম স্তেষাং ক্ষত্রবৃদ্ধ স্তুতঃ স্মৃতঃ।
ক্ষত্রবৃদ্ধাত্মজশ্চৈব সুনহোত্র মহাযশাঃ॥ ২॥
"সুন হোত্রস্য দায়াদা স্ত্রয়ঃ পরম ধার্ম্মিকাঃ।
কাশঃ শলশ্চ দ্বাবেতৌ তথা গৃৎ সমদঃ প্রভুঃ॥ ৩॥
পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রা স্তথৈবচ।
এতস্য বংশে সম্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ॥ ৪॥"

(৩০ অঃ॥ উঃ খঃ। বায়ু পুরাণ)

"ক্ষত্রবৃদ্ধাত্মজ স্তত্র সুনহোত্রঃ মহাযশাঃ।
সুনহোত্রস্য দায়াদা স্ত্রয়ঃ পরম ধার্ম্মিকাঃ॥ ৬॥
কাশঃ শলশ্চ দ্বাবেতৌতথা গৃৎ সমদঃ প্রভুঃ।
পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রা স্তথৈবচ॥ ৭॥"

(২৯ অঃ। হরিবংশ)

পূর্ব্বোক্ত বায়ুপুরাণ ও হরিবংশের প্রমাণ দুইটী ঠিক এক প্রকার, বোধ হয় বায়ুপুরাণের শ্লোক কয়েকটি হরিবংশ কর্ত্তা অবিকল গলাধঃ

করণ করিয়া থাকিবেন। একপ্রকার শ্লোক বিধায় ভিন্ন ভিন্ন অনুবাদ দিলাম না। অর্থাৎ বিশ্বামিত্রাদি রাজর্ষিগণ তপোবলে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া সুমহতী সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর আমি আয়ুর বংশ বর্ণনা করিব। স্বর্ভানুতনয়া প্রভার গর্ভে, তাঁহার (আয়ুর) মহাবল পঞ্চ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে রাজা নহুষ প্রথম ও মহারাজ ক্ষত্র-বৃদ্ধ দ্বিতীয়। ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র সুনহোত্র। সুনহোত্রের কাশ, শল ও গৃৎসমদ নামক তিন পুত্র জন্মে। গৃৎসমদের পুত্র শুনক এবং শুনকের পুত্র শৌনক। এই শৌনক ঋষি ত্রেতাযুগের কোন এক সময়ে (দ্বিজ কুল সম্ভূত হইলেও) বিচিত্র কর্ম্ম দ্বারা আপন চারি পুত্রকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকুলে প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তৎপর দেবগণ স্বর্গ (মধ্য এশিয়া) হইতে দক্ষিণাপথে ভারতে আসিয়া সিন্দু নদ তীরে রাজধানী স্থাপন করেন। এবং তদবধি ঐ স্থান "আর্য্য স্থান" নামে আখ্যাত হয়।

ভারতাগত শূদ্রগণ, ভারতবাসী অনার্য্য জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া যাওয়ায়, আর্য্যবর্ণ ত্রিত্রয় হইতে একেবারে নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে, ও উক্ত দ্বিজাতি বর্ণত্রয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির যৌন সম্বন্ধের বাহির হইয়া পড়ে।

মহাত্মা আর্য্যঋষিগণ পরমেশ্বরের সর্জ্জনী শক্তির গুণত্রয় ও তদ্-গুণাত্মক কর্ম্ম (ব্যবসায়) এই দুই পবিত্র ভিত্তির উপর বর্ণ ভেদ প্রথা স্থাপন করায়, গুণ কর্ম্মানুসারে নিম্ন বর্ণ উচ্চবর্ণে উন্নীত হইয়া এবং উচ্চবর্ণ অধমবর্ণে অবনমিত হইয়া, সমাজের উৎকর্ষ সাধিত হইত। সমাজ এইরূপ ন্যায় সঙ্গত ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিয়া, আর্য্যগণ উন্নতির চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। জানি না কোন্ সময় কোন নীচাশয় আর্য্য সন্তান, পিতৃগণের এই মহান্ উদ্দেশ্যের মূলে কুঠারাঘাত

করিয়া, জন্মগত বর্ণভেদ প্রথা উপস্থাপিত করিয়াছেন। পাঠকগণ! দেখুন পূর্ব্বতন আর্য্যগণ সমাজের কণ্টকোদ্ধার জন্য, প্রাণ-প্রতিম নিজ সন্তানগণকে বিভিন্ন বর্ণে স্থান দান করিয়া, কি প্রকারে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। যথা—

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াজ্জাত মেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈবচ॥ ৬৫॥"

(১০ অঃ। মনু)

অর্থাৎ যে প্রকার গুণবান্ শূদ্র ব্রাহ্মণতা প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার নির্গুণ ব্রাহ্মণও শূদ্রতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৬৫।

"শূদ্রোপি শীলসম্পন্নো গুণবান্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ।
ব্রাহ্মণোপি ক্রিয়াহীনঃ শূদ্রাৎ প্রত্যবরোভবেৎ॥"

(পরাশর সংহিতা)

অর্থাৎ যে প্রকার চরিত্র সম্পন্ন গুণবান্ শূদ্র ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে, সেই প্রকার গুণহীন ব্রাহ্মণও শূদ্রাপেক্ষা অবর অর্থাৎ নিকৃষ্ট হইয়া থাকে।

"এতৈশ্চ কর্ম্মভিদেবি ব্রাহ্মণোযাত্যধোগতিং।
শূদ্রশ্চ বিপ্রতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈব শূদ্রতাং॥"

(শৈবপুরাণ)

অর্থাৎ হে দেবী! যে হেতু পূর্ব্বোক্ত হীন কর্ম্মাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ অধোগতি প্রাপ্ত হয়। অতএব কর্ম্মের উৎকর্ষাপকর্ষে শূদ্র ব্রাহ্মণতা এবং ব্রাহ্মণ শূদ্রতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ধীমান্ পাঠক! অনুসন্ধান করিলে আর্য্য শাস্ত্রে এ প্রকার প্রচুর উদাহরণ পাইবেন। ক্ষোভের বিষয় টীকিওয়ালা সমাজ কণ্টক গুলির চক্ষুতে এ সমস্ত পবিত্র শাস্ত্রবচন পতিত হয় না। আবার ব্যক্তিগত ভাবে দেখুন, কে কোন বর্ণ হইতে বর্ণান্তরে উন্নীত অথবা অবনমিত হইয়াছেন?

যথা—

"যেন যেনাভিধানেন ব্রাহ্মণ্যং ক্ষত্রিয়া গতাঃ।
বিশেষং জ্ঞাতুমিচ্ছামি তপসা দানতস্তথা॥ ১০১॥
শ্রূয়ন্তে হি তপঃ সিদ্ধাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ।
বিশ্বামিত্রো নরপতি র্মান্ধাতা সংকৃতিঃ কপিঃ॥ ১০২॥
কপেশ্চ পুরুকুৎসশ্চ সত্যশ্চানূহবান্ ঋভুঃ।
অর্ষ্টিসেনোঽজমীরশ্চ ভগোঽন্যোঽন্যস্তথৈবচ॥ ১১২॥
কক্ষিবাংশ্চৈব শিবায় স্তথান্যেচ মহারথাঃ।
ক্ষাত্রোপেতাঃ স্মৃতাহ্যেতে তপসা ঋষিতাং গতাঃ"॥ ১১৩॥

যথাদৃষ্টং লিখিতং পরং ন শুদ্ধং মন্যে।

(২৯অঃ। উঃ. খঃ। বায়ুপুরাণ)

অর্থাৎ ঋষিগণ বলিলেন হে মহর্ষে! যে যে প্রকার দান ও তপস্যাদি দ্বারা, ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া ছিলেন তাহা বিস্তারিত শুনিতে ইচ্ছা করি। মহর্ষি বলিলেন, হে বৎসগণ! পূর্ব্বকালে ক্ষত্রধর্ম্মাশ্রিত, তপঃ সিদ্ধ দ্বিজাতীয় নরপতি বিশ্বামিত্র, মান্ধাতা, সংকৃতি, ঋভু, কপি, ও কপিপুত্র পুরু, কুৎস, সত্য, অনূহবান্, অর্ষ্টিসেন, অজমীর, ভগ, কক্ষিবান্ ও শিজয় প্রভৃতি মহারথীগণ তপস্যা দ্বারা ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"পৃষধ্রোহিং সরিম্বাতু গুরোর্গাং জনমেজয়ঃ।
শাপাৎ শূদ্রত্বমাপন্নানবৈতে পরিকীর্ত্তিতাঃ"॥ ১০৭॥

(১১শ অঃ। হরিবংশ)

অর্থাৎ হে জনমেজয়! পৃষধ্র নামক অমিত তেজা ক্ষত্রিয় নরপতি, গুরুর গোবধ পাপে অধম বর্ণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১০৭।

"পৃষধ্রস্তু গুরো গোঁবধাৎ শূদ্রত্বমগমৎ।
নাভাগো নেদিষ্ট পুত্রস্তু বৈশ্যতামগমৎ" ॥ ১৫॥

(১ অঃ। ৪ অং। বিষ্ণু পুরাণ)

অর্থাৎ ক্ষত্রিয় রাজ পৃষধ্র গুরুর গোবধজনিত পাপে অধম শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এবং নেদিষ্টপুত্র নাভাগ, কুকর্ম্মবশে ক্ষত্রিয় হইয়াও বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৫।

"জাতোব্যাসস্তু কৈবর্ত্ত্যাঃ শ্ব পাক্যাশ্চ পরাশরঃ।
শুক্যাশুকঃ কণাদাখ্যস্তথোলূক্যাঃ সুতোভবেৎ ॥২২॥
মৃগীজার্থর্য্যশৃঙ্গোপি বশিষ্ঠো গণিকাতনজঃ।
মন্দপালো মুনিশ্রেষ্ঠো নাবিকা পত্য মুচ্যতে ॥২৩॥
মাণ্ডব্যো মুণিরাজস্তু মণ্ডুকী গর্ভ সম্ভবঃ।
বহবোহন্যোপি বিপ্রত্বং প্রাপ্তা যে পূর্ব্ববদ্দিলাঃ ॥২৪॥

(১২ অঃ ব্রাহ্ম পর্ব্বাভবিষ্যপুরাণ)

অর্থাৎ ব্যাসদেব কৈবর্ত্ত স্ত্রী হইতে, পরাশর শ্বপজ জাতীয় অন্ত্যজ স্ত্রী হইতে, শুকদেব শুকপক্ষী হইতে, এবং উলুকপত্নী হইতে কণাদ নামক পুত্র জন্মিয়াছিল।২২। ঋষ্যশৃঙ্গমুনি মৃগ হইতে, বশিষ্ঠ বারবণিতা হইতে এবং মন্দপাল ঋষি নাবিক পত্নী হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।২৩। মুনিরাজ মাণ্ডব্য মণ্ডুকী গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং এইপ্রকার আরও বহু বহু অধম যোণীজাত সন্তান, তপস্যাদি সৎকর্ম্ম দ্বারা বিপ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সকল মহাত্মাগণের নাম লইয়াই আমরা গর্ব্বে স্ফীত বক্ষা হইয়া থাকি। বোধ হয় এখন আর কোন পাঠকই, জাতি বিধাতৃ সৃষ্ট বা জাতি অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া বিশ্বাস করিবে না।

(ইতি প্রথম উচ্ছ্বাস সমাপ্ত)

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

প্রিয় পাঠক! চূড়ামণি তত্ত্বের আলোচনা করিতে গিয়া, অনেক বাজে কথার অবতারনা করায়, অবশ্যই আপনাদের বিরক্তি বোধ হইতেছে। হইবারইত কথা; এ সকল অনুস্বার বিসর্গের জ্বালাত কম নয়? তদুপরি আবার চূড়ামণি তত্ত্বের সুধাকথা অনেকক্ষণ শুনেন নাই। আমরা বলি, পাঠক! একটু ধৈর্য্য ধারণ করুন। কথায় বলে, "সবুরে মেওয়া ফলে"। অতঃপর আমরা এই তত্ত্বের যে অনাবিল মধু আপনাদিগকে উপহার দিব, তাহা একবারেই টাট্‌কা। তদুপরি আবার রিফাইন্ করা। অনুস্বার বিসর্গরূপ মক্ষিকাছল একটীও নাই। এহেন মধু পাইয়া পাঠকগণ! আমার বাচলতা দোষটুক মাপ না করিলে চলিবে কেন?

শাস্ত্র সমালোচনা করিতে হইলে, গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বেই গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয় দেওয়ার প্রথা আছে। কথা প্রসঙ্গে আমি সেই সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছি। অতএব এ অধ্যায় আরম্ভের পূর্ব্বে, এই গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয় এবং কৃত গ্রন্থের সহিত গ্রন্থকর্ত্তার সম্বন্ধ করিয়া, তৎপর চূড়ামণি তত্ত্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

আলোচ্য জাতিবিকাশ নামক গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা তর্কচূড়ামণি মহাশয়, বিদ্যাস্থান নবদ্বীপের উপাধি প্রাপ্ত। মাতৃভাষা ও আর্য্যভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং বহুকাল যাবৎ অত্র গাইবান্ধা হাইস্কুলের দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার প্রধান কাণ্ডারীরূপে বিরাজিত আছেন। লোক সমাজেও ইঁহার শাস্ত্র পারদৃশ্বার খ্যাতি আছে। ইনি রঙ্গপুরে ভূতপূর্ব্ব "লাট দরবারে" আমন্ত্রিত হইয়াও বিশেষ সুযশ ভাজন হইয়াছেন। প্রোক্ত পণ্ডিত মহাশয় আমার গুরু স্থানীয়, কুটুম্বান প্রতিপালিত এবং ভূতপূর্ব্ব একান্ন-বর্ত্তী লোক বটে। দেশেও ইঁহার পিতৃপুরুষগণ বৈদ্য যাজন দ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয় পাইয়া, পাঠকগণ অবশ্যই বলিবেন, এহেন প্রধান পণ্ডিত কৃত পুস্তকের সমালোচনা করিতে পার, তোমার এমত ক্ষমতা কি? এ কথা সম্পূর্ণ সঙ্গত। আমার

এমন কিছু বিদ্যাবুদ্ধি নাই যে, অতবড় একজন পণ্ডিত কৃত পুস্তকের সমালোচনা করিতে পারি। কাজেই আপনারা বিরক্তির সহিত নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া, কালিদাসের ভাষায় বলিতে পারেন, "প্রাংশু লভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ"। অবশ্য আমি এ কথার কোন সদুত্তর দিয়া, পাঠকগণকে বুঝাইতে পারিব এরূপ কোন আশা নাই। তবে একটী মাত্র ভরসা আছে ; সেই ভরসায় আমিও আপনাদিগকে বলিব, "মনৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেব বাস্তি মে গতিঃ।" আমি প্রবন্ধ সূচনায় বলিয়া আসিয়াছি, জাতি বড় জিনিষ এবং সংসারে সকলেই জাতির কদর করিয়া থাকে। এহেন জাতির উপর আঘাত করিলে, কেহ তাহা সহ্য করিতে পারে না। তাই আত্ম ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য না করিয়াই, গ্রন্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ফলাফল ভগবান জানেন। অতঃপর দেখা যাউক এই জাতি বিকাশ গ্রন্থের সহিত, গ্রন্থকর্ত্তা চূড়ামণি মহাশয়ের সমন্ধ কি ? প্রোক্ত গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় রাজবংশী জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করা। এই রাজবংশীগণ চূড়ামণি মহাশয়ের সোদর নানা নহেন। অথচ এই জাতির উচ্চবর্ণ প্রাপ্তির জন্য গ্রন্থকর্ত্তা নিঃস্বার্থভাবে শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন কারয়া এই পুস্তকামৃত উদ্ধার করিয়াছেন, এমত ধারণা করারও কোন হেতু দেখা যায় না। কাজেই সন্দেহ হয়, (সন্দেহ কেন নিশ্চয়ই) কিঞ্চিৎ রুধির বিনিময়ও হইয়াছিল।

পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন, এই পুস্তকের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রস্তাব হইতেই মিথ্যার স্বস্তিবাচন আরম্ভ হইয়াছে। অতঃপর আমরা অপরাংশের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

"বর্ণ তারতম্যে যে অনিষ্ট নাই, কেবলই মঙ্গল সাধিত হয় একথা বলিতে পারি না পরন্তু ইষ্টানিষ্ট দুইই আছে। জগতের সমস্ত ব্যাপারেই শুভাশুভ উভয়ই দেখা যায়। তবে দেশ কাল, ও পাত্র বুঝিয়া বিষয়ের

হেয়ত্ব এবং উপাদেয়ত্ব বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বতন যুগে দেখা যায় মঙ্গলময় বিধাতার, মঙ্গলময় চাতুর্ব্বর্ণ্য বিধিকে শিরোধার্য্য করিয়া, আর্য্যগণ জগতের অশেষ মঙ্গল বিধান করিয়া গিয়াছেন। আবার এক্ষণ এই বর্ত্তমান যুগে সেই বর্ণাশ্রম প্রভেদ এবং লাঘব গৌরব বিধিই আত্মদ্রোহ, গৃহবিবাদ, বিষম জিগীষা প্রবর্ত্তিত করিতেছে। পরস্পর দোষারোপ গোত্রস্খলনাদি কত কাণ্ডই সংঘটিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই, অথচ কিছুরই কোনও একটা শুভফল হইতেছে না।"

(জাতিবিকাশ। ৮ পৃঃ)

"অবশ্য স্বীকার করি প্রাচীন প্রথা অংশতঃ দোষগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছে সত্য, কিন্তু উপায় কি? এই দোষ সংশোধনের পন্থা কি? যদি এমন কোন ক্ষমতাশালী পুরুষ কেহ থাকেন, যিনি আর্য্যসমাজের দোষকণ্টক উদ্ধার করিয়া নিব্রণ করিতে পারক হন, করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই, আপত্তিও নাই, বরং তাঁহাকে সমাজ হিতৈষী বলিয়া শত ধন্যবাদ দিতে প্রস্তুত আছি। বস্তুতঃপক্ষে সমাজের কল্যানার্থে উক্তরোগ চতুষ্টয়ের নিতান্ত আবশ্যকতা কেহই অস্বীকার করিবেন না। তবে আর্য্য সমাজে সেইটী জাতিগত হইয়া পড়ায় যে ইতর বিশেষ ঘটিয়াছে, তাহার পরিশুদ্ধি না করিয়া যে বিবাদ বিসংবাদ করা তাহাও বড় দুঃখের বিষয় আর চির প্রবহমান সেই ইতর বিশেষ ধারণাস্রোত প্রতিরুদ্ধ করা যে সহজ ব্যাপার তাহাও মনে করিনা।"

(জাতি বিকাশ। ৯পৃঃ)

"দেখিয়া শুনিয়া আমরা যে জ্ঞানলাভ করিয়াছি, তাহাতে এই পর্য্যন্ত বুঝি যে জ্ঞান ধর্ম্মের গুরু ব্রাহ্মণগণ সমাজের প্রাণ। প্রাণ শূন্য দেহ যেমন অসার, অস্পৃশ্য ধর্ম্ম এবং জ্ঞানের গুরু ব্যতীত সমাজও হেয় এবং অশ্রদ্ধেয়। তবে আমরা যে ইতর বিশেষ জ্ঞান করি তাহার লৌকিক

অবান্তর ব্যবস্থা মাত্র। যাঁহারা সমকক্ষ হইয়াও সম্প্রদায় বিশেষকে আপনা হইতে উচ্চপদারূঢ় মনে করেন, তাহা তাদৃশ গৌরবকারী দিগেরই মহত্ত্ব ব্যঞ্জক মনে করা উচিত। কাহাকেও আপন সমাজের শীর্ষস্থানীয় করিয়া লওয়া বুদ্ধির কার্য্য বটে। এই প্রকার বিবেচনা পূর্ব্বক কর্ত্তব্য নিষ্ঠ হইলে বোধহয় কোনরূপ উচ্চনীচ ভাব কাহারও অন্তরে স্থান পায় না, কোন হিংসা দ্বেষেরও অবসর থাকে না। পূর্ব্বতন আর্য্যগণ বোধহয় উচ্চনীচ ভাব বর্জ্জিত হইয়া সমদর্শী ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত গোলযোগ ছিলনা, এতকাল শান্তিতেই কাটিয়া গিয়াছে।”

জাতিবিকাশ (১০।১১ পৃঃ)

পাঠক! আমি ইতিপূর্ব্বে বর্ণ বিভাগের যে শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদান করিয়াছি, তাহার সহিত উদ্ধৃত স্থান সমূহ তুলনা করিয়া পদার্থ নির্ণয় করুণ, ইহাই আমার প্রার্থনা। আমি এ পরিচ্ছদের কোন প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছুক নহি। তবে সংক্ষেপে এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ কুলাঙ্গার হইলেও তাঁহার উপর তোমরা হস্তক্ষেপ করিও না। যে হেতু চিরাচরিত ইতর বিশেষ ধারণাস্রোত প্রতিরুদ্ধ করা সহজ নহে। অতএব তোমরা চিরকালই আমাদিগকে মানিয়া চলিবে।

প্রোক্ত জাতিবিকাশ পুস্তকের অন্যান্য পরিচ্ছেদ সমালোচনার পূর্ব্বে, আমরা দেখাইব যে, আর্য্য শাস্ত্রকারগণ জাতি বিভাগের পর বিবাহের কি প্রকার বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অবশ্য জাতি বিভাগের পূর্ব্বে আর্য্য সমাজে বিবাহের কোন বন্ধন ছিল না, অর্থাৎ যাহার যাহাকে ইচ্ছা সে তাহাকে বিবাহ করিতে পারিত। যথা—

“সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তাদার কর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃক্রমশোবরাঃ॥ ১২॥

শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সাচ স্বাচবিশঃ স্মৃতে।
তেচ স্বাচৈব রাজ্ঞঃ স্যুস্তাশ্চ স্বাচাগ্রজন্মনঃ" ॥ ১৩ ॥

(৩য়ঃ অঃ। মনু)

অর্থাৎ বিবাহ বিষয়ে দ্বিজাতিত্রয়ের প্রধানতঃ সবর্ণাস্ত্রীই প্রশস্ত। কিন্তু ইচ্ছা হইলে অসবর্ণা স্ত্রীও বিবাহ করিতে পারেন। অপিচ অসবর্ণা স্ত্রীগণের মধ্যে যথাক্রমে অবরজ অর্থাৎ নবীয়সী হইয়া থাকে। ১২। শূদ্রা স্ত্রী কেবল শূদ্রেরই ভার্য্যা হইবে, শূদ্রা ও বৈশ্যা বৈশ্যের, শূদ্রা, বৈশ্যা ও ক্ষত্রিয়া ক্ষত্রিয়ের এবং শূদ্রা, বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া ও ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণের বিবাহ যোগ্যা হইবে। ১৩। কিন্তু মনু শূদ্রাদার পরিগ্রহের বিধি দিয়াও নিষেধ করিয়াছেন। যথা—

"ন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়য়োরাপদ্যপিহি তিষ্ঠতোঃ।
কশ্চিংশ্চিদপি বৃত্তান্তে শূদ্রা ভার্য্যোপদিশ্যতে ॥ ১৪॥
শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিং।
জনয়িত্বা সুতং তস্যাং ব্রাহ্মণ্যা দেবহীয়তে ॥ ১৫॥
হীন জাতি স্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু স সন্তানানি শূদ্রতাং ॥ ১৬॥
শূদ্রাবেদী পতত্যাত্রেরুতথ্য তনয়স্য চ।
শৌনকস্য সুতোৎপত্ত্যাতদপত্য তয়া ভৃগোঃ ॥ ১৭॥"

(৩য় অঃ। মনু)

অর্থাৎ ইতিহাসাদি কোন বৃত্তান্তে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের বিপদকালেও শূদ্রাকে ভার্য্যাত্বে গ্রহণের কথা নাই। ১৪। দ্বিজাতি ত্রয় যদি মোহবশতঃ হীন জাতীয়া স্ত্রীলোককে বিবাহ করেন, তাহা হইলে পুত্র পৌত্রাদি সহ তাঁহারা সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। ১৫। শূদ্রা স্ত্রী বিবাহ করিলেই ব্রাহ্মণাদি দ্বিজত্রয় পতিত হন। ইহা অত্রি ও উতথ্য

তনয় গৌতম মহর্ষির মত। শৌনক মুনির মতে শূদ্রাতে পুত্রোৎপাদন করিলে পতিত হইতে হয় এবং ভৃগুর মতে শূদ্রোৎপন্ন সন্তানের সন্তান হইলে পতিত হইতে হয়। ১৬। শূদ্রাতে গমন করিলে ব্রাহ্মণের অধোগতি হয় এবং শূদ্রাতে সন্তান উৎপাদন করিলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য নষ্ট হয়। ১৭। বিবাহ বিষয়ে, মহাত্মা যাজ্ঞবল্ক্যও মনুর মতের পরিপোষক। যথা—

"তিস্রোবর্ণানু পূর্ব্বেণ দ্বে তথৈকা যথাক্রমং।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং ভার্য্যাস্বা শূদ্রজ ননন:॥ ৫।
যদুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শূদ্রাদারোপ সংগ্রহ:।
নতন্ মম মতং যস্মাৎ তত্রাত্মা জায়তে স্বয়ং॥ ৫৬॥"

(১ম অ:। যাজ্ঞবল্ক্য)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সবর্ণা অসবর্ণা তিন, ক্ষত্রিয় দুই ও বৈশ্য একমাত্র স্বজাতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন। শূদ্র কখনও আপন জাতি ভিন্ন অন্য জাতীয় কন্যা বিবাহ করিতে পারিবেন না। কোন কোন শাস্ত্রকর্ত্তা, ব্রাহ্মণাদি দ্বিজ বর্ণত্রয়কে শূদ্রাদার পরিগ্রহের ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু আমার তাহাতে কিছুমাত্র মত নাই, যেহেতু স্ত্রীতে আত্মজরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং শূদ্রাদার পরিগ্রহ অতীব পাতিত্য কর। মহামতি ব্যাসদেবও বিবাহ বিষয়ে এ মতেরই অনুমোদন করিতেছেন। যথা—

"চতস্রো বিহিতা ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য পিতামহ।
ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রাচ রতি মিচ্ছত:॥ ৪৬॥
ক্ষত্রিয়স্যাপি দ্বে ভার্য্যে বিহিতে কুরু নন্দন।
তৃতীয়াচ ভবেৎ শূদ্রা নতু দৃষ্টান্ততঃ স্মৃতা॥ ৪৭॥

একৈকবহি ভবেৎ ভার্য্যা বৈশ্যস্ত কুরু নন্দন।
দ্বিতীয়াতু ভবেৎ শূদ্রা নতু দৃষ্টান্ততঃ স্মৃতা ॥ ৫১॥”

(৪৭ অঃ। অনুশাসন পর্ব্ব, মহাভারত।)

অর্থাৎ—হে পিতামহ! ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই চতুর্ব্বিধ স্ত্রীই পরিণেয়া বলিয়া শাস্ত্রে বিহিত আছে। কিন্তু শূদ্রা স্ত্রী তাঁহার প্রশস্ত স্ত্রী নহে। এইরূপ ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও বৈশ্যের কেবল বৈশ্যা স্ত্রীর পাণিগ্রহণই প্রশস্ত। তাঁহাদিগেরও শূদ্রাদার পরিগ্রহ প্রশস্ত বলিয়া গণ্য নহে।

এতাবতা ইহাই স্থির হইল যে, বর্ণ বিভাগের পর দ্বিজজাতি ত্রয় সবর্ণা ও অসবর্ণা স্ত্রীগনের পানি গ্রহণ করিতে পারিতেন। তবে শূদ্রাদার পরিগ্রহ বিষয়ে কাহারও তত মত ছিলনা। তথাপি স্বাধীন প্রকৃতিপুঞ্জ শাস্ত্রের এ মতে শৃঙ্খলিত হইলেন না। তাঁহারা অব্যাহত ভাবে শূদ্রা পরিগ্রহ ও করিতে লাগিলেন। “অন্যে পরে কা কথা” মহর্ষি বশিষ্ঠ শূদ্র কন্যা অক্ষমালার এবং মন্দপাল ঋষি পক্ষিণী শারঙ্গীর পানি পীড়ন করিয়াছিলেন। তবে কি শূদ্রা স্ত্রী কি অন্যান্য অসবর্ণা স্ত্রী তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব স্বামীর সবর্ণা স্ত্রী হইতে মর্য্যাদায় কিঞ্চিৎ অবরজ ছিলেন। তাঁহাদিগের বিবাহ প্রথাও কিঞ্চিৎ পৃথক ছিল। যথা—

“পানি গ্রহণ সংস্কারঃ সবর্ণাস্বূপ দিশ্যতে।
অসবর্ণা স্বয়ং জ্ঞেয়োবিধিরুদ্বাহ কর্ম্মণি ॥ ৪৩ ॥
শরঃ ক্ষত্রিয়য়া গ্রাহ্যঃ প্রতোদ বৈশ্য কন্যয়া।
বসনস্য দশা গ্রাহ্যা শূদ্রয়োৎকৃষ্ট বেদনে ॥ ৪৪ ॥”

(৩য়ঃ অঃ। মনু)

অর্থাৎ শাস্ত্রে সবর্ণাস্ত্রীর পানি গ্রহণই ব্যবস্থিত আছে। অসবর্ণা স্ত্রী বিবাহকালে পানিগ্রহণের পরিবর্ত্তে বক্ষ্যমান বিধিই প্রশস্ত। ৪৩। যখন

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াকে বিবাহ করেন তখন ক্ষত্রিয়া ব্রাহ্মণের হস্ত ধারণ না করিয়া, তাঁহার হস্তধৃত শর গ্রহণ করিবেন। ক্ষত্রিয় বৈশ্যাকে বিবাহ করিলে, বৈশ্যা স্ত্রী বরহস্তস্থ প্রতোদ অর্থাৎ গোতাড়ণ দণ্ডের এক দেশ ধারণ করিবেন এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহারা শূদ্রাদার পরিগ্রহ সময়ে, সেই শূদ্র কন্যা ব্রাহ্মণাদির পাণি গ্রহণের পরিবর্ত্তে, তাঁহাদের পরিহিত বস্ত্রের দশা অর্থাৎ অঞ্চল, গ্রহণ করিবেন। ৪৪। আবার ধর্ম্মকার্য্যা দিতেও সবর্ণা অসবর্ণা স্ত্রীদিগের ইতর বিশেষ ছিল। যথা—

"নানা বর্ণাসু ভার্য্যাসু সবর্ণা সহচারিণী।
ধর্ম্মাধর্ম্মেষু ধর্ম্মিষ্ঠা জ্যেষ্ঠাতস্য সজাতিষু॥

(ব্যাস সংহিতা)

অর্থাৎ যদি কাহারও সবর্ণা অসবর্ণা নানা শ্রেণীর ভার্য্যা থাকে, তাহা হইলে তিনি ধর্ম্মকার্য্যে সবর্ণা স্ত্রীকেই সহবর্ত্তিনী করিবেন। যদি সবর্ণা বহু স্ত্রী থাকে তবে তন্মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা ধর্ম্মিষ্ঠাই ধর্ম্মকার্য্যের সহচরী হইবে।

"সমানবর্ণাসু ভার্য্যাসু বিদ্যমানাসু জেষ্ঠয়া সহ ধর্ম্মাচরণং কুর্য্যাৎ, মিশ্রাসু চ কনিষ্ঠয়াপি সমান বর্ণায়া। সমান বর্ণয়া অভাবে অনন্তরয়াএব আপদি চ নত্বেব দ্বিজঃ শূদ্রয়া।" ইতি।

(বিষ্ণুপুরাণ)

অর্থাৎ সবর্ণা বহু ভার্য্যা বর্ত্তমান থাকিলে বয়োজ্যেষ্ঠাই ধর্ম্ম কার্য্যে সহ ধর্ম্মিণী হইবে। সবর্ণা অসবর্ণা ভার্য্যাদিগের মধ্যে সবর্ণা স্ত্রী অসবর্ণা হইতে বয়ঃ কনিষ্ঠা হইলেও তাহাকে সহবর্ত্তিনী করিতে হইবে। কিন্তু দ্বিজজাতিরা কখনও আপৎকালেও শূদ্রা পত্নীকে ধর্ম্ম কার্য্যের সহবর্ত্তিনী করিবেন না।

অতঃপর আমরা অসবর্ণা স্ত্রীদিগের, পারিবারিক ও সামাজিক মর্য্যাদার বিষয় বলিব। তাঁহারা সাধারণতঃ সবর্ণা স্ত্রী অপেক্ষা মর্য্যাদায় কিঞ্চিৎ অবরজ ছিলেন। যথা—

"গুরুবৎ প্রতিপূজ্যাঃ স্যুঃ সবর্ণা গুরু যোষিতঃ।
অসবর্ণাস্তু সংপূজ্যাঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ॥ ২১০॥"
(২য় অঃ। মনু)

অর্থাৎ গুরুর সবর্ণা স্ত্রী সকল গুরুর ন্যায় পূজনীয়া কিন্তু অসবর্ণা স্ত্রীগণ কেবল প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন দ্বারাই সম্মানার্হা হইবে। ২১০। উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা সুন্দররূপে প্রমাণ হইতেছে যে, ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিগণ অসবর্ণা স্ত্রী বিবাহ করিয়া, তাঁহাদিগকে মাঠে ছাড়িয়া দিতেন না। পরন্তু বৈধ পত্নী ভাবে গৃহেই রাখিতেন। এবং তাঁহারা বৈধপত্নী ভাবেই ব্যবহৃত হইতেন। এমন কি গুণবতী শূদ্রা পত্নীগণ পর্য্যন্ত আদরে সভাজিত হইয়াছেন। যথা—

অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তাহম যোনিজা।
শারঙ্গী মন্দপালেন জগামাভ্যর্হ নীয়তাং॥ ২৩॥
এতাশ্চান্যাশ্চ লোকেস্মিন পকৃষ্ট প্রসূতয়ঃ।
উৎকর্ষং যোষিতঃ প্রাপ্তাঃ স্বৈ স্বৈ ভর্তৃগুনৈঃ শুভৈঃ॥ ২৪॥
(৯ অঃ। মনু)

অর্থাৎ নিকৃষ্ট শূদ্রকুল সম্ভূতা অক্ষমালা এবং পক্ষিনী শারঙ্গী ক্রমান্বয়ে ঋষি বশিষ্ঠ ও মন্দপালের সহিত বিবাহিতা হইয়া পরম মান্যা হইয়াছিলেন। ২৩। উক্ত রমণীদ্বয় এবং সত্যবতী প্রভৃতি আরও কতকগুলি রমণী অপকৃষ্ট যোনিজা হইলেও স্ব স্ব ভর্তৃগুণে উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। ২৪। আবার এই সবর্ণা ও অসবর্ণা স্ত্রীগণ হইতে উৎপন্ন সন্তানগণ মধ্যে কে কিরূপ পিতৃঋকৃথ বা পিতৃধনের অধিকারী হইবে, তাহারও ব্যবস্থা আছে। যথা—

"ব্রাহ্মণস্যানুপূর্ব্বেণ চতস্রস্তু যদি স্ত্রিয়ঃ।
তাসাং পুত্রেষু জাতেষু বিভাগেয়ং বিধি স্মৃতঃ ॥ ১৪৯ ॥
সর্ব্বং বাপ্যথ জাতং তদ্দশধা পরিকল্প্যচ।
ধর্ম্ম্যং বিভাগং কুর্ব্বীত বিধিনানেন ধর্ম্মবিৎ ॥ ১৫২ ॥
চতুরোংশান্ হরেদ্বিপ্র স্ত্রীনংশান্ ক্ষত্রিয়াসুতঃ।
বৈশ্যা পুত্রোহরেদ্ দ্ব্যংশমংশ শূদ্রা সুতোহরেৎ ॥ ১৫৩॥"

(৯ম অঃ। মনু)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্রমশঃ বিবাহিতা চারি জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানদিগের প্রাপ্য বিষয় বিভাগ নিম্নে বর্ণিত হইতেছে। ১৪৯। একজন বিভাগ ধর্ম্মবিদ্ ব্যক্তি সমস্ত সম্পত্তি দশ ভাগে বিভক্ত করিয়া নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে বিভাগ করিবেন। ১৫২। ব্রাহ্মণী পুত্র চারি ভাগ, ক্ষত্রিয়াপুত্র তিন ভাগ, বৈশ্যা পুত্র দুই ভাগ এবং শূদ্রা পুত্র এক ভাগ পাইবে। ১৫৩।

উপর্য্যুক্ত বর্ণনা দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে, চাতুর্ব্বর্ণ্য বিবাহ জাত পুত্রগণ প্রত্যেকেই পিতৃ সজাতা প্রাপ্ত হইয়া, পিতৃধনে অধিকারী হইতেন। দক্ষিণাত্য মহারাষ্ট্রাদি প্রদেশে আজিও ব্রাহ্মণেরা অসবর্ণা স্ত্রী বিবাহ করিয়া থাকেন। এবং তাদৃশ স্ত্রীগণও সবর্ণার ন্যায় রন্ধনাদি কার্য্য করিতে অধিকারিণী হয়। তবে এই মাত্র পার্থক্য হয় যে, অসবর্ণা স্ত্রী সঞ্জাত পুত্রগণ পিতৃ সাজাত্য লাভ করে এবং কন্যা মাতা মহকুল প্রাপ্ত হয়। জানি না ভারত হইতে কোন সময় অসবর্ণা বিবাহ প্রথা তিরোহিত হইয়াছে। তবে এই মাত্র অনুমান হয় যে, গুণকর্ম্মানুসারে জাতি বা বর্ণভেদ প্রথা যখন যৎকর্ত্তৃক নিরুদ্ধ হইয়াছে, সেই মহাত্মা কর্ত্তৃকই অসবর্ণা বিবাহ প্রথা প্রতিরুদ্ধ হইয়া থাকিবে।

পাঠক মহোদয় গণ ; এতক্ষণ বড়ই বিরক্ত করিয়াছি, চলুন এখন একবার সেই চূড়ামণি তত্ত্বের সরস আলোচনা করা যাউক।

১। "পূর্ব্বে একদা এই আর্য্য সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র এই চারিটী ব্যতীত অবান্তর জাতি ছিলনা, পরে বেননামা একজন প্রবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় নরপতি চাতুর্ব্বর্ণ্য বিবাহ বিধি প্রচলন করেন।"

(জাতি বিকাশ। ১২পৃষ্ঠা।)

২। "দেখা যায় পরে তৎ কালীক ঋষিগণ অভিচার দ্বারা সেই অপরিনাম দর্শী নরপতিকে বিনাশ করিয়া পুনর্ব্বার সবর্ণা মাত্র বিবাহের সনাতন বিধি প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়া ছিলেন, সেই হইতে চাতুবর্ণ্য বিবাহ আর্য্য সমাজ হইতে বিলুপ্ত হয়।"

(জাতি বিকাশ। ১৩পৃঃ)

৩। "নানা শাস্ত্রেই সংস্কারোৎপত্তির কারণ চাতুর্ব্বর্ণ্য বিবাহের ভূয়সী নিন্দা দেখা যায়, আর সর্ব্বসাধারণের অশ্রদ্ধেয় না হইলেই বা আর্য্য সমাজ হইতে সেই প্রথা বিদূরিত হইবে কেন।"

(জাতি বিকাশ। ১৪পৃঃ)

৪। বর্ত্তমান যুগে কায়স্থগণ আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। তাঁহারা বলেন, তাহারা শূদ্র জাতি নহেন। কোনও কারণ বিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া শৌদ্রভাবে এতকাল প্রচ্ছন্ন ছিলেন। এখন আর সে বাধা বর্ত্তমান নাই। সুতরাং আত্ম প্রকাশের সময় আসিয়াছে। আর আমরা শূদ্র ভাবে থাকিব না। রাজসাহী প্রভৃতি প্রদেশে ইতি মধ্যেই অনেকে যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়াছেন, কায়স্থের উপণয়ন সম্বন্ধীয় বিধি অর্থাৎ পশুপতি অশ্বলায়ন প্রণীত পদ্ধতীর ন্যায় পদ্ধতি রচিত হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্তের প্রমাণ এবং ভট্টাচার্য্য গণের স্বাক্ষরাঙ্কিত ব্যবস্থা পত্রেরত অভাবই নাই, এস্থলে আমাদের এইটুকু মাত্র

বলিবার আছে, কায়স্থ জাতির আচার ব্যবহার সাধারণ শূদ্রাপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট, এবং শূদ্রেরা কায়স্থ জাতির ভৃত্য কার্য্য করে (দাসত্ব ভাব) দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কায়স্থ জাতি শূদ্রেরা স্বজাতি হইতেন তবে বোধহয় কখনও দাসত্ব স্বীকার শূদ্রগণ করিত না, কায়স্থেরা ও স্বজাতিকে ভৃত্য করিতে সাহসী হইতেন না।

(জাতিবিকাশ। ৩৭পৃঃ)

৫। এখন দেখা যাউক কায়স্থগণ যদি শূদ্র নহেন তবে তাঁহারা কোন বর্ণ ও বর্ণ সংখ্যায় তাঁহাদিগকে অনুমান করিয়া লওয়া চলেনা, তাহার কারণ এই যে বৈশ্য, কায়স্থ যদি বর্ণ সঙ্কর হইতেন তবে এহেন আর্য্য সমাজে তাঁহারা এত সুরশিক্ষা দীক্ষায় উন্নতিলাভও করিতে পারিতেন না।

জাতিবিকাশ। ৩৯ পৃঃ

৬। প্রকৃতপক্ষে গৌরব বিষয়ে কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়াপেক্ষা কোন অংশেই ম্লান বলিয়া বিবেচিত নহেন। কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব দিন দিনই স্ফুটতর হইয়া আসিতেছে।

(জাতিবিকাশ। ৪০ পৃঃ)

৭। অস্মদ্ দেশীয় ক্ষত্রিয়গণ অনুদিষ্ট। এবং কায়স্থগণ বলিতেছেন তাঁহারা ক্ষত্রিয়, একথা যে অবিশ্বাস যোগ্য তাহাও নহে, তাহার কারণ এই যে, কায়স্থ জাতি ব্রাহ্মণ নহেন একথা ধ্রুবসত্য। আবার শূদ্র ও নহেন কেন না শূদ্রেরা ব্রাহ্মণাদির যেমন সেবা করেন তেমনই কায়েস্থ জাতিরও সেবা করিয়া থাকেন দেখা যায়।

(জাতিবিকাশ। ৩৮। ৩৯ পৃঃ)

৮। ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন রাজবংশী আখ্যাবিশিষ্ট কোন বর্ণসঙ্কর আছে এরূপ কোনও প্রমান কেহ দিতে পারেন নাই। এখনত পারেন

না অতএব কেবল সন্দেহের বলে একটা জাতির উপর সাঙ্কর্য্য দোষের আরোপ করিতে সাহস করা, নিতান্ত লজ্জাজনক এবং ন্যায়ের বিরোধী।

(জাতি বিকাশ। ১৫ পৃঃ)

পাঠক! উপরি উদ্ধৃত স্থান কয়েকটি লইয়া আলোচনা করিয়া দেখা যাউক গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায় কি?

১। প্রথমতঃ জাতী বিভাগের পর মাত্র মূল চারিটী বর্ণ ছিল, একথা ধ্রুব সত্য। তৎপর যদি অসবর্ণা বিবাহ প্রথা প্রচলিত না থাকিত, তবে মূর্দ্ধাব সিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্যাদি অসবর্ণাজ জাতি সমূহ কি প্রকারে উৎপন্ন হইল, তবে কি সত্যই বেণ নামক কোন রাজা এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন যদ বাস্তবিক পক্ষে বেণ রাজার সময়ই অসবর্ণা বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তবে মূল চারিটি ব্যতিত অপর সমস্ত জাতি গুলি অত্যন্ত হেয়, এবং পুবাদমে বর্ণ সঙ্কর ইহার কোন সন্দেহ নাই। অতএব দেখা যাউক আর্য্য শাস্ত্রে বেণ রাজার সম্বন্ধে কি বিবরণ আছে। যথা—

"দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়া সম্যক্ নিযুক্তয়া।
প্রাজপ্সিতাহধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে। ৫৯।
বিধবায়াং নিযুক্ত স্তু ঘৃতাক্তো বাগ্যতো নিশি।
একমুৎ পাদয়েৎ পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কদাচন। ৬০।
দ্বিতীয়মেকে প্রজনং মন্যন্তে স্ত্রীষু তদ্বিদঃ।
অনির্বৃত্তং নিয়োগার্থং পশ্যন্তো ধর্ম্মত স্তয়োঃ। ৬১।
নান্যস্মিন্ বিধবা নারী নিয়োক্তব্যাদ্বিজাতিভিঃ।
অন্যস্মিন্ হিনি যুঞ্জানা ধর্ম্মং হন্যুঃ সনাতনং। ৬৪।
নোদ্বাহি কেষুমন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতেকচিৎ।
নবিবাহ বিধাবুক্তং বিধবা বেদনং পুনঃ। ৬৫।

অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশু ধর্ম্মো বিগর্হিতঃ।
মনুষ্যানামপি প্রোক্তো বেণেরাজ্যং প্রশাসতি। ৬৬।
সমহী মখিলাং ভুঞ্জন্ রাজর্ষি প্রবরঃ পুরা।
বর্ণানাং সঙ্করং চক্রে কামোপ হতচেতনঃ। ৬৭।
ততঃ প্রভৃতয়ো মোহাৎ প্রমীতপতি কাং স্ত্রিয়ং।
নিয়োজয় ত্যপত্যার্থং তং বিগর্হন্তি সাধবঃ। ৬৮।

(৯মঃ অঃ। মনু)

অৎাং স্ত্রীগণের সন্তান না থাকিলে স্বামী অবথা গুরুজনের আজ্ঞানুসারে দেবর অথবা অন্য কোন সগোত্র পুরুষ হইতে সন্তান লাভ করিবে। ৫৯। গুরুজন অথবা স্বামী কর্ত্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি রাত্রিকালে মৌনাবলম্বী ও ঘৃতাক্ত কলেবরে বিধবা রমণীতে একটি মাত্র সন্তান উৎপাদন করিতে পারেন, কিন্তু দ্বিতীয় সন্তান কোন প্রকারে উৎপাদন করিতে পারেন না। ৬০। কোন কোন স্ত্রী তত্ত্ববিৎ আচার্য্য বলেন, একটি সন্তান দ্বারা নিয়োজকের নিয়োগোদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না। তজ্জন্য ঐ স্ত্রী ও ঐ নিয়োজিত ব্যক্তি দ্বিতীয় সন্তান ও উৎপাদন করিবে, কিন্তু এবিষয়ে আমার মত নাই। ৬১। দ্বিজাতিগণ কর্ত্তৃক বিধবা কি নিঃসন্তানানারী, তাহার স্বামি ভিন্ন অন্য পুরুষ গমনে নিয়োজিতা হইতে পারেনা, যাহারা নিযুক্ত করে তাহারা আর্য্যধর্ম্মের উল্লঙ্ঘনকারী। ৬৪ বিবাহের যে সকল মন্ত্র আছে, তাহাতে এমন প্রকাশ নাই যে একের স্ত্রীতে অন্যের নিয়োগ আছে, এবং বিবাহ শাস্ত্রে এমন বিধি নাই যে বিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহ হইতে পারে। ৬৫। ইহা পশু ধর্ম্ম বলিয়া সুশিক্ষিত শাস্ত্রাভিজ্ঞ দ্বিজগণ কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াছে। পূর্ব্বে বেণরাজার শাসন কালে এই রীতি মানবগণ মধ্যে প্রচলিত হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

৬৬। সেই বেণরাজা স্বীয় ভুজ বলে সমগ্র ধরণীর অধীশ্বর ও রাজর্ষি গণাগ্র গণ্য হইয়া, পাপাসক্ত ও কামাদির বশীভূত হইয়াই নিজ শাসন কালে এই বিধি প্রচলন করিয়া, বর্ণশঙ্কর সৃষ্টি করেন। তদবধি মৃত ভর্ত্তৃকা স্ত্রীতে সন্তানোৎপাদনের কারণ যে ব্যক্তি মোহবশতঃ পরপুরুষ নিয়োগ করে সাধুরা তাহার নিন্দা করেন। ৬৭। ৬৮।

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ দ্বারা সাক্ষর পাঠক মাত্রেই বেণের কার্য্য কলাপ বুঝিতে পারিয়াছেন। বেণ কোন বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত কিম্বা নিবর্ত্তিত করেন নাই, কেবল নিয়োগ ধর্ম্মের ব্যতিক্রম করিয়া বিধবা স্ত্রীতে কতকগুলি বর্ণশঙ্কর উৎপাদন করাইয়া ছিলেন। যদি বেণের নিয়োগ ধর্ম্ম ব্যতিক্রম কেই অসবর্ণা বিবাহ স্বীকার করা যায়, তবে অসবর্ণাজ সন্তান, মুর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, মহিষ্যাদি মিশ্র বিবাহ জাত জাতি সমূহ অত্যন্ত হেয়, এবং ব্যভিচারজাত বর্ণশঙ্কর তাহার অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমি ইতি পূর্ব্বে, জাতি বিভাগের পর বিবাহের যে প্রকার প্রথাছিল তাহা সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছি, তদ্দৃষ্টে পাঠক মহাশয়গণ বুঝিতে পারিবেন যে, প্রসিদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহের কুত্রাপি ও বেণের প্রবর্ত্তিত প্রথাকে অসবর্ণা বিবাহ বলিয়া উক্ত হয় নাই। অথচ ঐ সকল প্রসিদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের প্রকৃতার্থ অপলাপ করিয়া, অসবর্ণাজ জাতি নিবহকে বর্ণশঙ্কর শ্রেণীভুক্ত করিতে যাওয়া চূড়ামণি মহাশয়ের কতদূর ধৃষ্টতা ও নির্লজ্জত্বের পরিচয় তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন।

২। এস্থলে বলা হইয়াছে, তৎপর ঋষিরা অভিচার দ্বারা বেণকে নষ্ট করিয়া সবর্ণা বিবাহের সনাতন বিধি পুনঃ প্রচলিত করেন। কিন্ত লেখক একথায় কোন প্রমান প্রয়োগ করেন নাই। শাস্ত্রবিচার করিতে গিয়া, প্রমাণ হীন প্রলাপ বাক্য প্রয়োগই করা, আর গুলির আড্ডায় মৌতাত যুক্ত খোস গল্প একই প্রকার নয় কি?

৩। এস্থানে বলা হইয়াছে যে, সর্ব্বশাস্ত্রে চাতুর্ব্বর্ণ্য বিবাহের ভূরসী নিন্দা দেখা যায়। এবং চাতুর্ব্বর্ণ্য বিবাহই শঙ্কর উৎপত্তির কারণ। কোন শাস্ত্রে চাতুর্ব্বর্ণ্য বিবাহের নিন্দা আছে, দু-চারিটী বচন প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিলেই ত হইত। সঙ্করোৎপত্তির কারণ যে চাতুর্ব্বর্ণ্য বিবাহ, তাহাও চূড়ামণি ভিন্ন কেহ অবগত নহেন। বোধ হয় চূড়ামণির মৌতাত মাত্রা কিঞ্চিৎ অধিক হওয়াই এই সকল প্রলাপ বাক্যের কারণ।

৪। এতাবতা দেখা গেল যে সর্ব্বশাস্ত্রে চাতুর্ব্বর্ণ্য বিবাহের নিন্দা আছে। এবং চাতুর্ব্বর্ণ্য বিবাহই সঙ্করোৎপত্তির কারণ, এইটী প্রতি-পাদন করাই লেখক মহাশয়ের অভিপ্রায় ছিল। তৎপর দেখা গেল, যদি ইহাই হয়, তবে আমার প্রিয়ভক্ত কায়স্থ ও রাজবংশীগণ বর্ণশঙ্কর শ্রেণীভুক্ত হইয়া যায়। তাই ভক্তবৎসল চূড়ামণি, ৪র্থ স্থানে বর্ত্তমান যুগের কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। এবং রাজবংশীগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া আমি বিঘোষিত করিতেছি। (৮ স্থান দেখ) ইত্যাদি কথার অবতারণা করিয়া তাহাদিগকে ও অবর্ণ শঙ্কর বলিয়া তমরু বাজাইলেন। অবশ্য এপ্রকার আলোচনা সময়ের বহুকাল সঞ্চিত, উদরস্থ বৈদ্যার অত্যন্ত বিবমিষা উপস্থিত করিয়াছিল, তাই এ স্থলে "কেন যে বৈদ্য কায়স্থকে বর্ণশঙ্কর বলে" ইত্যাদি কথার অবতারণা করা হইল। এদিগে চূড়ামণির প্রিয়ভক্ত বৃন্দ বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল, এবং বারবার তারস্বরে বলিতে লাগিল, হে ভক্ত বৎসল চূড়ামণি! যদি আমরা বর্ণ অর্থাৎ বর্ণের মধ্যে স্থান না পাইলাম, তবেত বর্ণশঙ্করই হইয়া গেলাম। তাই ৬ষ্ঠ ও ৭ম স্থল উল্লেখ করিয়া, ভক্ত বৎসল চূড়ামণি ভক্ত বৃন্দকে সুস্থির করিলেন। কিন্তু হতভাগ্যধের বৈদ্যগণের বিষয়ে আর একটি বর্ণও বলা হইল না। পাঠক! ইহাতে আমরা অবশ্যই বুঝিব যে চাতুর্ব্বর্ণ্য বিবাহজাত

আমাদিগকে বর্ণশঙ্কর বলাই লেখকের অভিপ্রায় ছিল। তবে উদরস্থ বৈদ্যান্ন ও চক্ষুলজ্জা এই দুই একত্র হইয়া, চূড়ামণির কিঞ্চিৎ শান্তিভঙ্গ উপস্থিত করিতে ছিল, তাই প্রকাশ্য ভাবে কথাটী না বলিয়া একটু ঘুড়াইয়া ফিরাইয়া বলা হইয়াছে মাত্র।

অতঃপর দেখা যাউক বৈদ্যজাতিকে বর্ণশঙ্কর বলার বা মনে ভাবার কি কারণ আছে। শাস্ত্রীয় কোন প্রমাণ প্রয়োগ না করিয়া, এবং শাস্ত্রের প্রকৃতার্থের অপলাপ করিয়া, যাহারা সমাজকে প্রতারিত করে, তাহাদিগকে তিরস্কার করার উপযুক্ত ভাষা বঙ্গমাতার ভাণ্ডারে খুঁজিয়া পাইনা। ছি ছি ছি যাহার মানুষের আত্মা আছে, সে কথনই সামান্য অর্থলোভে, অন্নদাতা প্রতিপালক জাতির বিরুদ্ধে এরূপ গুরুতর কথার অবতারণা করিতে পারেনা। কায়স্থগণ শূদ্র নহে, পারিবে তুমি এরূপ প্রমাণ সংগ্রহ করিতে? যদি পার তবে তোমাকে অর্দ্ধেক রাজ্য ও রাজকন্যা পুরস্কার দিব। শূদ্রগণ কায়স্থের ভৃত্যত্ব করে সত্য, আবার অর্থাগম হইলে পূর্ব্ব প্রভুর বেহাই, জামাই, পুত্র বা পুত্রের মাতুলের স্থান অধিকার করিতেও কুণ্ঠিত হয়না।

কুল পঞ্জিকা দিতে কায়স্থ সমাজের শীর্ষ স্থানীয় পঞ্চ ব্যক্তিকে মুক্ত কণ্ঠে শূদ্র বলিয়া উল্লিখিত আছে, যথা "কোলাঞ্চাৎ পঞ্চ শূদ্রাঃ বয়মিহ-নৃপতে কিঙ্করা ভূশুরাণাং,, তুমি এহেন স্বীকৃত শূদ্রও ভৃত্য সন্তান গণের সহিত একতর দ্বিজ বৈদ্যের তুলনা করিয়াছ, প্রভু ভৃত্যকে এক রজ্জুতে বাঁধিয়াছ? শাস্ত্রের প্রকৃতার্থ ইচ্ছাপূর্ব্বক সংগোপন করিয়াছ, নাই হিন্দুরাজা তাইরক্ষা, নতুবা নিশ্চই তোমার জিহ্বাচ্ছেদের ব্যবস্থা হইত, আবার একস্থানে বলা হইয়াছে, (পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে) কায়স্থগণ কর্ত্তৃক পশুপতি ও অশ্বলায়নের ন্যায় উপনয়ন পদ্ধতি রচিত হইয়াছে। পারিবে তুমি কোন কায়স্থকৃত একখানি সংস্কৃত পুস্তক দেখাইতে? সংস্কৃত ত

.দুরের কথা মাইকেলের পূর্ব্বে দুছতর বাঙ্গালা লিখিয়াছে, এমন একজন কায়স্থের নাম করিতে পারিবেকি? যাহাদের লিখার জন্য "কায়েতি নাগরির" সৃষ্টি, তাহারা করিবে উপনয়ন পদ্ধতি, যদি করিয়া থাকে তবে নিশ্চয়ই কোন বর্ণগুরু কুলগ্নানি উহার মূলে আছে।

অবশ্য ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় কায়স্থ দিগকে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধিকার দিয়াছেন পর, দুইএকটা কাব্যতীর্থাদি গোছের কায়স্থ দৃষ্টিগোচর হয় বটে, কিন্তু তাহাও ঢাকের কাছে টিম্ টিমি ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাঁহাদের প্রকৃত শাস্ত্রার্থ অবগত হইতে আরও বহুকাল বিলম্ব আছে।

অবশ্য বৈদ্যজাতিকে আক্রমণ না করিলে, আমি এই কদর্য্য পুস্তকের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম না। কায়স্থ ও রাজবংশীগণ ক্ষত্রিয় না হইয়া, ব্রাহ্মণ হইয়া যদি চূড়ামণি মহাশয়ের বেহাই জামাই অথবা পুত্রের মাতুল প্রভৃতি হইত, তথাপি আমাদের কোন আপত্তির কারণ ছিলনা) হে বৈদ্যান্নভুক্ চাতুর্য্য চিন্তামণি তর্কচূরামণি! তুমি নিমকের সত্য-তুলিয়া, ভর্ত্তাভৃত্যকে এক করিয়াছ, তাই চক্ষুলজ্জাটীর মাথা খাইয়া আমরাও দুকথা বলিতে প্রস্তুত হইলাম।

অগ্নিদাহে নমেদুঃখং ন দুঃখং লৌহতাড়নে।
এতদেব মহদ্দুঃখং গুঞ্জয়াসহ তোলনং॥,,

ইতি দ্বিতীয় উচ্ছাস সমাপ্ত।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

(বৈদ্যপ্রকরণ)

আমি ইতিপূর্ব্বে শাস্ত্রীয় প্রমানাদি দ্বারা অসবর্ণা বিবাহ এবং সবর্ণা অসবর্ণা স্ত্রীগণের পিতৃ ঋক্‌থ অর্থাৎ পিতৃধনে অধিকার পর্য্যন্ত, যথাযথ ভাবে বর্ণনা করিয়াছি। পাঠক মহোদয়গণ! এখন দেখুন বৈদ্যকে বর্গ সংখ্যায় ধরা যায় কিনা, এবং বৈদ্য কায়স্থের মধ্যে কেইবা বর্ণশঙ্কর।

চতুর চূড়ামণি তর্ক চূড়ামণি যে একজন প্রকৃত বৈদ্য বিদ্বেষী তাহার একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ উদ্ধৃত করা গেল। পাঠক ইহা হইতেও চূড়ামণির কতক পরিচয় পাইবেন। অনেকেই অবগত আছেন যে, এতদ্দেশে বাসেন্দা ব্রাহ্মণাদি কোন হিন্দু নাই। যে কয়েকটী ব্রাহ্মণ কায়স্থ এদেশে আছেন, তাঁহারা সকলেই বিদেশাগত ও জোতদার অথবা জমিদার গোছের লোক। যাজনিক কার্য্যাদির ব্রাহ্মণ একেবারে নাই বলিলেও চলে। তবে বিদেশ হইতে দুই এক জন হোমরা চোমরা গোছের সূত্রধারী লোক, এদেশে আসিয়া যাজনিক কার্য্যাদি করাইয়া থাকেন।

অত্র গাইবান্ধার বর্ত্তমান মুন্সেফ অম্বষ্ঠ কুলোজ্জল বাবু অতুলচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয় উপনয়ন গ্রহণ জন্য একজন দেবল ব্রাহ্মণকে আচার্য্য পদে বৃত হইতে অনুরোধ করেন। লাভের প্রত্যাশায় উক্ত দেবল ব্রাহ্মণ কার্য্য করাইতে ইচ্ছুক হন, দুঃখের বিষয়! প্রোক্ত চূড়ামণি মহাশয় ঐ দেবল ব্রাহ্মণটীকে নিষেধ করেন যে, যদি বৈদ্যের উপনয়ন দেওয়া হয়, তবে সমাজে হেয় হইতে হইবে। তৎপর উক্ত মুন্সেফ বাবু স্থানান্তর হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া উপনিত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে সেই মহাত্মাই লক্ষ্মীমাত্রা কায়স্থ এবং অনাচরনীয় রাজবংশীজাতির

উপনয়নের ব্যবস্থা প্রদান করিতেছেন। ধন্য চাতুরী, ধন্য নামের স্বগন্ধতা, ধন্য চুঙ্গার মাহাত্ম।

আমরা বলি বৈদ্য একটী জাতি নহে, ব্যবসায় গত উপাধিমাত্র। বহুকাল যাবৎ চিকিৎসা বৃত্তি অবলম্বন করায়, কখন বা বৈদ্য কখন বা কবিরাজ নামে প্রখ্যাত হইতেছে মাত্র। যেমন স্বর্ণবণিক ও শৌণ্ডিকগণ বহুকাল যাবৎ ব্যবসায় বাণিজ্য করায়, সাহা, সৌদোক, বা সাধুনামে আখ্যাত হইতেছে। তন্মধ্যে স্বর্ণবণিকগণের উপাধিটি জাতিগত হইয়া পড়ে নাই। কিন্তু শৌণ্ডিকগণের সেই ব্যবসায়াত্মক নামটি জাতিগত হইয়া পড়িয়াছে। যে শৌণ্ডিকগণ সম্বন্ধে "ন গচ্ছেৎ শৌণ্ডিকালয়ং" এই প্রবাদ বাক্য আজিও প্রচলিত আছে, সেই শৌণ্ডিকগণও এবার আমাদের মাতুল কুলের উপচিতি বৃদ্ধি করিতে বদ্ধ পরিকর, অপরং বা কিং ভবিষ্যতি।

সেমতে বৈদ্য একটী জাতি নহে, জাতি অম্বষ্ঠ নিয়ত চিকিৎসা বৃত্তি অবলম্বন করায়, বৈদ্য নামে সমাখ্যাত হইতেছে। তবে তোমরা বলিবে, অম্বষ্ঠ যে বৈদ্যের নামান্তর তাহার কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে? হাঁ এ বিষয়ে বহু প্রমাণই শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যথা—

১। বৈদ্য············সচাম্বষ্ঠজাতিশ্চিকিৎসাবৃত্তিশ্চ।

{ শব্দকল্পদ্রুম। রাধাকান্ত দেব

২। অম্বষ্ঠ················বিপ্রাৎ বৈশ্যায়ামুৎপন্ন অয়ং চিকিৎসাবৃত্তিঃ বৈদ্যইতিখ্যাত।

(মেদিনীকোষ)

৩। অম্বষ্ঠ················ব্রাহ্মণের ঔরষে বৈশ্যা গর্ভজাত বৈদ্য।

{ প্রকৃতিবাদ অভিধান। রামকমল বিদ্যালঙ্কার।

অম্বষ্ঠ'''ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যা কন্যাতে সমুৎপন্ন সন্তান অম্বষ্ঠ নামে অভিহিত,অম্বষ্ঠজাতি চিকিৎসা বৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এই জাতির প্রচলিত নাম বৈদ্য।.

অষ্টাদশ মহাবিদ্যা।
গোবিন্দমোহন রায়।

৫। ধন্বন্তরী হইতে সেন, দাস, গুপ্ত এই তিন সন্তান জন্মে, বঙ্গদেশে ইহারাই অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য বলিয়া আখ্যাত, বিপ্রপঞ্চ যাহাদিগের আনীত তাহারা অম্বষ্ঠ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ বৈদ্য বলিয়া খ্যাত।

সম্বন্ধনির্ণয়।
লালমোহন বিদ্যানিধি।

অতঃপর আমরা স্মৃতি শাস্ত্রের অনুগামী হইয়া দেখিব, অম্বষ্ঠাপরনামা বৈদ্য জাতির সামাজিক আভিজাত্য সম্বন্ধে কি প্রকার ব্যবস্থা আছে।

৬। অনন্তরাসুজাতানাং বিধিরেষ সনাতনঃ।
দ্ব্যেকান্তরেষু জাতানাং ধর্ম্মং বিদ্যাদিমং বিধিং॥ ৭
ব্রাহ্মণাদ্ বৈশ্যকন্যায়া মম্বষ্ঠো নামজায়তে।
নিষাদ শূদ্র কন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥ ৮

(১০ অঃ। মনু)।

(অস্যোপরি কুল্লুকঃ)

"কন্যা গ্রহণাদত্র উঢ়ায়া মিত্যধ্যাহার্য্যং। বিন্নাস্বেষ বিধিস্মৃত ইতি যাজ্ঞবল্কেন স্ফুটীকৃতত্বাৎ চ। ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্য কন্যায়ামুঢ়ায়াং অম্বষ্ঠাখ্যো জায়তে ইতি।

অর্থাৎ ভর্ত্তা হইতে অনুলোম ক্রমে অনন্তর বর্ণজাপত্নীর গর্ভসম্ভূত তনয় সকলের যে নিয়ম বলা হইল, ভর্ত্তা হইতে একবর্ণান্তরজা পত্নীর তনয়গণেরও সেইবিধি জানিবে। ৭। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পরিণীতা

বৈশ্যা স্ত্রী গর্ভ সমুৎপাদিত সন্তান অম্বষ্ঠ নামে প্রখ্যাত। এই প্রকার ব্রাহ্মণের শূদ্রা গর্ভসম্ভুত সন্তানের নাম নিষাদ বা পারশব। ৮

৭। "বিপ্রাৎ মূর্দ্ধাবসিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃস্ত্রিয়াং।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাংনিষাদো জাতঃ পারশবো হুপি বা॥ ৮৯
বৈশ্যা শূদ্রোস্তরাজন্যাৎ মাহিষ্যোগ্রৌস্মৃতৌ স্মৃতৌ।
বৈশ্যাত্তু করণঃ শূদ্রাংবিন্নাস্বেষ বিধিঃস্মৃতঃ॥ ৯০।

(১মঃ অং। যাজ্ঞবল্ক্য)।

(অস্যোপরিমিতাক্ষরা)

"ব্রাহ্মণাদ্ বৈশ্য কন্যাং বিন্নায়াং অম্বষ্ঠোনাম পুত্রো ভবতি। এব সবর্ণ মূর্দ্ধাবসিক্তাদিসংজ্ঞাবিধিঃ বিন্নাসু উঢ়াসুএবস্মৃত উক্তো বেদিতব্যঃ। এতে মূর্দ্ধাবাসক্তাম্বষ্ঠ নিষাদ মাহিষ্যোগ্রকরণাঃ ষড়নুলোমজাঃ পুত্রা বেদিতব্যাঃ। ইতি

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে বিবাহিতা ক্ষত্রিয়া স্ত্রী সঞ্জাত পুত্র মূর্দ্ধাবসিক্ত বিবাহিতা বৈশ্যা স্ত্রী জাত পুত্র অম্বষ্ঠ এবং শূদ্রা স্ত্রী জাত পুত্র নিষাদ বা পারশব আখ্যা বিশিষ্ট হন। ৮৯। এই প্রকার ক্ষত্রিয় হইতে বিবাহিতা বৈশ্যা ও শূদ্রা স্ত্রী সঞ্জাত পুত্র যথাক্রমে মাহিষ্য ও উগ্রঃ নামে কথিত হয়, এবং বৈশ্য হইতে বিবাহিতা শূদ্রাস্ত্রীতে সমুৎপন্ন সন্তান করণ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। ৯০।

৮। "বৈশ্যায়াং বিধিনাবিপ্রাজ্জাতো হ্যম্বষ্ঠ উচ্যতে।
কৃষ্যাজীবোভবেৎ সোপিতবৈথাগ্নেয় বৃত্তিকঃ।
ধ্বজিনী জীবিকশ্চৈব চিকিৎসা শাস্ত্রজীবকঃ॥

(উশনা সংহিতা)।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে বৈধবিবাহজ বৈশ্যা স্ত্রীতে সঞ্জাত পুত্র অম্বষ্ঠ নামে প্রসিদ্ধ, কৃষি, আগ্নেয় বৃত্তি (যজ্ঞাদি) ধ্বজিনী, (সেনা) এবং চিকিৎসা শাস্ত্র ইহাদের জীবিকা।

৯। স্বজাতিজানন্তরজাং ষট্ সুতাদ্বিজ ধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রানান্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংস জাঃ স্মৃতাঃ। ৪১
সুবিজশ্চৈব সুক্ষেত্রেজাতং সম্পদ্যতে যথা।
তথার্য্যাজ্জাত আর্য্যায়াং সর্ব্বং সংস্কার মর্হতি। ৬৯।

(১০ অঃ। মনু)

অর্থাৎ স্বজাতিজ তিন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এবং অনন্তরজ তিন অর্থাৎ মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য এই ছয়জন দ্বিজ ধর্ম্মচারী, ইহা ছাড়া আর যত জাতি আছে, সকলেই নিশ্চয় শূদ্র ধর্ম্মী। ৪১। সুক্ষেত্রে সুবিজ রোপন করিলে যেমন অত্যুত্তম শস্য সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ দ্বিজাতি কর্ত্তৃক অনুলোম ক্রমে, দ্বিজাতি স্ত্রী সঞ্জাত সন্তান উপনয়নাদি সর্ব্ববিধ দ্বিজাতি সংস্কারের যোগ্য হয়। ৬৯।

১০। "তিস্রোভার্য্যাব্রাহ্মণস্য দ্বেভার্য্যাক্ষত্রিয়স্যতু।
বৈশ্যস্বজাত্যাং বিন্দেত তাস্বপত্যং সমং ভবেৎ। ১১।
ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণ স্যাৎ ন সংশয়ঃ।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাৎ বৈশ্যায়া মপি চৈবহি। ২৮।
অব্রাহ্মণস্তমন্তস্তে শূদ্রা পুত্র মনৈ পুনাৎ।
ত্রিষু বর্ণেষু জাতোহি ব্রাহ্মণাদ ব্রাহ্মণোভবেৎ)। ১৭।

৪৭ অঃ অনুশাসন পর্ব্ব
মহাভারত

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা, বৈশ্যের একমাত্র স্বজাতিয়া স্ত্রীতে জাত সন্তান সকল, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, ক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, বৈশ্য ইহারা স্ব স্ব পিতৃ তুল্য।১১।ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণীতে জাত, সন্তান যে ব্রাহ্মণ তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। উহাত সর্ব্ববাদী সম্মত সাধারণ স্বীকৃত সত্য। কিন্তু ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া

ও বৈশ্যা স্ত্রী গর্ভজাত সন্তান, মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠগণ ও ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন।২৮। ফলতঃ ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাস্ত্রী সঞ্জাত সন্তানগণ ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন। কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতীয় শূদ্রাপত্নী সঞ্জাত পুত্রগণ, অর্থাৎ পারশব, উগ্র ও করণগণই ব্রাহ্মণত্ব লাভে সমর্থ নহেন। তাহাদের মাতার জাত্যপকর্ষই ইহার কারণ। ১৭।

১১। "ব্রাহ্মা মূর্দ্ধব সিক্তশ্চ বৈশ্যঃ ক্ষত্রবিশা বপি।
অমী পঞ্চদ্বিজা এষাং যথা পূর্ব্বঞ্চ গৌরবং॥

শব্দকল্পদ্রুম ধৃত।
হারীত বচন।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাবসিক্তং অম্বষ্ঠ,(বৈদ্য) ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য এই পাঁচজন দ্বিজ জাতি ইহার মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী জাতি, যথাক্রমে পরবর্ত্তী জাতি অপেক্ষা গরীয়ান্। অর্থাৎ বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয় বড়, ক্ষত্রিয়াপেক্ষা বৈদ্য বড়, বৈদ্যাপেক্ষা মূর্দ্ধাবসিক্ত বড়, মূর্দ্ধাবসিক্ত হইতে মুখ্য ব্রাহ্মণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণাদি দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, বৈদ্য জাতি ব্রাহ্মণ বৈশ্যা সম্ভূত বৈধসন্তান। এবং উপণয়নাদি সর্ব্বসংস্কার বিষয়ে, (আনুলোমেন বর্ণনাং জাতি মাতৃ সমা স্মৃতাঃ) আদি পুরাণোক্ত এই বিধি অনুসারে ও বৈশ্য মাতৃক অম্বষ্ঠ জাতির বৈশ্যাচার নির্দ্ধারিত হইতেছে। তৎপর মন্বাদির যে সমস্ত বচন ইতি পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তদনুসারে "ব্রাহ্মণ বৈশ্যা বপুর্জ্জস্ত" অম্বষ্ঠ, পিতৃ সদৃশ হইবে। এমতে বৈদ্য অধ্যয়ণ ও অধ্যপণাতে ও সম্পূর্ণ অধিকারবান্। তাই বৈদ্যগণ অধ্যয়ণ অধ্যপণা দুইই করিয়া থাকেন, কাজেই বুঝিতে হইবে, উহাদের আংশিক ব্রাহ্মণ্য না থাকিলে, উহারা পাঠনার অধিকার অব্যাহত ভাবে চালাইয়া আসিতে পারিত না। সাহিত্য দর্পণ, বাগ্‌ভট অলঙ্কার, কলাপ ব্যাক-

সুপদ্মর পরিশিষ্ট ও পঞ্জী, মুগ্ধবোধ, কবিকল্পদ্রুম, সুপদ্ম, সংক্ষিপ্ত সার ব্যাকরণ, পিঙ্গল, ছন্দোমঞ্জরী, হারাবলী, ত্রিকাণ্ডশেষ, বিশ্বপ্রকাশ, একাক্ষরকোষ, মেদিনী প্রভৃতি বহুগ্রন্থ বৈদ্যকৃত, অথচ উহা ব্রাহ্মণাদি নানাবর্ণ কর্ত্তৃক সাদরে অধীত ও অধ্যাপিত হইয়া থাকে। বৈদ্য একতর ব্রাহ্মণ না হইলে কখন ও কি তাঁহারা এই সকল মহার্হগ্রন্থরত্ন প্রণয়নে অধিকারী হইতেন? সাহিত্য দর্পণ প্রণেতা বিশ্বনাথ কবিরাজ যে মহাপাত্র ও মহামহোপাধ্যায় বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন, উহাও বৈদ্যের ব্রাহ্মণ্যের প্রমাণান্তর। এখন দেখত চূড়ামণি! এহেন পবিত্র বৈদ্যজাতিকে বর্ণ সংখ্যার ধরা যায় কিনা? যদি দ্বিবর্ণ সম্ভূতি এই জাতির বর্ণ সাঙ্কর্য্যের কারণ হয়, তবে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ, যাহাদের নাম লইয়া আমরা আজিও গর্ব্বে স্ফীত বক্ষা হইয়া থাকি, সেই ব্যাস, বশিষ্ঠাদি সমস্ত জীব গুলি এবং তত্তদ্বংশধর, নিরাশ্লিস কর্ম্মা তোমরা কি পূর্ণ মাত্রায় বর্ণশঙ্কর নহে।

অতঃপর দেখা যাউক বর্ণসঙ্কর শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? বর্ণ সঙ্কর শব্দটী একটীসমস্ত পদ, বর্ণ ও সঙ্কর এই শব্দ দ্বয়ের সহ যোগে ইহা গঠিত বর্ণ শব্দের অর্থ জাতি, জন সাধারন এইরূপ মনে করিয়া থাকেন যে সঙ্কর শব্দের অর্থ মিলন বা মেলন। অতএব দুই বা বিভিন্ন বর্ণের সঙ্কর বা মিলনে যে যে জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারাই বর্ণ সঙ্কর পদবাচ্য। কিন্তু এমত সম্পূর্ণ অনাধীয়ান ও প্রমাদ সঙ্কুষ্ট, সঙ্কর শব্দের অর্থ মিলন বা মিশ্রণ ইহা কোন কোষকর্ত্তা ও অবগত নহেন। সঙ্কর শব্দের উক্ত মিশ্রনার্থ অল্পকাল যাবৎ ফলিতার্থ রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে মাত্র। যথা—

"সমার্জ্জনী শোধনী স্যাৎ সঙ্করোহ বকরস্তথা ॥

(অমোরকোষ)

(অস্পটীকায়াং রঘুনাথঃ)

"সমৃষ্টতিদ্বয়ং (সঙ্কর, অবকর) তয়া শোধন্যা ক্ষিপ্তে রজঃ সঙ্কীর্য্যতে মিশ্রি ক্রিয়তে ইতি শঙ্কর। অবকীর্য্যতে নিরস্যতে ইতি অবকর শঙ্কারশ্চ ইতি।

অর্থাৎ সম্মাজ্জনী দ্বারা পুঞ্জীকৃত ধূলি ও তৃণাদির নাম শঙ্কর বা অবকর। সঙ্কার শব্দ ও শঙ্করার্থ বাচী। মেদিনীকোষ এবং হারাবলী কোষে ও সঙ্কার শব্দের প্রয়োগ আছে। যথা

"সঙ্কারোঽগ্নি চটৎকারে সম্মার্জ্জন্যব পুঞ্জিতে।

(ইতি মেদিনীকোষ)

"সঙ্করোঽগ্নি চটৎকারে সম্মার্জ্জন্য প্রসারিতে॥

(হারাবলিকোষ)

মেদিনী ও হারাবলী কোষে যে সঙ্কার ও সঙ্কর শব্দ আছে, উহাও অগ্নি চটৎকার ও সম্মাজ্জনী নিক্ষিপ্ত ধূল্যাদি ভিন্ন মিশ্রণ মেলনাদি অর্থান্তর নহে। অতএব বর্ণের শঙ্কর এই অর্থে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস করিয়া, বর্ণশঙ্কর পদ বিরচিত হয় নাই। এবং দ্বিবর্ণের মিলন এই অর্থ মনে করিয়া, যাঁহারা মূর্দ্ধাবসিক্তং অম্বষ্ঠাদি মুখ্য অনুলোমজ জাতিকে বর্ণশঙ্কর বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আমরা মনে করি, বর্ণশঙ্কর শব্দটি সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস নিষ্পন্ন সঙ্কর শব্দের অর্থ অবকর বা সম্মার্জ্জনী প্রক্ষিপ্ত রজস্তৃণাদি, অতএব বর্ণেষু সঙ্করঃ অবকর ইব ইতি বর্ণশঙ্কর। অর্থাৎ যাহারা বর্ণের মধ্যে সম্মার্জ্জনী পুঞ্জীকৃত (ঝাটান) ধূল্যাদির ন্যায় নিকৃষ্ট বস্তু, ইহাই বর্ণশঙ্কর শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি। অতএব যাঁহারা বিশুদ্ধ অনুলোমজ ষট্‌ককে বর্ণশঙ্কর মনে করেন, তাঁহারা নিরতিশয় ভ্রান্ত, ইহার সন্দেহ নাই।

অতঃপর দেখা যাউক স্মৃতি শাস্ত্রাদিতে বর্ণশঙ্করের কোন সংজ্ঞা আছে কি না? অবশ্য মহাত্মা মনু ও নারদ ভিন্ন অন্য কোন ঋষিই বর্ণশঙ্কর শব্দের কোন পরিভাষা করেন নাই। তবে বেদবৎ প্রামাণ্য মনুর প্রমাণকে যাঁহারা অগ্রাহ্য করিবেন, আমরা তাঁহাদিগকে আর্য্য সন্তান বলিয়াই গণ্য করিব না।

বৃহস্পতি প্রভৃতি ঋষিগণও সমস্ত স্মৃতি শাস্ত্রের মধ্যে মনুরই প্রাধান্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যথা—

"বেদার্থোপ নিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হিমনোঃস্মৃতং।
মন্বর্থা বিপরিতা যা সা স্মৃতির্ণ প্রশস্যতে॥

(বৃহস্পতি)

অর্থাৎ স্মৃতি শাস্ত্র সমূহের মধ্যে, বেদার্থের সম্যক উপনিবদ্ধতা প্রযুক্ত মনুরই প্রাধান্য দেখা যায়। অতএব মন্বর্থের বিপরিতার্থ বোধক স্মৃতি শাস্ত্র প্রশস্ত নহে।

"ব্যভিচারেণ বর্ণানাম বেদ্যাবেদনে নচ।
স্বকর্ম্মনাঞ্চত্ত ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণ সঙ্করাঃ। ২৪।

(১০ অং মনু)

অর্থাৎ ব্যভিচার, অবেদ্যাবেদন ও স্বকর্ম্ম ত্যাগ, এই তিনটি কারণে বর্ণসাঙ্কর্য্য ঘটিয়া থাকে। ব্যভিচার শব্দের প্রকৃতার্থ নিয়ম ব্যতিপাত এবং ফলিতার্থ পরস্ত্রী গমন। বেদ্যা অর্থ বেদনীয়া, অর্থাৎ বিবাহ যোগ্যা যে বিবাহ যোগ্যা নয় তাহার নাম অবেদ্যা। এই অবেদ্যার বেদনকে অর্থাৎ অবিবাহ্যা কন্যাকে বিবাহ করার নাম অবেদ্যা বেদন। বর্ণ-সাঙ্কর্য্যের এই দুইটি কারণ উৎপত্তি গত। তৃতীয় কারণ স্বকর্ম্মত্যাগ। এখন দেখা যাউক বৈদ্য এই পরিভাষার বিষয়ীভূত কি না?

যদি কাহারও জন্ম ব্যাভিচারে হয়, তবে সে বর্ণ সঙ্কর হইবে, এবং যে যে জাতি অবৈধ্য বেদনজ অর্থাৎ অবৈধ বিবাহে সমুৎপন্ন, তাহারাও বর্ণসঙ্কর পদ বাচ্য হইবার যোগ্য। মনে কর ক ব্রাহ্মণ খ ব্রাহ্মণী এবং সেই খ, গ নামা ব্রাহ্মণের বৈধপত্নী, এখন যদি ক ও খয়ের উপগতিতে ঘয়ের জন্ম হয়, তবে সে বর্ণসঙ্কর হইবে। কারণ সে ব্যভিচারজাত। আবার মনে কর, ক ব্রাহ্মণ খ ব্রাহ্মণী এবং খ করের খুড়াত, পিসাতব মামাত অথবা মাসতাত ভগিনী, এখন যদি ক খকে বিবাহ করে ও তাহাতে গয়ের জন্ম হয়,তবে ঐ গ বর্ণসঙ্কর হইবে,কারণ খ কয়ের সগোত্রা বা সপিণ্ডা হওয়াতে অবেদ্যা ছিল।

আবার মনে কর ম ব্রাহ্মণ কণ্যা, ন ক্ষত্রিয় কুমার, এখন যদি মকে ন যথারীতি বিবাহ করে, ও তাহাতে পয়ের জন্ম হয়, তাহা হইলেও, প বর্ণসঙ্কর হইবে। যেহেতু এখানে অবেদ্যা বেদন ঘটিয়াছে, শাস্ত্রে আছে "নাধমঃ পূর্ব্ববর্ণজাং" অধম বর্ণের পুরুষেরা কখনই উত্তম বর্ণের কন্যা বিবাহ করিতে পারিবেন না। এখানে ম উত্তম বর্ণের কন্যা। ন তদপেক্ষা অধম বর্ণের পুরুষ বটে, এমত স্থলে ঢাক ঢোল বাজাইয়া বিবাহ হইলেও এ বিবাহ অশাস্ত্রীয় ও অবেদ্যা বেদন হইয়াছে, তাই প বর্ণসঙ্কর হইয়াছে। অতএব কোন অধম বর্ণের পুরুষ কোন উত্তম বর্ণের কন্যাকে বিবাহই করুক বা তাহাতে অবৈধভাবে উপগতই হউক, তদুৎপন্ন সন্তান বর্ণসঙ্কর হইবে। তাই মহাত্মা মনু বৈধ সন্তান অনুলোমজ দিগকে বাদ দিয়া, অবৈধ প্রীতি লোমজাত সূত, মাগধ, বৈদেহ, অয়োগব, ক্ষত্তা ও চণ্ডালাদি জাতি নিয়হকে বর্ণসঙ্কর শ্রেণীতে স্থান দান করিয়াছেন। তাইজান গরীয়ান মহর্ষী মাজ্ঞ বলিতেছেন। যথা

"আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জনন সবিধিস্মৃতঃ।
প্রাতিলোম্যেন যজ্জনন সংজ্ঞায়া বর্ণসঙ্করঃ॥

(নারদ সংহিতা)।

অর্থাৎ যাহারা বর্ণ সমূহের মধ্যে অনুলোমক্রমে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা দ্বিবর্ণ সম্ভূত হইলেও বৈধ সন্তান বটে, আর প্রতিলোম ক্রমে যাহাদের জন্ম হইয়াছে, তাহারাই প্রকৃত বর্ণসঙ্কর পদবাচ্য।

মন্বাদি স্মৃতি শাস্ত্রালোচনা দ্বারা ইহাই স্থির হইল যে অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য জাতি ব্রাহ্মণ বৈশ্যা প্রভৃত ধার্ম্ম্য বিবাহজাত বৈধ সন্তান, ইহারা কোন কারণেই বর্ণসঙ্কর হইতে পারেনা। তবে স্বকর্ম্মত্যাগ হেতুতে যদি তাহারা বর্ণসঙ্কর হয়, এমত মনে করা যায়, তবে সপ্তশতী প্রমুখ বিয়াল্লিস কর্ম্মা সমস্ত ব্রাহ্মণ জাতি কি বর্ণসঙ্কর পদবাচ্য নহে? অপিচ আমরা ৯ আজ পর্য্যন্ত অহীন কর্ম্মা ও অদাসজীবি থাকিয়া, দেবভাবা অধ্যয়ন অধ্যাপনার সম্পূর্ণ অধিকারী আছি। অতএব হে চতুর চূড়ামণি তর্ক চূড়ামণি! যদি তোমার কিছুমাত্রও লজ্জা থাকে, তবে আর কখনও এহেন পবিত্র, একতর দ্বিজ অম্বষ্ঠা পরনামা বৈদ্যের সহিত স্বীকৃত শূদ্র ও ভৃত্য সন্তান গণের তুলনা করিওনা, বা এই জাতিকে বর্ণসঙ্কর বলিয়া মনেও কল্পনা করিওনা।

অতঃপর দেখা যাউক অম্বষ্ঠা পরনামা বৈদ্য সন্তানকৃত কোন সংস্কৃত গ্রন্থ আছে কিনা।

১। ভরত মল্লিক......ইঁহার অমরকোষের টীকা ও ভট্টি কাব্যের টীকা অতি উপাদেয় এবং ইঁহার কৃত দ্রুতবোধ, চন্দ্রপ্রভা ও রত্নপ্রভা নামক রাঢ়ীয়কুল পঞ্জিকাদ্বয় অতি প্রামাণ্য গ্রন্থ। পাঠকগণের দৃষ্টার্থে উপরোক্ত গ্রন্থ সকলের পরিচয় স্থলের, দুই একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া

দিলাম। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি আশঙ্কায় অনুবাদ দেওয়া হইল না, ধীমান্ পাঠক একটু চেষ্টা করিলেই ভাব উদ্ধার করিতে পারিবেন।

"নত্বা সঙ্করমথর্চ্চৌ গৌরাঙ্গ মল্লিকত্মজঃ।
ভট্টিটীকাং প্রকুরুতে ভরতো মুগ্ধ বোধিনীং॥

(ভট্টি প্রারম্ভ)।

"নত্বা শিবং শিবকরং শিবয়া সমেতং।
বানীং গুরূন্ দ্বিজগণং ভিষজাং গণঞ্চ॥
গৌরাঙ্গ মল্লিক সুতো ভরতো বিনীতো।
বৈদ্যাজ্ঞয়া বদতি বৈদ্যকুলস্য তত্ত্বং॥

(চন্দ্রপ্রভা প্রারম্ভ)।

"পার্ব্বতী শঙ্করৌনত্বা বৈদ্যানাং কুলপঞ্জিকাং।
রত্নপ্রভাং সমাসেন কুরুতে ভরতো ভিষক্॥
ময়া চন্দ্রপ্রভা নাম বৈদ্যানাং কুলপঞ্জিকা।
যাকৃতা তত্র সর্ব্বেষাং অস্যাশেষ বিবেচনং॥

(রত্নপ্রভা প্রারম্ভ)।

"ত্রয়স্তনুজা বনমালীনোঽস্মী গুণাব দাতা বিনয়েন যুক্তাঃ।
আদ্যো মহানন্দ ইতি বিশ্রুতোবঃ সতাং মহানন্দ বিধর্ণিদক্ষঃ॥
অনুস্যপশ্চাৎ অভবচ্চদেবী দাসেতি দেবীপদ পদ্মভক্তঃ।
অন্যান্য জন্মার্জ্জিত ভূরি ধর্ম্মা গৌরাঙ্গমল্লিক ইতি প্রসিদ্ধঃ॥
অপুত্রকৌ মহানন্দ দেবী দাসাহ্বয়াবুভৌ।
গৌড়াঙ্গমল্লিকস্যাসি অভবং স্তনুজাস্ত্রয়ঃ॥
"অগ্রজো হরিমল্লিকঃ দাতা ভোক্তামহাশয়ঃ।
পরঃ প্রসাদমল্লিকঃ সদাচার রতঃ সদা।

পরো ভরত মল্লিকোদ্বিজ বৈদ্যাখ্যি সেবকঃ।
ভুবিশ্রেষ্ঠ মহিপাল সভাপণ্ডিত মিশ্রতঃ।
বৈদ্যানামাজ্ঞয়া যোহমূংকুরুতে কুলপঞ্জিকাং।
যস্যাং সমস্ত বৈদ্যানামস্ত্যশেষ বিবেচনং।
চকার চাপরান্ গ্রন্থান্ ক্রতবোধাদিকান্ বহূন্॥

(রত্নপ্রভা। ১৪শপৃষ্ঠা)।

২। "রামকান্ত দাস কবিকণ্ঠহার......ইনি কণ্ঠহার নামক সুপ্রসিদ্ধ কুলপঞ্জিকা প্রণয়ন করিয়া, কবিকণ্ঠহার উপাধি প্রাপ্ত হন। খুলনা জেলার সেনহাটি নামক গণ্ডগ্রামে ইহার জন্ম হয়। প্রোক্ত কণ্ঠহার গ্রন্থের পরিচয়স্থল উদ্ধৃত করা গেল।

"বিখ্যাতা সর্ব্বদেশেষু যৎকৃতা কুলপঞ্জিকা।
বন্দেতং পুণ্যকর্ম্মাণং মাতুলং কবিকঙ্কণং॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব কুল গ্রন্থান্ সমীক্ষচ বিচার্য্য চ।
কবিনা কণ্ঠহারেণ মাতুলোদিত বর্ত্মনা॥
পঞ্চসপ্ততিথোশাকে ক্রিয়তে কুলপঞ্জিকা।
হিত্বা দেশান্তর গতান্ নিঃসম্বন্ধান্ নিরন্বয়ান্॥
"বাণীনাথাৎ সমভবন্ যে কন্যেচ ত্রয়ং সুতাঃ।
বাণীনাথস্য সেনস্য তনয়াগর্ভ সম্ভবাঃ॥
রতিকান্ত স্তথা গৌরীকান্তশ্চ রামকান্তকঃ।
জ্যেষ্ঠোহি কণ্ঠাভরণো মধ্যম কবিভারতী॥
কণিয়ান্ কণ্ঠহারশ্চ কন্যয়োরুভয়োঃপতি।
গঙ্গাধরশ্চ সেনশ্চ গোপীনাথশ্চ সেনকঃ॥

(কণ্ঠহার আরম্ভ)।

৬। *মেদিনী কর.........ইনি প্রসিদ্ধ মেদিনী নামক কোষের সঙ্কলয়িতা। মল্লিনাথ প্রভৃতি প্রধান প্রধান টীকাকারগণ, ইহার কোষ হইতে ভূরি ভূরি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত মেদিনীকোষে গ্রন্থকর্ত্তার যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

"বৃষস্কায় নমস্তস্মৈ যস্তমৌলী বিলম্বিনী।
জটাবেষ্টনজাং শোভাং বিভাবয়তি জাহ্নবী॥
পাতুর্ব্বোমদ কালিমা ধবলিমারদস্ত চ।
গঙ্গা যমুনয়োঃ সঙ্গং বহন্নিব গজাননঃ॥
উৎপলিনী শব্দার্ণব সংসারা বর্ত্তনাম মালাখ্যান্।
ভাগুরী বররুচি শাশ্বত বোপালিতরন্তিদেব হরকোষান্॥

"অমর শুভাঙ্ক হলায়ুধ গোবর্দ্ধন রভসপালকৃতকোষান্।
রুদ্রামর দন্তাজয় গঙ্গাধর ধরণী কোষাংশ্চ॥
হারাবল্যভিধানং ত্রিকাণ্ডশেষঞ্চ রত্নমালাঞ্চ॥
অপিবহুদোষং বিশ্ব প্রকাশ কোষঞ্চ সুবিচার্য্যঃ।
বাভট মাধব বাচস্পতি ধর্ম্মব্যারিতারপালাখ্যান্॥
অপিচ বিশ্বরূপ বিক্রমাদিত্য নাম লিঙ্গানি সুবিচার্য্যঃ।
কাত্যায়ন বামনচন্দ্র গোমিরচিতানি লিঙ্গশাস্ত্রানি।
পানিনি পদানুশাসন পুরাণ কাব্যাদিঞ্চ সুনিরূপ্য॥
ষট্শতগাথা কোষ প্রণয়ন বিখ্যাত কৌশলেনায়ং।
মেদিনী করেন কোষঃ পাল্লন সূনুনা রচিতঃ॥

ইতি বৈদ্যকুল তিলক শ্রীমেদিনী কর নির্ম্মিতোঽনেকার্থ কোষঃ সম্পূর্ণঃ। ইতি

৭। মহেশ্বর আচার্য্য......কবীন্দ্র মহেশ্বরও একজন স্বনাম প্রসিদ্ধ

মহা কবি ছিলেন। তিনি ১০৩৩ শকাব্দে বিশ্বপ্রকাশ নামক একখানি কোষ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতদ্ভিন্ন গাধিপুরের সাহ সাঙ্কের একখানি জীবন চরিত ও তিনখানি বৈদ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহার পূর্ব্ব-পুরুষ মহামহোপাধ্যায় হরিচন্দ্র গাধিপুরবা কান্যকুব্জ পতিভবনে রাজবৈদ্য রূপে অবস্থিতি করেন। হরিচন্দ্র, চরকসংহিতার একখানি উপাদেয় টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, উহা দুষ্প্রাপ্য হইলেও নানা বৈদ্যক গ্রন্থে হরিচন্দ্রের নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রোক্ত হরিচন্দ্রের পুত্রের নাম বৈদ্যকুলাবতংস মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণের পুত্রের নাম দামোদর, তস্যপুত্র মহ্লন, মহ্লনের ভ্রাতুষ্পুত্রেরনাম মহাকবি কেশব, এই কেশবের পুত্র মহামহোপাধ্যায় বোপদেব গোস্বামী মুগ্ধবোধনামক একখানি ব্যাকরণ প্রণয়ণ করেন। মহ্লনের পুত্র দ্বিতীয় কৃষ্ণ, তস্যপুত্র শ্রীব্রহ্ম, শ্রীব্রহ্মের পুত্রের নাম মহেশ্বরকবীন্দ্র। মহেশ্বর স্বীয় গ্রন্থে আত্মপরিচয় সূচক যে কয়েকটি শ্লোক লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা এস্থানে উদ্ধৃত করা গেল। যথা

"শ্রীসাহসাঙ্ক নৃপতে রণবৈদ্য, বৈদ্যান্তরঙ্গ পদমদ্বয় মেববিভ্রৎ।
যশ্চ প্রচারু গরিতো হরিচন্দ্র নামা, স্বব্যাখ্যায়া চরক তন্ত্রমলং চকার। ৫
আসীদসীম বসুধাধিপ বন্দনীয়, তস্যান্বয়ে সকল বৈদ্যকুলাবতংস।
শক্রস্যদস্রইব গাধিপুরধিপস্য, শ্রীকৃষ্ণইত্যামনকী র্ত্তিলতাবিতানঃ। ৬
সঙ্কল্পসপ্তবদনল্প, বিকল্পজল্প, কল্পনলাকুলিতবাদি সহস্রসিন্ধুঃ।
তর্কত্রয় ত্রিনয়ন স্তনয়ো যদীয়ো, দামোদরঃ সম্ভবৎ ভিষজ্যাংবরেণ্যঃ। ৭
তস্যাভবৎ সুনুরুদারবাচো, বাচস্পতি শ্রীললনা বিলাসী।
সদ্বৈদ্যবিদ্যা নলিনী দীনেশঃ, শ্রীমহ্লণঃ সৎকুমুদাকরেন্দুঃ। ৮
যদ্ভ্রাতৃজঃ সকল বৈদ্যকতত্ত্বরত্ন, রত্নাকর শ্রিয়ম বাপ্যচাকণবোহভূৎ।
কীর্ত্তিনিকেতন মনিন্দ পদ প্রধান, কাব্য প্রপঞ্চ রচনা চতুরাননশ্রীঃ। ৯

কৃষ্ণস্য চাজনি সুতঃ স্মিত পুণ্ডরীক, খণ্ডাক্ত পত্র পরভাগ যশঃপরাগঃ।
শ্রীব্রহ্মাইত্য বিকলাত্ম মুখারবিন্দ, সোল্লাসলসিতরসার্দ্র সরস্বতীকঃ॥ ১০।
তস্যাত্মজঃ সরসকৈরবকান্ত কীর্ত্তিঃ, শ্রীমান্ মহেশ্বর ইতি প্রথিতকবীন্দ্রঃ।
নিঃশেষ বাঙ্ময় মহার্ণবপারদৃশ্বা, শব্দাগমাম্বুরুহ খণ্ডরবির্বভূব॥ ১১।
যঃ সাহসাঙ্ক চরিতাদি মহাপ্রবন্ধ নির্ম্মান নৈপুণ্য গুণাগত গৌরবশ্রীঃ।
যো বৈদ্যকত্রয়সরোজবন্ধুঃ, সত্যং সুকবিকৈরব কাননেন্দুঃ॥ ১২।
ইয়ং কৃতিস্তস্য মহেশ্বরস্য, বৈদগ্ধ্যাসিন্ধোঃ পুরুষোত্তমানাং।
দেদীপ্যতাং হৃৎকমলেষুনিত্যং, অকল্পমাকল্পিত কৌস্তভশ্রীঃ॥ ১৩।
নৈবেধ কথঞ্চিদভিজাত সুবর্ণকার, লীলেন কোষবরত্নবিশব্দরত্নৈঃ।
বিশ্ব প্রকাশইতি কাঞ্চনবন্ধাশোভাং, বিভ্রন্ময়াত্র ঘটিতো মুখবন্ধাএরঃ॥১৪
এতাং কৃতিং কৃতধিয়ঃ কৃত কৃত্যভাবং, আপাদয়ন্ত সদয়ং সদয়ন্তচেতঃ।
নিত্যং মহেশ্বর কবেঃ পরিভাবয়ন্ত, সন্ত পরোন্নতি রতাহিতবদ্ধিলোকে।২।

রামানল ব্যোমরূপৈঃ শক কালেঽভিলক্ষিতে।
কোষং বিশ্ব প্রকাশাখ্যং নিরমাৎ শ্রীমহেশ্বরঃ॥ ৩।

ইতি সকল বৈদ্যরাজচক্র মুক্তাশেখরস্য গদ্য পদ্য বিদ্যানিধেঃ
শ্রীমহেশ্বরস্য কৃতৌ বিশ্ব প্রকাশে অনেকার্থোঽব্যয় পরিচ্ছেদোদ্বিতীয়ঃ॥

৫। মাধব কর......ইনি স্বনাম প্রসিদ্ধ নিদান গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা, ঋষিপ্রণীত চরক ও সুশ্রুত গ্রন্থের পর আর কেহ এরূপ উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। দুঃখের বিষয়, উক্ত মহাত্মা কোনদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। প্রোক্তগ্রন্থে গ্রন্থকর্ত্তা আত্ম পরিচয় সূচক যে শ্লোকটি বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা এস্থানে উদ্ধৃত হইল।

"সুভাষিতং যত্র যদস্তি কিঞ্চিৎ,
তৎ সর্ব্বমেকী কৃত মাত্র যত্নাৎ।

বিনিশ্চয়ে সর্ব্ব রুজা নরানাং,
শ্রীমাধবেন্দ্র কয়াগ্নজেন ॥

৬। চক্রপাণি দত্ত……মহা মহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্তের নিবাস রাঢ়ের অন্তর্গত ময়ূরেশ্বর গ্রামে। কুলপঞ্জিকাতে উহা মোড়েশ্বর নামে সমাখ্যাত। ইঁহার পিতার নাম নারায়ণ দত্ত, ইনি গৌড়াধিপতি নয়পাল দেবের মন্ত্রী ছিলেন। প্রোক্ত চক্রদত্তের জ্যেষ্ঠের নাম ভানু দত্ত, ইহার অধ্যাপকের নাম মহাকবি নরদত্ত। ইহার প্রণীত চক্রদত্ত, দ্রব্যগুণ অতি উপাদেয় গ্রন্থ। এতদ্ভিন্ন ইনি সর্ব্বসার সংগ্রহ, শব্দচন্দ্রিকা অভিধান, ও চরক, সুশ্রুতের অতি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর টীকা প্রণয়ন করেন। সুশ্রুতের সেই টীকার নাম ভানুমতী, উক্ত চক্রপাণি দত্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে সকল আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা এস্থানে উদ্ধৃত হইল।

"তন্ত্রাণাং সারমাকৃষ্য দ্রব্যানাং গুণ সংগ্রহঃ।
ভিষজা মুপকারায় রচিত শক্রপানি না ॥

(দ্রব্যগুণ)॥

"গৌড়াধিনাথ রস বত্যধিকারী পাত্র।
নারায়ণস্য তনয়ঃ সুনয়োঽন্তরঙ্গাৎ ॥
ভানোরনু প্রথিত লোধ্রবলী কুলীনঃ।
শ্রীচক্রপাণি রিহ কর্ত্তৃ পদাধিকারী ॥
যঃ সিদ্ধযোগ লিখিতাধিক সিদ্ধযোগান্।
অত্রৈব নিক্ষিপতি কেবল মুদ্ধারেচ্ছু ॥

ভট্টত্রয় ত্রিপথ বেদ বিদা জনেন।
দত্তঃ পতেৎ সপতি মূর্দ্ধনি তস্তাপঃ॥

(চক্রদত্ত)।

(তত্র টিকায়াং শিবদাস সেনঃ)

"গৌড়াধিনাথো নরপাল দেবঃ। তস্ত রসবতী মহানসং তস্তাধিকারী তথা পাত্রমিতি মন্ত্রী। ইদৃশো যো নারায়ণস্তস্ত তনয়, সুনয় ইতি নীতিমান্ অন্তরঙ্গাদিতি লধ্বান্তরঙ্গ পদবিকাৎ ভানোরয়ং নারায়ণস্ত তনয় ইতি যোজ্যঃ। তেন ভানোরস্তজ ইত্যর্থঃ। বিদ্যাকুল সম্পন্নোহি ভিষক্ অন্তরঙ্গ ইত্যুচ্যতে। লোধ্রবলী কুলীন ইতি লোধ্রবলী সংজ্ঞক দত্ত কুলোদ্ভবঃ।

"গুণত্রয় বিভেদেন মুর্ত্তিত্রয় মুপে যুষে।
ত্রয়ীভুবে ত্রিনেত্রায় ত্রিলোকী পতয়ে নমঃ॥
সরস্বত্যৈ নমো যস্তাং প্রসাদাৎ পুণ্যকর্ম্মভিঃ।
বুদ্ধিদর্পণ সংক্রান্তং জগদধ্যক্ষমীক্ষতে॥
ব্রহ্মদক্ষাশ্বি দেবেশ ধন্বন্তরি মুখান্ গুরূন্।
জগচ্ছক্তিং গণাধীশং চক্রপাণি র্নমস্যতি॥
অসদ্ বোধতমশ্ছন্ন সৌশ্রুতার্থোজবোধিকা।
যাসর শ্রীরিবারব্ধা টিকা ভানুমতী ময়া॥

(সুশ্রুত টীকায়াং চক্রপাণি)।

৭। শিবদাস সেন......ইনি চক্রপাণি দত্তের দ্রব্যগুণ ও চক্রদত্ত নামক চিকিৎসা গ্রন্থের অত্যুৎপাদের টীকা প্রণয়ন করেন। ইহার নিবাস রাঢ়ের অন্তর্গত মালঞ্চ গ্রামে। ইহার পিতার নাম অনন্ত সেন এবং

মাতার নাম ভৈরবী দেবী। মহা মহোপাধ্যায় অনন্ত সেন গৌড়াধিপতি নয়পাল নিকট হইতে ছত্র ও অন্তরঙ্গ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

মহাত্মা শিবদাস চক্রদত্ত ও দ্রব্যগুণ টিকা প্রারম্ভেও পরিসমাপ্তি স্থলে যে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

"কণাদসাংখ্যায়ুর্ব্বেদ তন্ত্রাণাং পারদৃশ্বনঃ।
তাতস্যানন্ত সেনস্য বন্দে চরণ পঙ্কজং॥
মহদাদি বিকারোঽয়ং যস্যাঃ প্রাদুরভূৎকিল।
সতীঃ গুণময়ী ভক্ত্যা ভৈরবীং জননীং ভজে॥
রচিতশ্চক্র পাণিনা যো দ্রব্যগুণ সংগ্রহঃ।
শ্রীমতাশিবদাসেন তস্য ব্যখ্যাঽভিধীয়তে॥
নোক্তাশ্চক্রেণ যে দ্রব্যগুণা বিস্তরভিরুণা।
তেঽপি প্রসঙ্গতো লেখ্যাঃ শিষ্যব্যুৎপত্তয়েময়া॥

আসীৎ সভায়াং শিখরেশ্বরস্য,
লব্ধপ্রতিষ্ঠঃ কিল সাহি সেন।
বানীবিলা সং কবি সার্ব্বভৌমং,
বিজিত্য যঃ প্রাপযশঃ সমুদ্রং॥
কাকুৎস্থ সেন স্তনয় স্ততোঽভূৎ,
তাতাপি লক্ষ্মীধরসেন নামা।
তস্মাদ ভূভৃদ্ধরণ স্বসূজঃ,
তস্মাদনন্ত স্তনয়োথ যজ্ঞে।

মালঞ্চীকা গ্রামনিবাসভূমেঃ, গৌড়াবনী পাল ভিষগ্‌বরস্য।
অনন্ত সেনস্য সুতোবিধত্তে, টিকামিমাং শ্রীশিবদাস সেনঃ॥

(চক্রদত্ত টিকা)।

৭। বাগ্‌ভট গুপ্ত……ইনি বৈদ্য কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, বৈদ্য জাতিকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। তদীয় গ্রন্থের নাম অষ্টাঙ্গহৃদয় সংহিতা চরক ও সুশ্রুতের পর, এরূপ মহান্ গ্রন্থ আর কেহ রচনা করিয়া যান নাই। বাগ্‌ভট অলঙ্কার নামে ইঁহার আরও একখানি উপাদেয় অলঙ্কার গ্রন্থ আছে। দুঃখের বিষয় গ্রন্থকর্ত্তা তাহার কোন পরিচয় দিয়া যান নাই।

৯। বিশ্বনাথ কবিরাজ……মহাত্মা বিশ্বনাথের ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ লোক ভারতে অতি বিরল। ইনি সাহিত্য দর্পণ প্রণয়ন করিয়া, ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় বহু অলঙ্কার গ্রন্থ বর্ত্তমান থাকিলেও, সাহিত্য দর্পণের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অলঙ্কার গ্রন্থ আর একখানিও দৃষ্টিগোচর হয়না। এই গ্রন্থ ভারতের সর্ব্বত্রই অধীত ও অধ্যাপিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও গৌড়সেনী প্রভৃতি অষ্টাদশটি ভাষায়, ইহার তুল্যরূপ অধিকার ছিল।

তৎপ্রণীত প্রশস্তি রত্নাবলী নামক গ্রন্থ ষোড়শ সংখ্যক ভাষায় বিরচিত। প্রভাবতী ও চন্দ্রকলা নামক দুইখানি নাটকও ইহার রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। পাঠক! বিশ্বনাথ কেবল যে নাড়ী টিপিয়া কবিরাজী করিতেন তাহা নহে। তিনিও তৎপিতা মহা মহোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর কবিচন্দ্র উভয়েই মহারাজ ভানুদেবের রাজসভায় প্রধান অমাত্য ও সন্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। পণ্ডিত কুলতিলক চন্দ্রশেখরও উপযুক্ত পুত্রের উপযুক্ত পিতা ছিলেন। তাহারও চতুর্দ্দশটি ভাষায় সমান অধিকার ছিল। মহাত্মা বিশ্বনাথ যে সকল স্থানে তাঁহার পিতার ও নিজের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা এস্থানে উদ্ধৃত করাগেল।

"মমতাত পদানাং মহা পাত্র চতুর্দ্দশ ভাগা বিলাসিনী
ভুজঙ্গ মহাকবীশ্বর শ্রীচন্দ্রশেখর সান্ধিবিগ্রহিকানাং॥

"দুর্গালাঞ্ছিত বিগ্রহো মনসিজং সম্মীলয়ংস্তেজসা,
প্রোদ্যদ্রাজ কলোগৃহিত গরিমা বিষগ্ সুতোভোগিভিঃ।
"নক্ষত্রেশকৃতেক্ষণো গিরিগুরৌ গাঢ়ং রুচিং ধারয়ন্,
গামাক্রম্য বিভূতি ভূষিত তনুরাজ ত্যুমা বল্লভঃ॥
অত্র প্রকরনেন অভিধায় উমাবল্লভ শব্দস্য উমানাম্নী
মহাদেবী তৎবল্লভ ভানুদেব নৃপতি রূপো হর্থোবধ্যতে॥
ইতি শ্রীমন্নারায়ণ চরণারবিন্দ মধুব্রত সাহিত্যার্ণব
কর্ণধার ধ্বনি প্রস্থাপন পরমাচার্য্য কবি সূক্তি রত্নাকরা
ষ্টাদশভাষা বারবিলাসিনী ভুজঙ্গ সান্ধিবিগ্রহিক
মহাপাত্র শ্রীবিশ্বনাথ কবিরাজ কৃতৌ সাহিত্য দর্পণে
কাব্য স্বরূপ নিরূপনো নাম প্রথম পরিচ্ছদঃ। ইতি

(সাহিত্য দর্পণ)

১০। পণ্ডিত ক্রমদীশ্বর দত্ত...... পণ্ডিত ক্রমদীশ্বর সংক্ষিপ্তসার নামক একখানি অত্যুৎকৃষ্ট ব্যাকরণ প্রণয়ণ করেন। পানিনির পর আর যত ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সংক্ষিপ্তসারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই ক্রমদীশ্বর মহাত্মা চক্রপানী দত্তের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং কলাপ পরিশিষ্ট কর্ত্তা শ্রীপতিদত্তের দৌহিত্র। গ্রন্থকর্ত্তা স্বগ্রন্থে পরিচয় সূচক যে কয়েকটি শ্লোক দিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

"শৈবং প্রণম্য সর্ব্বেশং সর্ব্বভাষা সুলক্ষণং।
সংক্ষিপ্তসার মাচষ্টে পণ্ডিতঃ ক্রমদীশ্বরঃ॥
বিদ্যাতপোহর্থী বাদীন্দ্রঃ পূর্ব্ব গ্রামীদ্বিজঃ কবিঃ।
চক্রপানি সুতোজ্যায়ান্ নপ্তাসৌ শ্রীপতেঃকৃতীঃ॥

(সংক্ষিপ্তসার)

১১। শ্রীপতি দত্ত.........মহামহোপাধ্যায় শ্রীপতি দত্ত বৈদ্যকুলে একটি রত্ন ছিলেন, পণ্ডিত ক্রমদীশ্বর তাঁহাকে নিজ মাতামহ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীপতি কলাপ ব্যাকরণের পরিশিষ্ট প্রণয়ণ করিয়া, জগতের মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। এরূপ কিংবদন্তী যে তিনি পরিশিষ্টের সর্ব্বাংশ রচনা করিয়া যাইতে পারেন নাই তিনি ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক ব্যাপদিত হইলে, অবশিষ্টাংশ, পণ্ডিত গোপীনাথ তর্কাচার্য্য নামক একজন বর্ণ গুরু উহার টীকা ও অপরিসমাপ্ত স্থল সম্পূর্ণ করেন।

প্রকরণ শেষে উভয়ে এইরূপ আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন।

ইতি শ্রীবৈদ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীপতি দত্ত বিরচিতায়াং কাতন্ত্র পরিশিষ্ট বৃত্তৌ সন্ধিপ্রকরণং সমাপ্তং॥

ইতি শ্রীমহামহোপাধ্যায় চার্য্য সিংহ পশুপতি তনুজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদ্ গোপীনাথ তর্কাচার্য্য বিরচিত পরিশিষ্ট প্রবোধে সন্ধিপ্রকরণ ব্যাখ্যানং সম্পূর্ণং॥

১২। ত্রিলোচন দাসকবীন্দ্র.........ইনি কলাপব্যাকরণের সুপ্রসিদ্ধ পঞ্জী রচনা করেন। পঞ্জী বর্ত্তমান না থাকিলে, অধুনা কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কষ্টসাধ্য হইত। ইনি বরিশাল জেলান্তর্গত গৈলানামক গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। প্রসিদ্ধ মনসা মঙ্গল গ্রন্থ রচয়িতা বিজয় চন্দ্র গুপ্ত কবিকর্ণপুর, মহাত্মা ত্রিলোচনের ভাগিনেয়। মুন্সেফ বাবু বিপিনবিহারী দাশ গুপ্ত এম্ এ, প্রভৃতি মহাত্মা ত্রিলোচনের অনন্তর বংশ, আজিও উক্ত গ্রামে বর্ত্তমান আছেন।

১৩। কৃষ্ণদাস কবিরাজ..........ইনি সুপ্রসিদ্ধ চৈতন্য চরিতামৃত নামক গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। মহাত্মা কৃষ্ণদাস কাটোয়ার অন্তর্গত ঝামাটপুর গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহন করেন। উক্ত গ্রামে কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীপাটনামক একটি আশ্রম, আজিও সেই মহাত্মার পবিত্রনামে

ঘোষণা করিতেছে। কৃষ্ণদাস, গোবিন্দ লীলামৃত ও ভগবদ্ স্বরূপার্থ রহস্য নামক আর ও দুইখানি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। প্রোক্ত চৈতন্য চরিতামৃতের বন্দনা পদটি উদ্ধৃত করা গেল।

"মন্ত্র গুরু আর যত শিক্ষা গুরুজন।
তাঁহার চরণে আগে করিবে বন্দন॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গুরু শিক্ষা গুরুযে আমার।
তাঁসবার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার॥

(আদিলীলা)।

১৪। পরমানন্দ দাস সেন কবিকর্ণপুর......ইনি সংস্কৃত চৈতন্য চরিতামৃত কাব্য, আনন্দ বৃন্দাবন চম্পূ, অলঙ্কার কৌস্তুভ, চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক ও গৌরচন্দ্রের পারিষদ্ বর্গের বিবৃতি মূলক গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহার নিবাস কাচড়াপাড়া গ্রামে, ইহার পিতার নাম শিবানন্দ সেন। চৈতন্য চরিতামৃত হইতে গ্রন্থকারের পরিচয় শ্লোক কয়েকটি লিপিবদ্ধ করা গেল।

"পিতরং শ্রীশিবানন্দং সেন বংশ প্রদীপকং।
বন্দেহহং পরয়াভক্ত্যাঃ পার্ষদাগ্র্যং মহাপ্রভোঃ॥ ৪।
বিবিচ্যা ম্রেড়িতঃ কৈশ্চিৎহতানিলি থাম্যহং।
নাম্না শ্রীপরমানন্দ দাসঃ সেবিত শাসনঃ॥ ৫।
শ্রীগৌরাঙ্গ গণোদ্দেশ দীপিকা রচিতা ময়া।
দীপ্যতাং পরমানন্দ সন্দেহেভক্ত বেশ্মনি॥ ২১৪।

শাকে বসুগ্রহমিতে মনুনৈব যুক্তে।
গ্রন্থোয় মবিরভবৎ কতমস্ত ঘস্রাৎ॥
চৈতন্য চন্দ্র চরিতামৃত মগ্ন চিত্তৈঃ।
শোধ্যঃ সমাকলিত গৌর গণাখ্যএষঃ॥ ২১৫।

(চৈতন্য চরিতামৃত)।

১৫। শুভঙ্কর দাস......শুভঙ্করের আর্য্যার কথা না জানেন এমন লোক বঙ্গদেশে অতি বিরল। শুভঙ্করের আদিনাম ভৃগুরাম দাস, ইনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। বিদ্যাবত্তা হেতু বিষ্ণুপুর রাজ সরকার হইতে "শুভঙ্কর" এই উপাধি লাভ করেন। প্রোক্ত শুভঙ্করের প্রদৌহিত্র বাবু রাধাবল্লভ সেন বরাট প্রভৃতি এখনও জীবিত আছেন।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ও রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুর মনঃ প্রাণ বিমোহন সাধন সঙ্গীত এ ভারতে কে না জানেন? প্রোক্ত মহাত্মাদ্বয় ও বৈদ্য বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পাঠক মহোদয়গণ! আর কত নাম করিব, এ বংশে যে কত কত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তাই নাই।

দেখত চূড়ামণি! যদি ইহাদিগকে বর্ণ সংখ্যায় ধরা না যাইত, যদি ইহাদিগকে কোন ক্রমেও তোমরা বর্ণশঙ্কর শ্রেণীতে অবনমিত করিতে পারিতে, তবে কি ইহারা এহেন মহার্হগ্রন্থ, রত্ন সমূহ প্রণয়নে সক্ষম হইত? যদি তোমরা উহাদিগকে মন্বাদি শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে বর্ণশঙ্কর সংজ্ঞায় স্থানদিয়া দেবভাষা হইতে বিরত রাখিতে পারিতে, তবে আর তোমাদের সমকক্ষ জীব ভারতে বর্ত্তমান থাকিত না। মন্বাদি ঋষি প্রণীত শাস্ত্র সমূহে, ইহাদের বর্ণ সাঙ্কর্য্যের কোন কথা নাই, তাই তোমরা উপপুরাণ সমূহে, মূল শাস্ত্রের অপলাপ করিয়া, নানা শ্লোক

প্রণয়ন করিয়া, ব্রাহ্মণ বংগরীয়ান্ কতকগুলি জাতিকে বর্ণশঙ্কর শ্রেণীভূক্ত করিয়া, দেবভাষা হইতে অনেক দূরে রাখিয়াছ, তাই আজ সমাজে এত বিশৃঙ্খলা। অন্যের কথা কি বলিব, উপপুরাণ সর্ব্বস্ব, বিয়াল্লিস কর্ম্মা, শ্রীহট্ট বাসী, কলির ভুশুণ্ড, রঘু চাচাজিউ ও বর্ত্তমান বৈদ্যদিগকে ব্রাত্য করিবার জন্য বিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবভাষায় উহাদিগের আবহমানকাল সমান অধিকার থাকায়, শাস্ত্র জ্ঞান, উহাদিগকে তোমাদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছে। দুঃখের বিষয় তোমরা কতগুলি উচ্চশ্রেণীর অনুলোমজ জাতিকে, সামান্য লিপিবৃত্তি অপরাধে, বর্ণশঙ্কর শ্রেণীতে স্থান দিয়া, দেবভাষা হইতে বিরত রাখিয়া, তোমাদের প্রাধান্য বজায় রাখিয়াছ। আশ্চর্য্যের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে আবার সেইসকল শাস্ত্র জ্ঞানহীন শূদ্র শিশুগণকে উপনয়নের পাতি দিয়া, বেশ দু পয়সা উপার্জ্জনের সুবিধা করিয়া লইতেছ। সেই শাস্ত্র জ্ঞানহীন শূদ্র বালকগণ তোমাদিগকে চিনিতে পারিলে, নিশ্চয়ই লম্ব কর্ণের ন্যায় অর্দ্ধচন্দ্র লাভ করিয়া, তোমাদিগকে বিদায় হইতে হইত। অতঃপর দেখা যাউক চূড়ামণির প্রিয়ভক্ত কায়স্থগণ শূদ্র, কি ক্ষত্রিয়।

(বৈদ্য প্রকরণ সমাপ্ত)।

———•§•———

চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

কায়স্থ প্রকরণ।

কি প্রকারে চাতুর্ব্বর্ণ্যের সংস্থাপন হইয়াছে, কি প্রকারে অনুলোমজ ও বিলোমজ জাতি নিবহের উৎপত্তি সংঘটিত হইয়াছে, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে যথাযথভাবে বর্ণনা করিয়াছি। ইহা একটি স্বীকৃত ও স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে চারির অধিক কোন মূলবর্ণ ভারতে ছিল না। এবং যে প্রকার দশটী অঙ্কের সংস্থাপন বিশেষের দ্বারা যে কোন রাশির উৎপত্তি হইয়াছে ও হইতেছে, তেমনই উক্ত মূল বর্ণচতুষ্টয়ের ওতপ্রোত সংমিশ্রণে, ভারতের অন্যান্য সমস্ত জাতি নিবহ উৎপন্ন হইয়াছে। বৈদ্য ও কায়স্থ নামে কোন জাতির উৎপত্তি ও উপাদানের কথা কেহ অবগত নহেন। সুতরাং মনে করিতে হইবে যে, বৈদ্য ও কায়স্থগণ হয় কোন মূল বর্ণ, নতুবা কোন মিশ্র বর্ণের অন্তর্গত পদার্থ। আমরা পূর্ব্বপ্রকরণে বৈদ্যের কথা বলিয়াছি। এই প্রকরণে কায়স্থের কথা বলিব।

মন্বাদি সমুদয় স্মৃতিশাস্ত্রে মূল ও নানা মিশ্রজাতির কথাই বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু কায়স্থের উৎপত্তির কোন কথাই স্মৃতিসমূহে বা হিন্দুর কোন শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয়না। বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি কতিপয় শাস্ত্রগ্রন্থে কায়স্থের নাম সঙ্কীর্ত্তিত আছে বটে, কিন্তু উৎপত্তির কোন কথাই নাই। অতএব আমরা অভিধানাদির সাহায্যে কায়স্থের উৎপত্তি প্রতিপাদনের চেষ্টা করিব।

কায়েন তিষ্ঠতীতি, কায়—স্থা + ড প্রত্যয় করিয়া কায়স্থশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। স্থা ধাতুর অর্থ গতির নিবৃত্তি, ফলিতার্থ কায়দ্বারা জীবিকা

নির্ব্বাহ করে। এমতে কায়স্থ বলিলে মজুর, চাষা, মালী, বেহারা প্রভৃতি যাবতীয় কায়জীবগণই কায়স্থ পদবাচ্য হয়। যথা

১। "কায়াস্থ কূটকৃৎ পঞ্জিকরো চিত্র করো কৃষ্ণঃ।

(ত্রিকাণ্ডশেষ)।

২। 'লেখকস্যাৎ লিপিকরঃ কায়স্থোঽক্ষরজীবকঃ।

(হলায়ুধকোষ)।

৩। "শূদ্রোঽস্ত্যাবর্ণো বৃষলঃ পদঃ পজ্জশ্চ কথ্যতে।
লেখকঃস্যাৎ লিপিকরঃ কায়স্থোঽক্ষরজীবকঃ।

(হারাবলীকোষ)।

৪। লিপিকরোঽক্ষরচনোঽক্ষরচুঞ্চুশ লেখকে।

(অমরকোষ)।

৫। "করোতি লিখনং করণঃ অয়ং লিখনবৃত্তিঃ কায়স্থইতিখ্যাতঃ।

(অমর টীকায়াং ভরতঃ)।

পূর্ব্বোক্ত প্রসিদ্ধ অভিধান চতুষ্টয়ের বিবৃতি হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, যাহারা লিপিবৃত্তিরূপ কায়িক পরিশ্রমদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারাই কায়স্থ পদবাচ্য। অতঃপর আমরা স্মৃতি শাস্ত্রাদির অনুগামী হইয়া দেখিব, ধর্ম্ম শাস্ত্রাদিতে কায়স্থগণের উৎপত্তি ও সামাজিক মর্য্যাদার বিষয় কিছু আছে কিনা ?

৬। "অথলেখ্যং ত্রিবিধ, রাজসাক্ষিকং, স সাক্ষিকং, অসাক্ষিকঞ্চ। রাজাধিকরণে তন্নিযুক্ত কায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষ করচিহ্নিতং রাজ সাক্ষিকং। যত্রকচন যেন কেনচিৎ লিখিতং সাক্ষিভিঃ স্বহস্তচিহ্নিতং সসাক্ষিকং। স্বহস্তলিখিতং অসাক্ষিকমিতি।

(৭অঃ বিষ্ণুপুরাণ)।

অর্থাৎ লিপি ত্রিবিধ যথা রাজ সাক্ষিক, স সাক্ষিক, ও অসাক্ষিক। রাজ সভায় রাজা কর্তৃক নিযুক্ত কায়স্থ লিখিত রাজাধ্যক্ষ করচিহ্নিত লিপি, রাজ সাক্ষিক, যে কোন স্থানে যাহা তাহা কর্তৃক লিখিত, সাক্ষি কর্তৃক স্বহস্তচিহ্নিত লিপি স সাক্ষিক। এবং স্বহস্তলিখিত লিপি অসাক্ষিক নামে কথিত হয়।

৭। "বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ।
বণিক্ কিরাত কায়স্থ মালাকার কুটুম্বিনঃ॥
বরাটো মেদ চণ্ডাল দাস শ্বপচ কোলকাঃ।
এতেহন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যেচ গবাসনাঃ॥

(৪৩ অঃ। ব্যাসসংহিতা)।

অর্থাৎ সূত্রধর, নাপিত, গোপ, আশাপ, কুম্ভকার, বণিক, কিরাত, কায়স্থ, মালাকার পরিজন, বরাট, মেদ, চণ্ডাল, দাস, শ্বপচ, কোল প্রভৃতি জাতি এবং যাহারা গোবধ স্থানের নিকট অবস্থান করে, তাহাদিগকে অন্ত্যজ জাতি বলিয়া জানিবে।

৮। "ব্রাহ্মণেষুক্ষমী স্নিগ্ধেষ্বজিহ্মঃ ক্রোধনোহরিষু।
স্যাৎরক্ত ভৃত্যবর্গেষু প্রজাসুচ যথা পিতা। ৩৩৪
পুণ্যাৎষড্ভাগমাদত্তেন্যায়েন পরিপালয়ন্।
সর্ব্বদানাধিকং যস্মাৎ প্রজানাং পরিপালনং। ৩৩৫
চাটতস্কর দুর্ব্বৃত্ত মহা সাহসিকাদিভিঃ।
পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ॥ ৩৩৬

(১অঃ। যাজ্ঞবল্ক্য)।

অর্থাৎ ভূপতি রাজা ব্রাহ্মণের প্রতি ক্ষমা, সরলপ্রকৃতি ব্যক্তিরপ্রতি সরল ব্যবহার এবং ভৃত্যবর্গকে নিজের রক্তের ন্যায় ও প্রজাবর্গকে পিতার ন্যায় প্রতিপালন করিবেন। ৩৩৪। রাজার পক্ষে সমস্ত দানাদি

সৎকর্ম্মাপেক্ষা প্রজাপালনই শ্রেয়স্কর। অতএব রাজা প্রজার পুণ্যের একষষ্ঠাংশ গ্রহণ করিয়া, ন্যায়ানুসারে প্রজা পালন করিবেন। ৩৩৫। চাটুকার, চোর, দুর্বৃত্ত এবং উৎপীড়ক রাজ কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক উৎপীড়িত প্রজাবর্গকে রক্ষা করাও কায়স্থনামক ভয়ঙ্কর জীব হইতে প্রজাবর্গকে বিশেষভাবে রক্ষা করা ধর্ম্মজ্ঞ রাজার একান্ত কর্ত্তব্য। ৩০৬।

৯। "শূদ্রায়াং বিপ্রত শ্চৌর্য্যানজাতাঃ পুত্রাস্ত্রয়স্ত্রবাং।
তেষাং যঃ প্রথমঃ পুত্রঃ কুম্ভকার স উচ্যতে ॥ ৩২।
কুলাল বৃত্ত্যাজীবেত্তু নাপিতো হচ্ছোভবত্যতঃ।
সূতকে প্রেতকে বাপি দীক্ষাকালেচ বাপনং ॥ ৩৩।
নাভেরূর্দ্ধন্তু বপনং তস্মান্নাপিত উচ্যতে।
কায়স্থোহন্তোস জীবেত্তু বিচরেচ্চ ইতস্ততঃ ॥ ৩৪।
কাকাল্লোল্যং যমাৎ ক্রৌর্য্যং স্থপতেরথকৃন্তনং।
আদ্যাক্ষরাণি সংগৃহ্য কায়স্থ ইতিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৫।

(১অঃ। উশনাসংহিতা)।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কোন শূদ্রা স্ত্রীকে অপহরণ করিয়া, তাহাতে উপগত হওয়ায়, ক্রমে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে প্রথম পুত্র কুম্ভকার নামে কথিত হয়। এবং উহারা কুলাল বা চক্রবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ৩২। অপর দ্বিতীয় পুত্র নাপিত নামে প্রখ্যাত হয়। যেহেতু উহারা জাতক অশৌচ, মৃতাশৌচ ও উপণয়নাদি সময়ে, নাভির উর্দ্ধদেশে বপন অর্থাৎ ক্ষৌরকার্য্য করিয়া থাকে, এই হেতু উহাদিগকে নাপিত বলিয়া জানিবে। ৩৩। অন্য তৃতীয় পুত্র "কায়স্থ" নামে সমাখ্যাত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। কাকের লোলতা, যমের ভীষণতা এবং স্থপতি অর্থাৎ সূত্রধরের সকর্ত্ত শীলতা, এই তিন অর্থে পদ ত্রয়ের

আদ্যাক্ষর সহযোগে, কায়স্থ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা ঋষিগণকর্তৃক কথিত হইয়াছে ॥ ৩৪ । ৩৫ ।

১০। "স্বধর্ম্মস্থাননৃপো লোকান্ অন্যান্ পুত্র নির্ব্বৈরসান্ ।
শাস্ত্যধর্ম্ম বিদোদণ্ড সধর্ম্মকারিণশ্চতান্ ॥ ৮ ।
দণ্ডধৃতো নরান্ কুর্য্যাৎ ধর্ম্মকামার্থ সাধকান্ ।
সমর্থানশ্ব পত্ত্যাদৌ শূরান্ স্বামীহিতোদ্যতান্ ॥ ৯ ।
শুচীন্ প্রজ্ঞাংশ্চ ধর্ম্মজ্ঞান্ বিপ্রান্ মুদ্রাকরান্বিতান্ ।
লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্যে হিতৈষিণঃ ॥ ১০ ।
আনত্যান্ মন্ত্রিণোদূতান্ যথেদিষ্ট পুরোহিতান্ ।
প্রাড্‌বিবাক সমস্তান্ যা হিতাংশ্চ রক্ষকানপি ॥ ১১ ।
"শূরানথ শুচীন্ প্রজ্ঞান্ পরিনিশ্বাস কারিণঃ ।
সৎস্থানেষু চাধ্যক্ষং সৎকৃত্যবেদিনোঽপরে ॥ ১২
পরাজয়েত সোঽরাতীন্ অজেয়হ্যপি জায়তে ।
পীড্যমানা প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চৌরতস্করৈঃ ॥ ২৪ ।

(১০অঃ। বৃহৎ পরাশরসংহিতা)।

অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞ রাজা স্বধর্ম্মস্থ অন্যান্য প্রজা সাধারণকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিবেন। এবং অধর্ম্মকারী ব্যক্তিবর্গকে উপযুক্ত শাস্তি দিবেন। ৮। দণ্ডধারী রাজা প্রজা সাধারণকে ধর্ম্ম, কাম, ও অর্থের সাধক এবং অশ্ব রথাদি বিষয় সুশিক্ষা প্রদান করিয়া, উহাদিগকে বীর ও স্বামী হিতকারক করিবেন। ৯। বিপ্রগণকে শুচী, জ্ঞানবান্ ও যোগসাধন ক্ষম এবং লিখক কায়স্থগণ যাহাতে লিখন বিষয়ে সুচতুর ও স্বামী হিতকারক হয়, রাজা তাহাই করিবেন। ১০। সর্ব্বত্র উপযুক্ত আমাত্য, মন্ত্রী, দূত, পুরোহিত ও বিচারক প্রভৃতি নিযুক্তকরা, রাজার একান্ত কর্ত্তব্য। ১১। পবিত্র, বীর, জ্ঞানবান্, বিশ্বাসী এবং

সৎকর্ম্মের পরায়ণ অধ্যক্ষ সকল রাজ্যের সর্ব্বস্থানে নিয়োজিত করিবেন। ১২। যে রাজার রাজ্যমধ্যে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারীগণ যথাযথ ভাবে নিযুক্ত আছে, সেই রাজা শত্রু পরাজয় করিয়া, জয়ের হইতে সমর্থ হয়েন। এবং ধর্ম্মজ্ঞ নরপতি চোর, দস্যু, ও কায়স্থনামক ভীষণ জীবের করাল কবল হইতে প্রজা সাধারণকে রক্ষা করিবেন। ২০।

১১। মাহিষ্য বণিতা সূনুং বৈদেহাৎ যংপ্রসূয়তে।
স কায়স্থ ইতি প্রোক্ত স্তস্য কর্ম্ম বিধীয়তে॥
লিপিনাং দেশজাতানাং লেখনং স সমাচরেৎ।
গণকশ্চ বিচিত্রশ্চ বীজ পাটী প্রভেদতঃ॥
অধমঃ শূদ্র জাতিভ্যঃ পঞ্চ সংস্কার বানসৌ।
চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য সেবাহি লিপি লিখন সাধনং॥
ব্যবসায় শিল্প কর্ম্ম তজ্জীবন মুদাহৃতং।
শিখাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ বস্ত্রমারক্ত মম্ভসা।
স্পর্শনং দেবতা নাঞ্চ কায়স্থা দেষ্যাবিবর্জ্জয়েৎ॥

(কমলাকর ভট্ট)।

অর্থাৎ মাহিষ্য জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে বৈদেহক পুরুষ সংসর্গে যে জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারা কায়স্থ নামে কথিত হণ তাহাদের কর্ম্ম বলা যাইতে। দেশজাত কায়েত্তি নাগরীতে লিখন ইহাদের কর্ম্ম, এবং ইহারা গণক, বিচিত্র ও বীজপাটী প্রভেদে ত্রিধা বিভক্ত, অথচ উহারা শূদ্র জাতি হইতে অধম এবং বিবাহাদি পঞ্চসংস্কার যোগ্য বটে, চাতুর্ব্বর্ণ্যের সেবা, লিপি লিখন ও শিল্পকর্ম্ম ইহাদের জীবিকা বলিয়া কথিত আছে। কায়স্থাদিজাতি, শিখা, উপবীত, রক্তবস্ত্র, জল ও দেবতাসংস্পর্শ পরিত্যাগ করিবে।

১২। বিপ্রশ্চ লিপিকর্ত্তাচ তদ্ধ্যাদাতুর্ধনং হরেৎ।
তমঃ কুণ্ডে বর্ষশতংস্থিত্বা স্বর্ণবণিক ভবেৎ। ১২৯।
কায়স্থেনোদরস্থেন মাতুর্মাংসং নখাদিতং।
তত্র নাস্তি কৃপা তস্য দণ্ডাভাবোহি কারণং। ১৩০।
(ন তত্র করুণা রাজন্ তত্রহেতুরদন্ততা পাঠান্তরম্বা।)
স্বর্ণকারঃ স্বর্ণবণিক্ কায়স্থশ্চ ব্রজেশ্বরঃ।
নরেষুমধ্যেতে ধূর্ত্তাঃ কৃপাহীনা মহীতলে। ১৩১।
হৃদয়ং ক্ষুরধারাভং তেষাঞ্চনাস্তি সাদরং।
সৎেষু সজ্জনঃ কোহপি কায়স্থোনৈতয়োশ্চতৌ। ১৩২।
(৮৫ অঃ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)।

অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি পালকের ধন হরণ করে, অথবা যে ব্রাহ্মণ লিপি বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারা শত বর্ষ পরিমিত কাল নরককুণ্ডে অবস্থান করিয়া তৎপর স্বর্ণ বণিক যোনীতে জন্ম গ্রহণ করে। ১২৯। অতি লোভী গর্ভস্থ কায়স্থ শিশু মাতার মাংস ভক্ষণ করেনা কেন? যেহেতু এবিষয়ে দয়া তাহার কারণ নহে, দন্তহীনতাই এবিষয়ের কারণ বলিয়া জানিবে। ১৩০। পৃথিবিস্থ মনুষ্যগণ মধ্যে কায়স্থ, স্বর্ণকার স্বর্ণবণিক, ও ব্রজেশ্বর ইহারা অত্যন্ত ধূর্ত্ত ও কৃপাহীন বলিয়া জানিবে। ১৩১। পূর্ব্বোক্ত জাতীয় জনগণ কাহাকেও সমাদর করে না, ইহাদের হৃদয় ক্ষুর ধারের ন্যায় নির্ম্মম, অন্যান্য জাতির মধ্যে দুই একটি সাধু পাওয়া যায়, কিন্তু কায়স্থের মধ্যে একটীও সাধু লোক নাই। ১৩২।

১২। " রাজা বড় ভাগমাদত্তে শুল্কভাগ কৃতাদপি।
ধর্ম্মাংশো রক্ষণাচ্চ পাপমাপ্নোত্যরক্ষণাৎ। ১০।
সুরুপা বিটকীতেব রাজবল্লভ তস্করৈঃ।
ভক্ষ্যমানাঃ প্রজারক্ষ্যাঃ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ। ১১।
(২২ অঃ। অগ্নিপুরাণ)

অর্থাৎ রাজা কি সাধু, কি অসাধু সকল প্রজার নিকট হইতেই, আয়ের এক ষষ্ঠাংশ কর গ্রহণ করেন। অতএব প্রজাদিগকে রক্ষা করা রাজার ধর্ম্ম, প্রজাদিগকে রক্ষা না করিলে, রাজা পাপী হইয়া থাকেন। ১০। তাই ধর্ম্মজ্ঞ রাজা সাধু চরিত্র প্রজাদিগকে, ধূর্ত্ত, উৎপীড়নকারী রাজপুরুষ তস্কর এবং রাজা নামক ভয়ঙ্কর নামক জীবের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন। ১১

১৪। "দশপ্রোক্তাচ পুরোধাদ্যা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বএব তে।
অভাবে ক্ষত্রিয়াযোজ্যা বৈশ্যভাবে তথোরুজাঃ। ৪২৬।
নৈবশূদ্রাস্তু সংযোজ্যা গুণবন্তোঽপি পার্থিবৈঃ। ৪২৭।
ভাগগ্রাহী ক্ষত্রিয়স্তু সাহসাধিপতি স্তু সঃ।
গ্রামপো ব্রাহ্মণো যোজ্যঃ কায়স্থলেখকস্তথা। ৪২৮।
শুল্কগ্রাহীতু বৈশ্যোহি প্রতিহারশ্চ পাদপঃ।
সেনাধিপঃ ক্ষত্রিয়স্তু ব্রাহ্মণ স্তদভাবতঃ। ৪২৯।

(২অঃ। শুক্রনীতি)।

অর্থাৎ আমরা ইতিপূর্ব্বে পুরোহিত প্রভৃতি যে দশ প্রকৃতি নিয়োগের বিষয় বলিয়াছি, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণজাতীয় হইবেন। ব্রাহ্মণের অভাবে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়াভাবে বৈশ্য। কিন্তু পার্থিব গুণশালী হইলেও এসকল কার্য্যে কখনও শূদ্র নিয়োগ করিবেন না। রাজকর গ্রহণ ও শাসন সংক্রান্ত কার্য্যেও ক্ষত্রিয় নিযুক্ত করিবেন। গ্রামাধ্যক্ষ ব্রাহ্মণ, লেখক কায়স্থ, মাশুল আদায়কারি বৈশ্য, এবং দ্বারপালের কার্য্যে শূদ্র নিয়োগ করিবেন। সেনাপতি ক্ষত্রিয় জাতীয় হওয়াই উচিত, একান্ত অভাব পক্ষে ব্রাহ্মণও সেনাপতি হইতে পারেন।

১৫। "মহেশচন্দ্র কহে পদ্ম পুরাণের মতে।
যাঁর জানে জাতি কথা রচিয়া আর্য্যাতে॥

ব্রহ্মা পাদপদ্ম হতে শূদ্র জাতি হয়।
নিজনিজ কর্ম্ম হেতু পাঁচজাতি কয়॥
শূদ্র ও কায়স্থ গোপ বারুই নাপিত।
তারমধ্যে ভেদাভেদ কহিব নিশ্চিত॥

{ জাতিমালা। ১১ পৃঃ।
মহেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

১৬। "হরিনাম স্মরি নির্ম্মল কৈল চিত।
রচিতে আরম্ভ কৈল মনসার গীত॥
যেই মতে পদ্মাবতী করিল সংবিধান।
সেই মতে করে সব গীতের নির্ম্মাণ॥
"ছায়া শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।
সনাতন হুসেন সাহ নৃপতি তিলক॥
উত্তরে অর্জ্জুন রাজা প্রতাপেতে যম।
মুলুক ফতেয়াবাদ বাঙ্গালার সীম॥
পশ্চিমে ঘাগরা নদী পূর্ব্বে ঘণ্টেশ্বর।
মধ্যে ফুলশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর॥
চারিবেদাধ্যায়ী তথা ব্রাহ্মণ সকল।
বৈদ্যজাতি বৈসে তথা শাস্ত্রেতে কুশল॥
কায়স্থ জাতি বৈসে তথা লিখিতে প্রচুর।
আর যত জাতি নিজ শাস্ত্রেতে চতুর।
স্থান গুণে যেই জন্মে সেই গুণ ময়।
হেন ফুলশ্রী গ্রামে নিবসে বিজয়॥

(মনসামঙ্গল। বিজয়গুপ্তের গ্রন্থ)।

১৭। "চলে যায় পাছে করি কোটালের থানা।
দেখে জাতি ছত্রিশ ছত্রিশ কারখানা॥
ব্রাহ্মণ মণ্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন।
ব্যাকরণ অভিধান স্মৃতি দরশন॥
বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধি ভেদ।
চিকিৎসা করয়ে পড়ে কাব্য আয়ুর্ব্বেদ॥
"কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারী।
বেণে মণি গন্ধ সোনা কাঁসারী শাঁখারী॥

(বিদ্যাসুন্দর। ভারতচন্দ্র রায়)।

পাঠক মহোদয়গণ! দ্বাপর যুগের ঋষি ব্যাসাদিকৃত শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া, কলি যুগের মুসলমান রাজত্ব সময়ের কবি ভারতচন্দ্রাদির গ্রন্থ সমূহে, যে যে স্থানে কায়স্থের নাম উল্লেখ আছে, তৎসমস্তই উদ্ধৃত করিলাম। কেবল এই সকল শাস্ত্র গ্রন্থে এইজাতির অসাধুতা সংকীর্ত্তিত আছে এরূপ নহে। প্রচলিত প্রবাদ বাক্যাদিও এজাতির সুযশের সাক্ষ্য দান করেনা। যথা—

"কায়েত চোষা গাঁ, আর মক্ষি চোষা ঘা"।

উদ্ধৃত শাস্ত্রের ভূরি প্রমাণের কুত্রাপিও কায়স্থ জাতির উৎপত্তি বিষয়ক কোন কথা পাওয়া গেল না। অধিকন্তু পূর্ব্বোদ্ধৃত সমস্ত শাস্ত্র গ্রন্থেই, কায়স্থ লিপিকারকের উপাধি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহাতে এইমাত্র ধারণা হয় যে, যাহারা দেশজাত কার্য্যেতি নাগরীতে, সামান্য পাটোয়ারী গোছের লেখাপড়ারূপ কায়িক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহাদেরই কায়স্থ উপাধি ছিল। যেমন মুসলমান দত্ত উপাধি সরকার বা মুন্সী। ইংরেজ প্রদত্ত উপাধি ক্লার্ক বা কেরাণী, কায়স্থ শব্দটীও এই প্রকার উপাধিবাচক ছিল।

পরে কালক্রমে ব্যবসাবাচক এই উপাধিটী জাতি গত হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক ইহাতেও কায়স্থের কোন জাতিত্ব নির্দ্ধারণ হয় না। যেহেতু সরকার বা ক্লার্ক বলিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, মূর্দ্ধাবসিক্ত, চণ্ডাল, মুসলমান প্রভৃতি নানাজাতিই সূচিত হইতে পারে। এমতাবস্থায় মিশ্রীভূত কায়স্থদিগের জাতিত্ব নির্দ্ধারণ করা বড়ই কষ্ট সাধ্য। কায়স্থ ভ্রাতৃগণকৃত কতিপয় গ্রন্থে এই জাতির উৎপত্তি বিষয়ক কতকগুলি শাস্ত্র বচন, নয়নগোচর হয়। দেখা যাউক যদি উহাতে কোন তত্ব অবগত হওয়া যায়, তবে ক্ষতি কি ?

১। "ব্রহ্ম পাদাংশতোজন্ম চাতঃ কায়স্থ নামভৃৎ।
ককারং ব্রহ্মণং বিদ্যাৎ আকারং নিত্যসঙ্গকং॥
আয়স্থ নিকটং জ্ঞেয়ং তত্র কায়েহি তিষ্ঠতি।
কায়স্থোহতঃ সমাখ্যাতঃ মসীশং প্রোক্তবাংস্তথং॥

(শব্দকল্পদ্রুমধৃত। আচার নির্ণয়তন্ত্র)।

২। "ব্রহ্মকায় সমুদ্ভূতঃ কায়স্থো বর্ণসংজ্ঞকঃ।
কশ্চোহি ক্ষত্রিয় স্তত্র রূপ যজ্ঞেষু ব্রাহ্মনঃ॥

ব্রাহ্মনং বাপাঠঃ।

৪১পৃঃ। আর্য্যকায়স্থ প্রতিভা ধৃত।
বৃহদ্ব্রহ্ম পুরাণ।

৩। নারায়ঃ চিত্রগুপ্তোসি মন কায়াদভূর্ব্বহঃ।
তস্মাৎ কায়স্থ বিখ্যাতি লোকেতব ভবিষ্যতি।
মস্তরীয়াৎ সমুৎপন্ন তস্মাৎ কায়স্থ সংজ্ঞকঃ॥

৮৩ পৃঃ। আর্য্যকায়স্থ প্রতিভা।
গ্রন্থের নাম নাই।

৪। “[illegible] কায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থো বর্ণ উচ্যতে।

শব্দ কল্পদ্রুমধৃত।
পদ্মপুরাণ।

৫ “[illegible] সমাখ্যাতঃ আপঞ্চ প্রাণ সঞ্জকঃ।
[illegible] খভয়াৎ রক্ষকস্মৃতঃ ॥

৭৩পৃঃ অন্ধের চক্ষুদানধৃত
মেদিনীকোষ বচন।
ডাক্তার ফকীরচন্দ্র বসু।

১। প্রিয় পাঠক! এই বচন কয়েকটী মিথ্যা, আচার নির্ণয় নামক কোন তন্ত্র এ জগতে বর্ত্তমান নাই। তৎপর ক+আ+আয়+স্থ= কায়স্থ এইযে ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে, তাহাও অসিদ্ধ। যেহেতু অ+উ+ম এই সার্থক বর্ণাবলির যোগে, যেমন ওম্ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি শব্দ সে প্রকারে ব্যুৎপাদিত হয় নাই। অবশ্য আমাদের মতে ও কায়—স্থা+ড এই উপাদানে কায়স্থ শব্দ সমুৎপন্ন, কিন্তু এ ব্যুৎপত্তির যে অর্থ করা হইয়াছে, তাহা অসিদ্ধ। কেননা প্রথমতঃ ব্রহ্মানামে কোন শরীরি কায়বান পদার্থের সত্তার কথা আমরা অবগত নহি। শাস্ত্রে দুইটী ব্রহ্মার কথা বিবৃত আছে, তন্মধ্যে এক ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা। উহা পরমেশ্বরের সর্জ্জনী শক্তির কল্পিত উপাধিমাত্র। যথা (ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিবা ব্রহ্মান্ প্রধানা ব্রহ্মশক্তয়ঃ ইতি বিষ্ণু)। তিনি অশরীরি, তাঁহার পৃথক কোন সত্তা নাই ও ছিল না। সুতরাং যাহার কায় নাই, তাহার কায়োৎপত্তি ব্যাপার আকাশ কুসুমোপরি ভ্রমরোপবেশনবৎ অসিদ্ধ। দ্বিতীয় ব্রহ্মা শরীরি বটে, কিন্তু তিনি স্রষ্টা নহেন; অপিচ সৃষ্ট ছিলেন। শাস্ত্রে তিনি

আদি দেব বলিয়া সমাখ্যাত। অবশ্য শাস্ত্রকারগণ, রূপক ছলে ব্রহ্মকায় হইতে সংসারের যাবতীয় বস্তু উৎপত্তির কথা বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উহা কল্পিত অলঙ্কারগত কবি উক্তি মাত্র। আমরা ইতিপূর্ব্বে যথাদি প্রসিদ্ধ শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা প্রমাণিত করিয়াছি যে, সৃষ্টির বহুকাল পরে ত্রেতা যুগের কোন একসময় জাতি বিভাগ হইয়াছে। সুতরাং মানুষ যে শশ্রু গুকদেবের স্থায় জাতি বর্ণ লইয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়াছে একথা ঠিক নহে। তুমি শাস্ত্র পড়িয়া বুঝিয়া থাকিলে, কখনই সে কথা বলিবেনা ও মানিবে না। অতএব প্রমাণ হইল যে, ব্রহ্মকায়ে স্থিতি হেতু কায়স্থ শব্দ ব্যুৎপাদিত, একথা অগ্রাহ্য। তৎপর ক+আ+আয়+স্থ=কায়স্থ এইযে একটা ভণ্ড ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, কোন চেতবান্ কায়স্থভ্রাতাও ইহার সততায় আস্থা সমর্পণ করিতে বাধ্য হইবেন না। এই ব্যুৎপত্তির কোন অর্থ সঙ্গতি নাই, কেননা ক অর্থে ব্রাহ্মণ, অথচ কায়স্থগণ ব্রাহ্মণ্য বিবর্জ্জিত? আকার অর্থ নিত্য, অথচ কায়স্থজাতি অনিত্য বস্তু বুঝা গেল কি? আয় অর্থ, নিকট, হাঁ এ অংশটা তথাপি একটু সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কেননা কায়স্থ ভৃত্যেরা প্রভুর নিকটে থাকে, বলি কায়স্থ শব্দ কি এহেনভাবে ব্যুৎপাদিত? আর যে কায়ে থাকে সেই যদি কায়স্থ বাচ্য হয়, তবে উৎকুন, রোমাদিও কায়স্থ বাচ্য সন্দেহ নাই।

২। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্রষ্টা ব্রহ্মার কোন কায় ছিলনা, এখনও সঙ্কায় নাই, তাহা হইতে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থপ্রভৃতি কেহ জন্মেও নাই, অপিচ স্থা ধাতুর অর্থ গতি ও নিবৃত্তি ভিন্ন, গতি বা জনিতার্থ উৎপত্তিও নহে। সুতরাং কায়স্থ শব্দ ব্রহ্মকায় সম্ভূত, এই অর্থে কোনদিন ব্যুৎপাদিত হয় নাই। বৃহদ্ব্রহ্মপুরাণ নামক কোন গ্রন্থ এতাবৎকাল আছে, ইহাও আমরা অনবগত। কালিদাসের

"বন্দীর পুরাণ" এতদিনে সশরীরে দেখা দিয়াছে। আহা! তৈলবট প্রণয়ী কুলাচার্য্যেরা, এই কুক্ষের জীবগুলিকে যেন অমূল্য খুনী পাইয়াছিল। বলি ও কুম্ভকারগণ! রাজনঃ বা রাজনং পদটা অথবা এই শ্লোকটা কোন কারিকরের হাতের? অনুস্বার বিসর্গ দিলেইত সংস্কৃত হইল, ছি ছি ছি কেন তোমরা কুমার হইয়া কামারের কায করিতে গিয়া ঠোঁট কাটাইয়াছ। প্রিয় পাঠক ভ্রাতৃগণ! আসুন দেখি এই শ্লোকটার অর্থ করা যায় কিনা?

"ব্রহ্মকায় সমুদ্ভূতঃ কায়স্থো বর্ণ সংজ্ঞকঃ।

কলৌহি ক্ষত্রিয়স্তস্য জপ যজ্ঞেষু রাজনং বা জনং বা পাঠঃ

শ্লোকটা অবিকল উদ্ধৃত করিলাম, নতুবা বলিবে যে, শ্লোক বদলাইয়াছে। অন্বয় যথা ব্রহ্মকায় সমুদ্ভূতঃ কায়স্থঃ বর্ণ সংজ্ঞকঃ জ্ঞেয়ঃ। রাজনঃ বা রাজনং কলৌজপ যজ্ঞেষু তস্য ক্ষত্রিয়ঃ এব। কেমন পাঠক! এরূপ হইবে কি? অবশ্য কলৌ শব্দটা অধিকরণ পদ, কলিকালে এই অর্থ, জপ যজ্ঞেষু এটি বিষয়ে সপ্তমী হইতে পারে, তস্য এটি সম্বন্ধে ষষ্ঠি বটে, কিন্তু সম্বন্ধীপদ কোনটা ঠিক করা গেল না। তবে কি ক্ষত্রিয়ঃ শব্দটাই সম্বন্ধী পদ নাকি? তাহা হইলে রাজনঃ বা রাজনং পদেরইবা উপায় কি? পাঠক! আমার বিদ্যায় এ শ্লোকের অর্থ করা অসাধ্য, তবে যে চূড়ামণি কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের পাতি প্রদান করিতেছেন, তাঁহার কাছে যাইয়া দেখা যাউক।

৩। পাঠক! ব্রহ্মা আয়ভূব্রহ্মা শরীরি নহেন; সুতরাং তাঁহার কায় নাই, তাহা হইতেও কেহ জন্মেও নাই। জগৎ ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র কৌশল বিশেষে সমুৎপন্ন। বিশেষতঃ এইরূপ ব্রহ্মকায় হইতে কায়স্থের জন্মের কথা, কোন হিন্দুশাস্ত্রে বিদ্যমান নাই। একথা শাস্ত্রজ্ঞ হিন্দু মাত্রেই স্বীকার করিবেন। যুক্তিও

ব্যবহারের সম্পূর্ণ প্রতীপগামিনী। বলা বাহুল্য ৩। ৪ নং শ্লোক দুটিও সম্পূর্ণ মিথ্যা।

৪। পাঠক! এস্থলে যে শ্লোক বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ এইরূপ, যিনি পঞ্চপ্রাণ সংজ্ঞক, যিনি অন্তরাত্মা, তিনিই কায়স্থ। এটি কোন মেদিনীর মহাবাক্য? যে মেদিনী এই পাণ্ডিত্যের ভয়ে আজিও থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠেন? কি ধূর্ত্ততা, কি প্রবঞ্চনা আবিষ্ক! মেদিনীতেও এমন কথা আছে? যদি কেহ মেদিনীতে এরূপ একটি বন্ধা শ্লোক দেখাইতে পারেন। তবে আমরাও কর্ণাট প্রিয়ার ভাষায় তাঁহাদিগকে বলিব। "তেষাং মূর্দ্ধি দধামি বামচরণং"। আর উদ্ধৃত শ্লোকটিতে কি সুন্দর বিশুদ্ধ পদ যোজনা, বলি মেদিনীর বস্তাটা একবার খুলিয়া দেখিলেও এত প্রমাদ ঘটিতে পারিত না! দেখুন পাঠক মহাশয়গণ! ধন পাইয়া কোন্ বিটুলা বামুন, নিরপরাধ কায়স্থ ভ্রাতাদিগকে ঠকাইয়াছে। বলি কায়স্থ ভ্রাতাগণ! ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃপায়, তোমরা সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধিকার পাইয়াছ, এখন তোমাদের চোক ফুটিয়াছে, এখন কেন তোমরা মিথ্যা সর্ব্বস্ব বিটুলা বামুনগুলি দ্বারা পরিচালিত হও। কক্কুরুনীচুক চণ্ডরব যেমন বনের সিংহদিগকে ঠকাইয়াছিল, সেইরূপ কোন নরাধম এই মিথ্যা গ্রন্থের মিথ্যা বচন পরম্পরা দ্বারা তদানিন্তন নিরিহ কায়স্থ ভ্রাতৃগণকে ঠকাইয়া তৈলবট আদায় করিয়াছে। আহা! অমুখার বিসর্গের মা বাপ তাঁহারা কবে মানুষের বুদ্ধি পাইবেন। এবং এই সকল বচনের কৃত্রিমত্ব ও অসারত্ব অনুভব করিয়া, তৈলবট বিনোদী ক্ষুদ্র চণ্ডরব গুলিকে দূরে পরিহার করিয়া, স্বাধীনতা লাভ করিবেন। পাঠক! কায়স্থ শব্দের এবুৎপত্তি, ও উৎপত্তি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অকর্ম্মণ্য) প্রিয় পাঠক মহোদয়গণ! আপনাদের শৈশব কাল হইতেই

অবগত আছেন যে, গ্রামে, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও শূদ্র এই তিনটি উচ্চজাতি আছে। তৎপর কিছুদিন পর অবগত হওয়া গেল যে, শূদ্রের মধ্যে যাহারা শিক্ষিত ও দাসত্বজীবি নহে, তাহারা কায়স্থ। যাহা হউক ইহাতেও কোন আপত্তির কারণ ছিলনা। যেহেতু কায়স্থ শূদ্রের নামান্তর মাত্র। কিন্তু বর্ত্তমান সময় আর শূদ্র একটিও নাই, সকলেই ক্ষত্রিয় হইতে অগ্রসর, এমন কি কতগুলি শিশুবুদ্ধ কায়স্থ বালক, ইতিমধ্যেই যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া, ক্ষত্রিয়ত্বের নিশান সমুজ্জ্বল করিয়াছে। এজন্য আমরা কায়স্থ ভ্রাতাগণকে বেশী দুষী মনে করিনা। যেহেতু সমাজপতি ব্রাহ্মণ কুলাঙ্গারগণ, অর্থলোভে শিশুবুদ্ধি কায়স্থ বালকদিগকে কুপথে পরিচালিত না করিলে, কিছুতেই কায়স্থগণ এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত না।

অনেকেই অবগত আছেন যে, প্রায় শতাধিক বৎসরকাল যাবৎ বৈদ্য কায়স্থ সামাজিক আভিজাত্য লইয়া, তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। এই আন্দোলনের প্রথমাবস্থায়, মাননীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রজ প্রমুখ কতিপয় অর্থশালী কায়স্থ যুবক। জনাই নিবাসী অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার ও ভট্টপল্লী নিবাসী হলধর চূড়ামণি প্রভৃতি কতিপয় কুম্ভকারের সাহায্যে, আচারনির্ণয় তন্ত্র, ব্যোমসংহিতা, বিরাট সংহিতা, এবং ভূত, ভূতপূর্ব্ব, অভূত, অভূতপূর্ব্ব, নানা শাস্ত্রের নাম দিয়া, কতকগুলি মিথ্যা বচন রচনা করাইয়া ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাহার পাঁচটি বচন অধ্যাহার করিয়া দেখাইয়াছি। যাহা হউক কায়স্থ ভ্রাতাগণ যতদিন স্বল্প সন্তুষ্টছিলেন, ততদিন কোন গোলযোগ হয় নাই। তৎপর সম্পদ আরও কিছু বৃদ্ধি হইলে, আবার নূতন খেয়াল হইল, আমরা অশূদ্র হইব, ক্ষত্রিয় হইব, বৈদ্যের বড় হইব। তখন পূর্ব্বোক্ত কৃত্রিম শাস্ত্র বচন সমূহকে, নিজেরাই ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিয়া

পুনরায় নূতন শাস্ত্র বচন প্রচার করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান সময় মিশ্রকারিকা, বল্লাল চরিত প্রভৃতি কয়েকখানি ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক গ্রন্থের নাম শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। গ্রন্থ কয়েকখানিত অমৃত লহরীর উত্তাপ তরঙ্গ দেখিয়া, মনে হয়, উহাও হলধরের অবান্তর সৃষ্টি সন্দেহ নাই। অবশ্য ইতিপূর্ব্বে বহুবার প্রোক্ত গ্রন্থ কয়েকখানির অনৃততা সপ্রমাণ হইয়াছে। কিন্তু কোন প্রকাশ্য সংবাদ পত্রাদিতে এ বিষয়ের আলেচনা না হওয়াতে, সর্ব্বসাধারণে এ বিষয়ের আলোচনা না হওয়াতে, সর্ব্বসাধারণে এ বিষয়ের সত্ততা নির্দ্ধারণে সক্ষম হয় নাই। তৎপর স্বার্থান্ধ দুই একটি বর্ণ গুরুকুলগ্লানী, এই সুযোগে পূর্ব্বোক্ত মিথ্যা বচনাদির সাহায্যে, অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত কায়স্থ ভ্রাতৃগণকে ঠকাইয়া, বেশ দু পয়সা উপার্জ্জনের সুবিধা করিয়া লইতেছেন। এজন্য আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি সংবাদ পত্রে মুদ্রিত করিতে বাসনা করিয়াছি। প্রবন্ধ শেষে, পূর্ব্বোক্ত মিথ্যা বচন সমূহের দুই চারিটি উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিব। পাঠকগণ বিচার করিবেন, হলধর ও আমাদের চূড়ামণি, এতদুভয়ের মধ্যে কাহার বেশী প্রশংসা হওয়া উচিত।

আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রসিদ্ধ অভিধান ও শাস্ত্রবচন দ্বারা প্রমাণ করিয়াছি যে, কায়স্থ একটি জন্মাবচ্ছিন্ন, নির্দ্দিষ্ট জাতি নহে। লিপিবৃত্তিক নানাজাতির সমাহার কায়স্থ নামক একটি অবান্তর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের একটি বচন পাঠ করিলেও এ বিষয়ের আভাস পাওয়া যায়। যথা—

"চত্বার কথিতা বর্ণা আশ্রমা অপিসুব্রতে।
আচারশ্চাপি বর্ণানাং আশ্রমানাং পৃথক্ পৃথক্। ৩।

৬—

কৃতাদৌ কলিকালেতু বর্ণাঃ পঞ্চপ্রকীর্ত্তিতাঃ।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্র সামান্য এবচ। ৫।
(অষ্টম উল্লাস। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)।

এস্থানে এই যে সামান্য একটি পঞ্চম বর্ণের কথা বলা হইয়াছে। এই পঞ্চম বর্ণ ই কায়স্থ জাতি। তাহা না হইলে "জাতহারালে কায়েত" এই প্রবাদ বাক্যও আমাদের কর্ণকুহরের আতিথ্য স্বীকার করিত না। অতএব ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত যে, লিপিবৃত্তি অবলম্বন করাতে যে যে উচ্চবর্ণ, সকর্ম্মত্যাগ নিবন্ধন জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন। তাহারাই কায়স্থ নামের বিষয়ীভূত। এবং যে সকল জাতি নানা অবৈধভাবে সমুৎপন্ন তাহারাও বৈধভাবে উৎপন্ন শূদ্র মাতৃক করণাদি নানা জাতিও আসিয়া কায়স্থ মহাসাগরের কুক্ষিগত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি লিপিবৃত্তিক, কতকগুলি বা কায়বৃত্তিক উপকায়স্থ শ্রেণী রহিয়াছে। সুতরাং জাতি হারাণ নানা জাতির সমাহারে যে, কায়স্থ নামক একটি পঞ্চম বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা সুনিশ্চিত। তবে ধর্ম্ম শাস্ত্রাদিতে পঞ্চম একটি বর্ণের কথা বিদ্যমান নাই। কিন্তু আধুনিক তন্ত্রকর্ত্তা নানা জাতির সমবায় সমুত্থ পদার্থকে একটি শব্দে বলার জন্য এই পঞ্চমবর্ণের অবতারণা করিয়াছেন মাত্র।

এতাবতা শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি দ্বারা ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে, লিপি বৃত্তি অবলম্বনে জাতি হারাণ নানা জাতির সমাহারে কায়স্থ জাতির দেহ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এখন দেখা যাউক লিপিবৃত্তি অবলম্বনে কোন কোন জাতি, জাতিভ্রষ্ট হইয়া কায়স্থ শ্রেণীতে স্থান পাইবার সম্ভাবনা।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই মূল বর্ণ ত্রিতয় হইতে কেহ লিপিবৃত্তি অবলম্বনে, কায়স্থ হইয়াছেন। এরূপ প্রমাণ বিদ্যমান নাই। তৎপর ক্ষত্রিয় রাজত্বের সময় হইতে, বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সমাজে ব্রাহ্মণাদি

বর্ণ ত্রিতয়ের যে প্রকার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়, তাহাতে ঐ বর্ণ ত্রিতয়ের কেহ যে সামান্য লিপিবৃত্তি অবলম্বনে পতিত ও জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন। একথা সহজে বিশ্বাস করিতে চিত্ত রাজী নহে। যদি তাৎকালিক সমাজপতিগণ এরূপ উদারপ্রকৃতি হইতেন, তবে আজ জাতি ভেদ প্রথাকে জন্মগত ভাবে দেখিতে পাওয়া যাইত না। বৈদ্যরাজত্ব সময়ে, গৌড়দেশস্থ সপ্তশত ব্রাহ্মণের বেদক্রিয়াহীনতায়, মহারাজ আদিশূর বা লক্ষ্মীনারায়ণ সেন, কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চজন বেদজ্ঞ, যাজ্ঞিকব্রাহ্মণ আনাইয়া, যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু এহেন বেদক্রিয়াহীনতায়ও সেই সপ্তশতী প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ পতিত বা জাতিভ্রষ্ট হয়েন নাই। অধিকন্তু তাঁহাদিগকে, কান্যকুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

যদি তখন এই প্রকার ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত না করিয়া, কান্যকুব্জাগত বেদজ্ঞ পঞ্চ ব্রাহ্মণকে পৃথক্ ভাবে রাখিয়া, শাস্ত্র জ্ঞানানুরূপ সম্মান করা হইত, তবে তদ্দর্শনে অপর সপ্তশতী প্রমুখ অন্যান্য আর্য্য সন্তানগণ, স্ব স্ব অজ্ঞতার কথা বুঝিতে পারিয়া, বেদাদি অধ্যয়ন পূর্ব্বক পুনরায় ব্রাহ্মণ্য লাভে সমর্থ হইত। কিন্তু পুরাকালের অত্যধিক ব্রাহ্মণ ভক্ত রাজা কিছুতেই সে প্রকার সাধুচেষ্টার পক্ষপাতী হইলেন না। আমাদের বিশ্বাস সেই সময় এরূপ প্রশ্রয় না পাইলে, বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ প্রমুখ আর্য্য সমাজ এত অনুদার হইত না। আজ পর্য্যন্ত সমাজস্থ ব্রাহ্মণগণ বিগহিত কর্ম্মা হইয়াও পতিত হইতেছেন না। অর্থাৎ তুমি ব্রাহ্মণ, অথচ ষট্‌কর্ম্ম ছাড়িয়া, অন্ন বিক্রয় করিতেছ, তথাপি তুমি পতিত নহ। তুমি ব্রাহ্মণ তিন পুরুষ যাবৎ ষটকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, বৈদ্য বৃত্তি অথবা বৈশ্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ, ইহাতেও তোমার ব্রাহ্মণ্য

নষ্ট হইলনা। তোমার এক মাত্র ধবল সূত্র ও পৈত্রিক টিকি তোমাকে ব্রাহ্মণ রাখিতে সমর্থ হইল। যে সমাজে আজিও এরূপ ভাব বর্ত্তমান দেখা যায়, সেই সমাজের মূল বর্ণের কোন ব্যক্তি সামান্য লিপিবৃত্তি অবলম্বনে কায়স্থ হইয়াছে, একথা বিশ্বাস করিতে লুব্ধ আত্মা রাজি নহে। তৎপর ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় ভারতের নানা স্থানে সশরীরে বর্ত্তমান দেখা যায়। ইহাতেও অনুমান হয় যে মূল বর্ণত্রয় হইতে কেহই লিপিবৃত্তির আশ্রয়ে পতিত ও জাতিভ্রষ্ট হইয়া, কায়স্থ হন নাই।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, সমাজপতি ব্রাহ্মণগণ, সমকক্ষ জীব বিধায় অসবর্ণাজ জাতিগুলির উপর, আবহমান কাল খড়্গাহস্ত আছেন। তাই বঙ্গদেশের এই মুষ্টিমেয় অম্বষ্ঠভিন্ন, ভারতের কুত্রাপি অসবর্ণাজ জাতি সশরীরে পরিলক্ষিত হয় না। এই সমস্ত বিষয়ে চিন্তা করিলে স্বতঃই মনে হয়, যে ব্রাহ্মণ সমাজপতিগণের অনুদার ব্যবহারে, ভারতবাসী মূর্দ্ধাবিসিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য, পারশব, উগ্র ও করণ এই ছয়টী অনুলোমজ জাতি। এবং সূতাদি চণ্ডালান্ত বিলোম জাত জাতি ছয়টী কোথায় গেল? এই দ্বাদশটী জাতির মধ্যে মাত্র ১০।২০টী চণ্ডাল, এবং বঙ্গদেশস্থ কয়েকটী অম্বষ্ঠ মাত্র দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু যে অম্বষ্ঠ জাতি, আদিশূর হইতে আরম্ভ করিয়া, দনৌজা মাধব (মধুসেন) পর্যান্ত একাদশজন নরপতি প্রায় তিন শত বৎসর কাল গৌড় দেশের শাসন দণ্ড পরিচালন করিয়া গিয়াছেন। এহেন ধর্ম্মিষ্ঠ জাতির যে কয়েকজন বর্ত্তমান দেখা যায়, তাহা নগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রিয় পাঠক! আপনি একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে, আপনার নিশ্চয়ই ধারণা হইবে যে, সমাজপতি ব্রাহ্মণগণের

বিষনয়নে পড়িয়া অসবর্ণাজ জাতি সমূহ সমূলে কায়স্থ জাতির পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। যদি আমাদের এ অনুমান ভ্রমাত্মক না হয়, তবে বঙ্গদেশীয় উচ্চশ্রেণীর কায়স্থগণ (কুলীনভিন্ন) মূর্দ্ধাবসিক্ত জাতি হইতে পারে।

যাহাহউক তর্কস্থলে স্বীকার করা গেল যে, ব্রাহ্মণাদি মূলবর্ণত্রয় ও অনুলোম, বিলোমজাত দ্বাদশ জাতীয় লোকই লিপিবৃত্তির অবলম্বনে কায়স্থ হইয়াছেন। অতঃপর দেখা যাউক উহাদিগকে বর্ণসংখ্যায় ধরা যায় কি না? নানাজাতীর ওতপ্রোত সংমিশ্রণে কায়স্থ জাতীর দেহ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সুতরাং কায়স্থ দ্বিজ না শূদ্র, এ প্রশ্ন করাই অসমীচিন। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, এস্থানের কোর্টের ক্লার্ক বা কেরাণীগণ কোন জাতী, তাহা হইলে যেমন সে কথার উত্তর একটা কথায় দেওয়া যায় না। তেমনই কায়স্থগণ শূদ্র কি দ্বিজ, এ প্রশ্নের উত্তরও এক কথায় দেওয়া অসাধ্য।

আমরা ইতিপূর্ব্বে শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, পৃথিবীতে যত জাতি আছে, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, ক্ষত্রিয়, মাহিষ্য ও বৈশ্য এই ছয় জন দ্বিজ ধর্ম্মা। অপর যত জাতি আছে, সমস্তই শূদ্রধর্ম্মা। তন্মধ্যে শূদ্রের লিপিবৃত্তি পাতিত্যকর নহে। কেবল দ্বিজগণের পক্ষেই লিপিবৃত্তি নিষিদ্ধ। অতএব দ্বিজ ষট্কের মধ্যে যাঁহারা স্বকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক লিপিবৃত্তি আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

"স্বকর্ম্মনাঞ্চত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ। ২৪।

(১০ অঃ। মনু।)

মনুর এই বচনানুসারে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাঁহারা স্বকর্ম্মত্যাগ নিবন্ধন বর্ণসঙ্কর শ্রেণীতে অবনমিত হইয়া, শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অর্থাৎ তুমি ব্রাহ্মণ অথচ ষটকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, লিপিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ, অতএব তুমি বর্ণসঙ্কর। তুমি বৈদ্য পরন্ত চিকিৎসা পরিত্যাগ করিয়া লিপিবৃত্তির আশ্রয়ে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছ। অতএব তুমিও বর্ণসঙ্কর শ্রেণীভুক্ত। এই প্রকার লিপিবৃত্তি মূর্দ্ধাবসিক্ত মাহিষ্যাদি জাতী স্ব স্ব পৈতৃক বৃত্তি পরিত্যাগ মাত্রেই বর্ণসঙ্কর হইয়া গেল। এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে আপন আপন জাতি হারাইয়া শূদ্রে পরিণত হইলেন। যথা—

"শৌচাশৌচং প্রকুর্ব্বীরণ্‌ শূদ্রবদ্বর্ণসঙ্করাঃ ॥

(আদিপুরাণ)।

"শূদ্রানাস্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেপধ্বংশজাঃ স্মৃতাঃ ॥

(মনু)।

যে সকর্ম্ম ত্যাগ করে সেই বর্ণসঙ্কর হয়, বর্ণশঙ্কর হইলে সে পূর্ব্বোক্ত আদিপুরাণ ও মনুসংহিতার বচনানুসারে, আপন জাতিতে থাকিতে পারে না। কাজেই "জাত হারালে কায়েত" জাতি হারাইয়া শূদ্র হইয়া যায়। তবে এক কথা এই আর্য্য কায়স্থগণ ঘোষ, বসু প্রভৃতির ন্যায় নিকৃষ্ট জন্ম শূদ্র নহে, তাঁহাদের এই শূদ্রত্বের নাম অতিদিষ্ট শূদ্রত্ব। অতএব কায়স্থ মাত্রেই সাধারণতঃ শূদ্রধর্ম্মা বটে। বহুদিন হইতে শাস্ত্রের কঠিন শাসনে আর্য্য কায়স্থগণও দ্বিজত্ব বিচ্যুত হইয়া, শূদ্রে পরিণত হইয়াছেন। তবে একটী প্রশ্ন আসিয়া মনে অশান্তি উৎপাদন করিতে পারে যে, পশ্চিমাঞ্চলে, সূর্য্যধ্বজ, অম্বষ্ঠ, শ্রীবাস্তব, ও লালা কায়স্থ নামক চারিশ্রেণীর উপবিতধারী কায়স্থ দৃষ্টিগোচর হয় কেন? হাঁ এ প্রশ্ন সত্য বটে, যেহেতু পশ্চিমদেশীয় পূর্ব্বোক্ত কায়স্থগণ, লিপিবৃত্তিক হইয়া শূদ্রে পরিণত

হইলেও, স্ব স্ব পৈতৃক আচার ব্যবহার একেবারে পরিত্যাগ করে নাই। আমাদের মতে সূর্য্যধ্বজ কায়স্থ মূর্দ্ধাবিসিক্ত জাতীর বিপরীণতি, এবং অম্বষ্ঠ কায়স্থ বৈদ্য জাতীর বিপরীণতি, শ্রীবাস্তব কায়স্থ মাহিষ্য জাতীর বিপরীণতি মাত্র। আর লালা কায়স্থ, ওত জানা আগুরী বা উগ্রজাতী, উহারা ক্ষত্র শূদ্র বপুর্ব্বক, শূদ্র মাতৃক উহাদের শূদ্রত্ব স্বতঃসিদ্ধ। যথা—

"লালা কায়স্থ জানা আগুরী জাতি।
বিবাহে পৈতা লয় ঘুম্‌সী তাহে কি ক্ষতি॥

(গোষ্ঠিকথা)।

কি বঙ্গদেশ কি পশ্চিমদেশ সর্ব্বত্রই কায়স্থ শূদ্র বটে। সূর্য্যধ্বজাদি পশ্চিম দেশীয় কায়স্থের গলে শ্বেত সূত্রলম্বমান থাকিলেও, সগোত্রা বিবাহরূপ অবেদ্য বেদন, ভাগিনেয় পুষ্য পুত্রগ্রহণ প্রভৃতি শূদ্রোচিত কার্য্য হইতে বিরত নহেন। আর যদি তাঁহারা দ্বিজধর্ম্মা থাকিতেন তবে সংস্কৃতের পঠন পাঠনে বারিত হইতেন না। এবং তাঁহাদের লিখন পঠনের জন্য দেশজাত কায়েতি নাগরীরও সৃষ্টি হইত না। অতএব কায়স্থগণ কেহই আর দ্বিজ নহেন, দ্বিজ কায়স্থগণও এখন অতিদিষ্ট শূদ্র, ঘোষ- বসু প্রভৃতির শূদ্রত্ব স্বতঃসিদ্ধ।

তৎপর বঙ্গদেশের কায়স্থদিগের শ্রেণীগত কোন ভেদাভেদ নাই। কে সূর্য্যধ্বজ প্রসুতি, কে অম্বষ্ঠ বংশপ্রভব, এবং কেইবা গোলাম কায়েত, তা আর বাছিয়া বাহির করার উপায় নাই। পরস্পর আদান প্রদান, আহার বিহার, দ্বারা তাঁহারা অষ্টধাতুর মতন এক হইয়া গিয়াছেন।

প্রিয় পাঠক! একমাত্র ভাষা দ্বারা মানুষের জাতি নিরূপণ

করা যাইতে পারে। যদি তাঁহারা শূদ্র না হইত, তবে সংস্কৃতের পঠন পাঠনে বারিত হইত না। কায়স্থকৃত কোন সংস্কৃতগ্রন্থ জগতে কেহ দেখিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। "ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ" শাস্ত্রের এ কঠোর শাসন আজিও ভারতবর্ষে বর্ত্তমান আছে। কাশীর সংস্কৃত কলেজে এখনতকও তদ্দেশীয় কোন কায়স্থ বালক প্রবেশাধিকার লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। পাঠকগণের দৃষ্টার্থে কায়স্থের ভাষায় অধিকার বিষয়ক একটী শাস্ত্র বচন উদ্ধৃত করা গেল। যথা—

"ত্রিবর্ণে স্থাপিতা বানী সংস্কৃতী স্বর্গদায়িনী।
শূদ্রেষু প্রাকৃতী ভাষা স্থাপিতা তেনধীমতা ॥ ২৯।

৩ অঃ। প্রতিসর্গ পর্ব্ব
ভবিষ্য পুরাণ।

আবার কমলাকর ভট্ট বলিতেছেন, (পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে) কায়স্থগণ দেশজাত লিপি লিখন করিবে কেন? তাহারা শূদ্র বলিয়াই কায়েতের জন্য কায়েতি নাগরীর উদ্ভাবন হইয়াছে।

প্রিয় পাঠক! বিশাল সাগর সম কায়স্থ জাতির ব্যক্তিগত সামাজিক মর্য্যাদা নিরূপণ করা অসাধ্য ও মর্ম্মন্তুদ। তবে কুল পঞ্জিকাদিতে কায়স্থ সমাজের শীর্ষস্থানীয় পঞ্চ কায়স্থের ব্যক্তিগত, যে সমস্ত পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার দুই চারিটী এস্থানে উদ্ধৃত করা গেল। ইহার সহিত তুলনা করিয়া, সমাজস্থ অন্যান্য কায়স্থগণের সামাজিক মর্য্যাদা অবগত হওয়া যাইতে পারিবে। যথা—

(অথাদিশূর প্রশংসা)।

"শ্রীমদ্রাজাদি শূরোহভবদ বনিপতি ধর্ম্মরাজো বদান্যঃ ;
সল্লোকঃ সদ্বিচারৈরদিতি সুতপতিঃ সর্ব্বথাসীত্তদানীং ॥
প্রতাপাদিত্যতপ্তোখিল তিমিররিপুস্তত্ত্ব বেত্তা মহাত্মা।
জিত্বাবুদ্ধান্ চকার স্বয়মপি নৃপতি গৌড়রাজ্যাম্বিরন্তান্ ॥

(অথ বীরসিংহং প্রতিলিপি প্রেরণং)।

"ভূপোহভূদ্ভবনে স্বচেষ্টিত পরঃসদ্বৃত্যা ভার্য্যান্বিতান্।
ভূদেবান্ বৃষভান্ বিচিত্রলিখনৈরামেত্তু কামস্বয়ং ॥
পত্রেণ প্রণয় প্রমোদ রচিতাং শ্রীবীরসিংহে লিপিং।
গৌড়াত্মা পতিরেব পুণ্য সুমতি দূতেন প্রস্থাপয়ৎ ॥

(শব্দকল্পদ্রুমধৃত। দঃ। রাঃ। ঘঃ। কারিকা।)

(অথ লিপি প্রকার)।

"সুকৃত সুকৃত সন্ধাঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থ দক্ষাঃ।
লপিত হত বিপক্ষাঃ স্বস্তিবাক্যাঃ শ্রুতিজ্ঞাঃ ॥
সুজিত সুগত বৃন্দে গৌড়রাজ্যে মদীয়ে।
দ্বিজ কুল বরজাতাঃ সানুকম্পাঃ প্রয়ন্তু ॥

(শব্দকল্পদ্রুমধৃত। দঃ। রাঃ। ঘঃ। কারিকা।)

"আজ্ঞাতা বিপ্রবর্য্যাঃ রুচিতরহৃদয়াঃ পঞ্চকোলাঙ্ক দেশাং।
সস্ত্রীকাঃ পুত্রযুক্তাঃ পরিজন সহিতাঃ সাগ্নয়ঃ কান্তিমন্তঃ ॥
ইত্থং শ্রুত্বাক্ষিতীশঃ সকল গুণযুতোহর্ব্বর্যাতিরিক্তো।
নানা বস্ত্রাদিদানৈ স্তমপি বহুধনৈ স্তোষয়া মাসভূতং ॥

"শ্রুত্বাগতং দ্বিজ বরৈরিতি বাদিশূরঃ।
মেনে স্বজন্ম সফলং ভূবি সার্থকঞ্চ ॥

তত্রাগতঃ ক্ষিতিপতি দ্বিজ দর্শনার্থং।
চিন্তাকুতো রণভৃতো বটবঃ কিমর্থং॥
আরোহ্য পঞ্চতুর গানসি বাণতূণ।
কোদণ্ড রম্য কবচাদি বিভূষিতাঙ্গাঃ॥
কোলাঞ্চতোদ্বিজবরাঃ মিলিতাহি গৌড়ে।
রাজাদিশূর পুরতোজ্জলদগ্নি তুল্যাঃ॥
অসি কবচ ধনূংসি প্রাশ্রয়ন্তোমহান্তঃ।
ক ইহ তুরগারূঢ়া অস্ত্র শস্ত্রৈব বক্তঃ॥
নহি ধরনি স্থরাণাং কিঞ্চিদাসাদা চিহ্নং।
কিমিতি কিমিতি কৃত্বাহগচ্ছদন্তপুরং সঃ॥

(বাচস্পতি মিশ্রকৃত, কুলরমা

"উষ্ণীষ কোদণ্ড শিলীমুখাদ্যোঃ পাশ্চাত্যবেশৈরভিভূষিতাস্তে।
শাখোপশাখা সমগ্রবেদাঃ কণ্ঠেষু তেষাং পরিতঃ স্ফুরন্তি॥

"চয়যানং সমারুহ্য চর্ম্মবেষ্টিত পাদুকাঃ।
সদারাশ্চ স পুত্রাশ্চ সগুণাশ্চ সমব্রতাঃ॥
অস্ত্র শস্ত্র ধনুর্যুক্তা বলিহোম পরায়ণাঃ।
পঞ্চ সূর্য্যোপমাঃ পঞ্চবিপ্রা গৌড়ে সমাগতাঃ॥

(বাচস্পতি মিশ্রকৃত, কুলরমা)

"ভট্ট নারায়ণো দক্ষোবেদ গর্ভোথ ছান্দড়ঃ।
অথ শ্রীহর্ষনামাচ কান্তকুব্জাৎ সমাগতাঃ॥

(সম্বন্ধনির্ণয়)

"শাণ্ডিল্য গোত্রজঃ শ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
দক্ষোহপি কাশ্যপ শ্রেষ্ঠো বাৎস্যশ্রেষ্ঠোপি ছান্দড়ঃ॥

ভরদ্বাজস্য গোত্রেচ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ।
বেদগর্ভোঽপি সাবর্ণে যথা বেদ ইতিস্মৃতঃ॥

(বাচস্পতি মিশ্রকৃত কুলরমা)

"কোলাঞ্চ দেশতঃ পঞ্চবিপ্রা জ্ঞান তপোযুতাঃ।
মহারাজাদিশূরেণ সমানীতাঃ সপত্নীকাঃ॥
ক্ষিতীশো মেধাতিথিশ্চ বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
সৌরভিঃ সচ ধর্ম্মাত্মা আগতা গৌড়মণ্ডলে॥

(হরিমিশ্র কারিকা)

"সাবর্ণ গোত্রে নির্দ্দিষ্টো বেদগর্ভো মুনিস্তথং।
তস্যদাসো মিত্রবংশ্যো বিশ্বামিত্রস্য গোত্রজঃ॥
"বাৎস্য গোত্রেষু বিখ্যাতো মুনিশ্ছান্দড় সংজ্ঞিতঃ।
মৌদ্‌গল্য গোত্রকোলস্ত পুরুষোত্তম সঞ্জকঃ॥
এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতা স্থিতবালয়ে॥

(বঙ্গজ ঘটকং রামানন্দকৃত, কুলদীপিকা)

"কে যূয়ং নাম কিংবা কথয়ত কুতনঃ স্বাগতাঃ কাপিদেশাৎ।
কোলাঞ্চাৎ পঞ্চ শূদ্রাবয়মিহ নৃপতেঃ কিঙ্করাভূ স্যাণাং॥
ধন্যা যূয়ং পৃথিব্যাং পরিচয় মখিলং বাতভো বিপ্রভক্তাঃ।
শ্রুত্বো চুবিপ্রবর্য্যাঃ সকল পরিচয়ং ভূপতেরস্তি চৈষাং॥

(দঃ। রাঃ। ঘটক কারিকা)

"নৃপতি সুকৃত সারঃ শ্রীয় বংশাবতারঃ।
প্রবল বল বিচারো বীরসিংহোস্তি বীরঃ॥

ঋষিবর সন্বিতাস্তে তুমি দেবান্ স শূদ্রান্।
পুনরপি মম গৌড়ে প্রাপয়ন্তং নিতান্তং॥
"মুদাগস্ত কামাঃ পুরা গৌড়দেশং।
সমাহার কোলাঞ্চ দেশং ক্ষিতীশং॥
নৃপাজ্ঞাঞ্চলব্ধা সদারাদি ভৃতাঃ।
মহা যোগীনাস্ত বভূবুঃ স শূদ্রাঃ॥

(অথাদিশূর সমীপে ব্রাহ্মণ প্রেরণং)

"মহারাজাদিশূরো মহাত্মা।
স্বয়াবীরসিংহস্তমেহস্ত্যাদি সথ্যং॥
"তবাজ্ঞানু সারাংহি প্রস্থাপয়ামি।
দ্বিজান্ পঞ্চ গোত্রান্ সদারাদিভৃত্যান্।

"অথ রাজ্ঞা ব্রাহ্মণানাং প্রসাত্মনং গোত্রনাম প্রপ্রচ্ছ।
সবিস্ময়া বৈগলবদ্ধবস্ত্রাভূপাদয়স্তে চরণায় বিন্দং॥
পবিত্র কীর্ত্তিং ভুবিত্বু মুয়াণাং শ্রুত্বাতুপেতুঃ সকলাঃ প্রণম্য।
ক্ষমধ্য মস্মৎকৃত্ত কাপরাধং মূঢ়াবয়ংতত্ত্ববিধৌ সতাং বঃ।
তো ক্রত বিপ্রাকিমুনাম গোত্রং ততশ্চ সর্ব্বেগর্দ্দিতুং প্রবৃতাঃ॥

{ শব্দকল্পদ্রুমধৃত
দঃ। রাঢ়ীয় ঘটক কারিকা।

"ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা কথয়ম্ নাম গোত্রকে।
কাশ্যপেচৈব গোত্রেচ দক্ষনামা মহামতিঃ॥
তস্য দাসো গৌতমস্ত গোত্রে দশরথ বসুঃ।
শাণ্ডিল্য গোত্র সম্ভুতো ভট্ট নারায়ণঃ কৃতিঃ॥

গৌকালিনশ্চ দাসোয়ং ঘোষ শ্রীমকরন্দকঃ।
ভরদ্বাজেষু বিখ্যাতঃ শ্রীহর্ষোমুনি সত্তমঃ॥
দাসস্তস্য বিরাটাখ্যো গুহকঃ কাশ্যপঃ স্মৃতঃ॥

{ বঙ্গজ ঘটক রামানন্দ শর্ম্মাকৃত।
কুলদীপিকা। কুলদীপিকা।

পাঠক! আমরা যে সকল কারিকা উদ্ধৃত করিলাম, উহা কায়স্থদিগেরই কুলপঞ্জিকাধৃত। ইহা ছাড়া কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ শূদ্রের বিবৃতি পূর্ণ আর কোন গ্রন্থই নাই। সুতরাং এই উক্তি সমূহের প্রামাণ্য ভিন্ন আমরা আর কাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি? কেবল এই সকল বচনেই যে আগত পঞ্চজনার ভৃত্যত্ব ও শূদ্রত্ব খ্যাপন করিতেছে তাহাও নহে? বঙ্গজ ঘটক রামানন্দ কৃত কুলদীপিকাতে স্পষ্টভাষায় লিখিত রহিয়াছে, আগত ভৃত্য সন্তানেরা নির্ব্বূঢ় শূদ্র। যথা—

"অথ বল্লাল ভূপশ্চ অম্বষ্ঠ কুলনন্দনঃ।
কুরুতেহতি প্রযত্নেন কুলশাস্ত্র নিরূপণং॥
আদিশূরানিতান্ বিপ্রান্ শূদ্রাংশ্চৈব তথা পরান্।
এতেষাং সন্ততীঃ সর্ব্বা আনয়ৎস নিজালয়ে॥
শূদ্রস্যাথচতস্রশ্চ নৃপেণ শ্রেণয় কৃতাঃ।
উত্তর দক্ষিণ রাঢ়োঢ় বঙ্গবারেন্দ্রকৌতৃথা॥

(কুলদীপিকা)

পাঠক! এত প্রমাণ সত্ত্বেও যে সকল সমাজ কণ্টকগণ এই

জাতির অশূদ্রত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্বের সনন্দ প্রদান করেন, তাঁহারা বিশুদ্ধ নির্লজ্জ ও আদি অকৃত্রিম অর্ব্বাচিন ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অতঃপর আমরা হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থানীয়, কতিপয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের ব্যক্তিগত মতামত, সংবাদ পত্রাদি হইতে উদ্ধৃত করিয়া কায়স্থের শূদ্রত্ব প্রতিপাদন করিব।

১। "সুপ্রসিদ্ধ হিতবাদী পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ৺কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ মহাশয়ের বিরুদ্ধে ৫০০ ধারার মোকদ্দমায়, মাননীয় বাবু চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়, এবং বাবু গোপালচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী এম্ এ, বিএল্ কায়স্থ মহাশয় যে সাক্ষ্য প্রদান করেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

"বাবু চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের জবানবন্দী, আমি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গালা অনুবাদক। আমি "আচমন" জানি, শূদ্র বলিয়া করি না, এবং করিতে পারি না।

২। "আমার নাম গোপালচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী আমি কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের এম্, এ, ও ফেলো। এবং এই আদালতের (হাইকোর্টের) একজন উকীল, পুনরায় জবানবন্দী, আমি শাস্ত্রগুলি পাঠ করিয়াছি, ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্যের সময় শূদ্রেরা শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিতে পারিত না। কিন্তু ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের শাসনকালে শূদ্রেরা ইহা পাঠ করে। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে দ্বিজাতিভিন্ন অপর কোন ব্যক্তিকে গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করা হইত না। ব্রাহ্মণ অধ্যাপক শূদ্র শিষ্যকে শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন না। কিন্তু এখন শূদ্রেরা ঐ কথা উচ্চারণ করিতে পারে, ঐ কথা উচ্চারণ করিলে কোনরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা নাই।

(হিতবাদী পত্রিকা। ২৯ শে জুন। ১৮৯৭।)

৩। কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণেরা ভৃত্য সহিত গৌড়ে আইসেন, ইহা পূর্ব্বেই প্রমাণ করা গিয়াছে। সংপ্রতি কান্যকুব্জাগত ভৃত্য সন্তানেরা আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন। তাঁহারা বিবেচনা করেন, এ দেশীয় আদিম অসভ্য জাতীয় ব্যক্তিগণই শূদ্র বলিয়া আখ্যাত। এই সংস্কার নিবন্ধনই, তাঁহারা আপনাদিগকে কখন ক্ষত্রিয়, কখন কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেন। যাহা হউক দক্ষিণ রাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র কায়স্থগণের কুলজীগ্রন্থে আগত ভৃত্যেরা শূদ্রজাতি ইহা লিখিত আছে। সংপ্রতি কলিকাতা হাইকোর্টে রাজকুমার লাল আপীলাণ্টের মোকদ্দমাতে কায়স্থগণের জাতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাতে কায়স্থগণ শূদ্রশ্রেণীর অন্তর্গত ইহা স্থির হইয়াছে।

গৌড়ে ব্রাহ্মণ ২৪১। ২৪২। পৃঃ
বাবু মহিমচন্দ্র মজুমদার বি, এল্।

৪। "রাজকুমার লাল আপীলাণ্টের মোকদ্দমায় হাইকোর্টের এই নজিরদ্বারা কায়স্থগণ শূদ্র বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছেন। ঐ মোকদ্দমায় বিহার অঞ্চলের কায়স্থগণ অর্থী প্রত্যর্থী ছিলেন। কথা হয়, ভাগিনেয়কে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলে তাহা কায়স্থের পক্ষে বৈধ হইবে কি না।

বাদী পক্ষের উকীল পণ্ডিত প্রাণনাথ সরস্বতী, শ্যামাচরণ সরকারের ব্যবস্থাদর্পণ ও কায়স্থ কৌস্তুভের বচন দর্শাইয়া বলেন, কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় ও অশূদ্র, সুতরাং এরূপ পোষ্য গ্রহণ সিদ্ধ নহে।

বিবাদী পক্ষের কায়স্থ জাতীয় উকীল বাবু গোপালচন্দ্র সরকার

শাস্ত্রী মহাশয় ব্যাস বচনাদি ও ব্যবহার দর্শাইয়া কায়স্থের শূদ্রত্ব প্রতিপাদন করেন। ঐ মোকদ্দমায় জজেরা তদানীন্তন অন্যতর জজ মাননীয় রমেশচন্দ্র মিত্রজ মহাশয়ের মত জানিতে চাহেন। তিনি নিজে কুলীন কায়স্থ হইয়াও স্পষ্টাক্ষরে কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

{ ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্ট কেলকাটা
সিরিজ। ১০ ভালুম। ও ৩৮পৃষ্ঠা।

৫। বঙ্গ দেশের কায়স্থগণ সৎশূদ্র ও প্রকৃত শূদ্র বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিয়া থাকেন। যাঁহারা আপনাদিগকে প্রকৃত শূদ্র বলিয়া জানেন, তাঁহারা আপনাদের নাম নির্দ্দেশ কালে জাতীয় উপাধির পূর্ব্বে "দাস" শব্দ সংযোগ করিয়া থাকেন।

{ সম্বন্ধ নির্ণয়, ১০৭ পৃষ্ঠা।
লালমোহন বিদ্যানিধি।

৬। শূদ্রেরায়ে সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেছেন, বিদ্যাসাগরই ইহার প্রধান উদ্‌যোগী। ইহার যত্নে আগ্রহাতিশয়েই শূদ্রগণের সংস্কৃত শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে।

{ বিদ্যাসাগর জীবনি। ৯০।৯১ পৃঃ।
শম্ভুচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

৭। "অতঃপর আমরা ১৩০৮ সনের ২৮ শে ভাদ্র তারিখের, হিতবাদী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রেরিত পত্র এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া, পাঠকগণের কৌতুহল চরিতার্থ করিব। কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া বাগবাজারে, জাতি সম্বন্ধে আন্দোলন হইতেছে। ঐবিষয় আমার কিছু বক্তব্য আছে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক উহা আপনার প্রসিদ্ধ পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন।

ক। শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় বলেন যে, কায়স্থ যাজী ব্রাহ্মণেরা সমাজে কিছুমাত্র নিন্দনীয় হন না। ইহা কি প্রকৃত? আমি স্বয়ং কুলীন কায়স্থ, আমি জানি যে কোন কোন ব্রাহ্মণ আমাদিগের পৌরোহিত্য করিতে স্বীকার করেন না। যে সকল ব্রাহ্মণ আমাদিগের যাজন করেন না। তাঁহারা যেন একটু উচুঁচালে চলেন। আমাদিগের পুরোহিতেরা যেন তাঁহাদিগের কাছে একটু সঙ্কুচিত বলিয়া বোধ হয়।

খ। "জাতি বিচার সভার সেক্রেটারী মিঃ এ, কে, রায় বৈদ্য বলিয়া মতিলাল ঘোষের রিপোর্টে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রতিবাদ সত্বেও এই উক্তির সংশোধন হয় নাই, বস্তুতঃ মিঃ রায় বৈদ্য নহেন, ব্রাহ্মণ।

গ। "মতি বাবু বলেন যে, কায়স্থ সমাজের কর্ত্তা কুলীনেরা, শোভা বাজারের রাজারা কুলীন নহেন, মৌলিক, সুতরাং তিনি কায়স্থ সমাজের কর্ত্তা নহেন। এসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে কুলীন কখনো সমাজের কর্ত্তা হইতে পারেনা। ব্রাহ্মণ সমাজের যেরূপ শুদ্ধ শ্রোত্রিয়েরা সমাজপতি, কায়স্থের মধ্যেও তেমন মৌলিকেরাই সমাজপতি হন। কেবল বঙ্গজ কায়স্থদিগের মধ্যে যাঁহারা যশোহর সমাজভুক্ত, তাঁহারা মৌলিকের সহিত আদান প্রদান করেন না বলিয়া, তাহাদের মধ্যে মৌলিকের সমাজ পতিত্ব নাই। তদ্ভিন্ন

অপর সকল সমাজেই সমাজপতি মৌলিক। সম্মৌলিক গোষ্ঠীপতিরাই আমাদের সমাজ পতি। এই নিয়মানুসারে শোভা বাজারের রাজ বংশ বহুদিন হইতেই আমাদের সমাজ পতি বলিয়া স্বীকৃত। সমাজে তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব মতি বাবু কিরূপে অস্বীকার করিবেন।

ঘ। "বৈদ্য ও কায়স্থে দলাদলি। দুইটী জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠতা শ্রেষ্ঠত্ব নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, দুইটী উপায় আছে। প্রথম তাহাদিগের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার। দ্বিতীয় অন্যান্য জাতির ঐ দুই জাতির উপরে ব্যবহার। আমরা এই উপায়ে বৈদ্য ও কায়স্থের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিব। মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ বলেন, তাঁহাদের বাড়ীতে প্রথমে ব্রাহ্মণেরা, তৎপরে বৈদ্যেরা এবং তৎপরে কায়স্থেরা মালা চন্দন পাইয়া থাকেন।

সুতরাং বৈদ্যেরা কায়স্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এটী মহারাজের ব্যক্তিগত মত নহে, শোভা বাজারের রাজ বাটীরই এই নিয়ম। সমাজপতি দিগের এই শাসন মানিতে আমরা কুলীন মাত্রেই বাধ্য। আর সেদিনকার সভায় কায়স্থ ব্যতিত আর কোন জাতিই কায়স্থের শ্রেষ্ঠত্ব সমর্থন করেন নাই। সুতরাং প্রকারান্তরে সে সভায় বৈদ্যের শ্রেষ্ঠত্বই স্বীকৃত হইয়াছে।

কায়স্থ জাতি চিরকালই শূদ্র বলিয়া পরিচিত। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ শব্দ কল্পদ্রুমে উদ্ধৃত ঘটক কারিকায় দেখাযায়, আদিশূরের সভায় আগত পাঁচজন কায়স্থ "কোলাঞ্চাৎপঞ্চ শূদ্রাবয় মিহ নৃপতেঃ কিঙ্করাভূস্মরানাং, এইরূপে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন। বঙ্গজ কায়স্থের—কুলপঞ্জিকাতে নিম্ন লিখিত শ্লোক গুলি দেখাযায়।

(অথ শূদ্রোৎপত্তিঃ)

অগ্নিপুরানোক্ত জাতিমালায়াং।

"আদৌ প্রজাপতের্জ্জাতা মুখাদ্বিপ্রাঃ সদারকাঃ, বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা ঊর্ব্বোর্বৈশ্যা বিজজ্ঞিরে। পাদাচ্ছূদ্রশ্চসম্ভূতঃ ত্রিবর্ণস্যচ সেবকঃ, দীমনাধাসূত তস্য প্রদীপস্তস্য প্রত্রকঃ। কায়স্থস্তস্যপুত্রোহভূৎ বভূবলিপিকারকঃ, কায়স্থ স্তত্রয়ঃপুত্রা বিখ্যাতা জগতীতলে। চিত্রগুপ্তো শ্চিত্রসেনো বিচিত্রশ্চতথৈবচ, চিত্রগুপ্তোগতঃ স্বর্গে বিচিত্রোনাগ সন্নিধৌ। চিত্রাসনঃ পৃথিব্যাং বৈইতিশূদ্রঃ প্রচক্ষতে॥

(অথ চিত্রসেনাদিসুতা)

"বসুর্ঘোষো গুহোমিত্রোদত্তঃ করণ এবচ।
মৃত্যুঞ্জয়শ্চ সপ্তৈতে চিত্রসেন সুতাভূবি।

(শব্দকল্পদ্রুমে, কায়স্থ শব্দ দ্রষ্টব্য)

ইহাদিগের বংশীয় হইয়া আমরা কিরূপে শূদ্রত্ব অস্বীকার করিয়া ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে পারি? আর এক কথা, শব্দ কল্পদ্রুম প্রণেতা স্বয়ং কায়স্থ ছিলেন, তিনিই ঐ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করিয়া যান। দ্বিতীয় সংস্করণ তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক শ্লোকগুলি দৃষ্ট হয় না। দ্বিতীয় সংস্করণে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক শ্লোকগুলি দেখাযায়, এমত স্থলে কায়স্থ বিদ্বেষী যদি কেহ বলেন যে, ঐ শ্লোকগুলি কৃত্রিম ও প্রক্ষিপ্ত, রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের মৃত্যুর পরে রচিত হইয়াছে, তবে তাঁহাকে আমরা কি উত্তর দিব?

সামাজিক রীতিতেও বৈদ্যেরই প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। কায়স্থ ও বৈদ্যকে কখনো একত্র ভোজন করিতে দেওয়া হয় না। নিমন্ত্রণ সভায়

ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের পরে কায়স্থের ভোজন হয়। কোন কোনও স্থানে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদিগকে একদিনে এবং কায়স্থদিগকে পরদিনে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়া থাকে।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু বৈদ্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু তাঁহাদের গ্রামেও এইরূপ নিয়মই প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে বৈদ্য ও কায়স্থে বিবাহ প্রচলিত আছে, অতএব ইহারা এক জাতি ঐ সকল স্থানে বৈদ্যে কায়স্থে ও শুঁড়িতে আদান প্রদান হয়, ইহা সত্য। ঐ সকল বৈদ্য আমাদের দেশের বৈদ্য সমাজের বহির্ভূত এবং ঐ দেশের বৈদ্য সমাজেও হেয়। পক্ষান্তরে ঐ সকল কায়স্থ বৈদ্যের সঙ্গে আদান প্রদান দ্বারা ঐ দেশে বিশেষ সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। ইহাতে কি তাঁহারা ও বৈদ্যেরই অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন না? আর যদি আদান প্রদান প্রচলিত আছে বলিয়াই একজাতি কহিতে হয়। তবে শুঁড়ির বেলা কি উপায় হইবে? পূর্ব্ববাঙ্গালায় হুকার বিচার বিশেষরূপ নাই। "হুক্না চাবার" কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন। সেদেশে ব্রাহ্মণেও শূদ্রের হুকা টানেন, আবার শূদ্রেও ব্রাহ্মণের হুকা টানেন। আবার হালীসহর, কাচড়াপাড়া ও বলাগড় প্রভৃতি যে সকল স্থানে হুকার খুব বিচার আছে, সে সকল স্থানে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য এক হুকায় চলে, অথচ তাঁহারা কায়স্থকে হুকা দেন না। গুরুদাস বাবু সেদিন সভায় একথা কহিয়াছিলেন, কিন্তু মতি বাবুর রিপোর্টে একথা প্রকাশিত হয় নাই। আমাদের মধ্যে শূদ্রের সকল লক্ষণই বর্ত্তমাণ। অথচ আমরা ক্ষত্রিয়ত্ব লাভের প্রয়াসী এটা যেন একটু কেমন কেমন লাগে। দ্বিজ মাত্রেরই সগোত্রা বিবাহ নিষিদ্ধ, শূদ্রের পক্ষে নহে, এই শাস্ত্রের বলে আমাদের মধ্যে সগোত্রা বিবাহ প্রচলিত আছে।

সত্য বটে, মৌলিকের মধ্যেই ঐরূপ বিবাহ চলে, কিন্তু কুলীনেরা কি সে বিবাহে উপস্থিত থাকিয়া মর্য্যাদা গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হন ? না, ঐ বিবাহে উৎপন্ন পুত্র কন্যার সহিত আদান প্রদান করিতে বিরত থাকেন।

দ্বিজজাতির ভাগিনেয় পোষ্য পুত্রগ্রহণ নিষিদ্ধ। আমরা কথায় কথায় যে পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থের দোহাই দিয়া থাকি, তাহাদের মধ্যেও সগোত্রা বিবাহ এবং ভাগিনেয়কে দত্তক রূপে গ্রহণ প্রচলিত আছে। ইহার উপর কিছু বলা শোভাপায় কি ? (ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্ট কেলকাটা থিরিজ ১০ভালুম ৬৬৮পৃষ্ঠা দেখ) আমাদের মধ্যে আত্মকলহ যথেষ্ট আছে, তাহা আর বাড়াইয়া দেশের অনিষ্ট করার প্রয়োজন কি ? আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা চিরকালই শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। বর্ত্তমান কালেও সার রমেশচন্দ্র মিত্র ও গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী এম্. এ, বিএল্ প্রভৃতি কায়স্থ সমাজের শিরোভূষণগণ শূদ্রত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত হন নাই। আর শূদ্র হইলেই অন্ত্যজ হয় না। রাজাযুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগের সহিত মান্য শূদ্রদিগেরও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল।

আমার বোধ হয় আমরাই সেই মান্য "শূদ্র" উপসংহারের বক্তব্য এই যে, বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যেরাই সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মণেরা রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির নাম করিয়া গর্ব্ব করিতে পারেন, বৈদ্যগণও চক্রপাণি দত্ত, ভরত মল্লিক, ও বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রভৃতির নাম করিতে পারেন। আমরা কাহার নাম করিতে পারি ? আমাদের গর্ব্ব করিতে হইলে, ইহাদিগেরই মুখের দিক তাকাইতে হয়। পতিত ভারতের অতিত গৌরবের কোন চিহ্নই নাই, আছে কেবল কয়েকখানি পুঁথি। সেই পুঁথি কয়েক খানি যাঁহারা এতদিন কালের করাল কবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন,

তাঁহারা স্বদেশ প্রেমিক ব্যক্তি মাত্রেরই ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার পাত্র। সে পাত্র ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য।

শ্রীশীতলাপ্রসাদ দাস ঘোষ।

প্রিয়পাঠক! এ প্রকার ভূরি ভূরি প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, প্রবন্ধের কলেবর অসম্ভব বৃদ্ধি হওয়াতে আর উদ্ধৃত করিলাম না। বোধ হয়, পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কায়স্থের মধ্যে ক্ষত্রিয়ত্ব মাত্রই নাই। অধিকন্তু উঁহারা স্বীকৃত শূদ্র ও ভৃত্য সন্তান বটে। অতএব হে প্রবঞ্চক চূড়ামণি তর্কচূড়ামণি! তোমার প্রিয় ভক্ত কায়স্থ গণের শূদ্রত্ব অখণ্ডনীয়। যদি তুমি আক্কেল বন্দা হও, তবে আর কখন একতর দ্বিজ বৈদ্যের সহিত, ভৃত্য সন্তানগণের তুলনা করিওনা।

অতঃপর আমরা নানা স্থান হইতে, হলধর প্রমুখ কুম্ভকারগণের, স্বচক্রে প্রস্তুত কয়েকটী শ্লোক পাঠকগণকে উপহার দিয়া, প্রবন্ধের এ অংশ পরিসমাপ্ত করিব।

১। "ব্রহ্মা পাদাংশতো জন্মচাতঃ কায়স্থ নামকং।
ককারং ব্রাহ্মণং বিদ্যাৎ আকারং নিত্যসংজ্ঞকং॥
আয়স্তু নিকটং জ্ঞেয়ং তত্র কয়োহি তিষ্ঠতি।
কায়স্থোতঃ সমাখ্যাতো মশীশংপ্রোক্ত বাংশ্চযং॥
কুশাসনাদি সকলং গ্রহিত্বামসুকোপরি।
অনুগচ্ছামি সততং ইতি চিন্তা মনাঃসদা॥
মসীশায়াদীক্ষিতায় ক্ষত্রবৈশ্যোপমায়চ।
অশূদ্রায়েতিবোঢ়ুং নদদাত্যো বাসনাদিকং॥

যথাদৃষ্টং লিখিতং।

(শব্দকল্পদ্রুমধৃত। আচার নির্ণয়তন্ত্র)

পাঠক! যদি কখন কায়স্থভ্রাতৃগণ সংস্কৃত শাস্ত্রে সুশিক্ষিত হন, তবে বুঝিতে পারিবেন হলধর কতদুর নির্লজ্জ, বিশ্বাস ঘাতক ও ধৃষ্ট ছিলেন। এবং কায়স্থ ভ্রাতৃগণকে কতদূর বোকা ভাবিতেন ও ঘৃণা করিতেন। আমরা জন সাধারণের গোচরার্থে, তাঁহার "কায়স্থ কৌস্তভ" স্থ কতিপয় বচন ও গ্রন্থ সমুহের নাম এবং কার্য্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

২। "কাম্বোজ দেশ হইতে পঞ্চজন বেদ বেত্তা ব্রাহ্মণ ও তাদৃশ পঞ্চ কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণানুষ্ঠান যজ্ঞ কারণে আগমন করেণ।

৩। গঙ্গানতোয়ং কনকং ন ধাতু তৃনংনদর্ভঃ পশবোনগাবঃ।
প্রজাপতেঃ কায় সমুদ্ভবাচ্চ কায়স্থ বর্ণানভবস্তিশূদ্রাঃ॥
(যম স্মৃতি)

"যম স্মৃতিতে প্রায় ১৪০০০ শ্লোক অতিবৃহৎ গ্রন্থ, ইহাকেই অনেকে দেশান্তরে মহাকাল সংহিতা বলেন। ইহা ক্ষুদ্র পুস্তক নহে ইহার বর্ণ ধর্ম্ম প্রকরণে ১২০ অধ্যায় ১৫২ শ্লোকে ঐ যে "কায়স্থ বর্ণা নভবস্তি শূদ্রা" লিখিত হইয়াছে।

৪। বহেবাশ্চ ক্ষত্রিয়াজাতাঃ কায়স্থা জগতীতলে।
চিত্রগুপ্তঃ স্থিতঃ স্বর্গে বিচিত্রোভূমিমণ্ডলে॥
চৈত্র রথঃ সুত তস্য যশস্বীকুলদীপকঃ।
ঋষিবংশ সমুদ্ভূতো গৌতমো নামসত্তমঃ॥
তস্য শিষ্যো মহাপ্রাজ্ঞঃ চিত্রকুটাচলাধিপঃ॥
(ইতিশঙ্করদিগ্বিজয়কল্পাঙ্গে)

৫। "ঐ বিষ্ণু বসু বংশজ ক্ষত্রিয় শ্রীমান্ মহারাজ দশরথ বসুমহাশয় রাজা আদিত্যসুরের যজ্ঞে যাজ্ঞিক হইয়া এই গৌড় দেশে আচার্য্য বেদাধ্যাপক গুরু সমভিব্যাহারে যজ্ঞ সমাপন করনান্তে ঐ গুরু বসু মহাশয়ের পরিচয় দিয়াছেন। যথা—

"বসুধাধিপচক্রবর্ত্তীনো বসুতুল্যা বসুবংশ সম্ভবাঃ।
বসুধা বিদিতা গুননিবৈঃ মিয়তং তেজস্বিনোভবন্তনঃ।
দশরথোবিদিতো জগতীতলে দশরথঃ প্রথিতঃ প্রথমকুলে।
দশদিশাং জয়িনাং যশসাজয়ী বিজয়তেবিভবৈঃ কুলসাগরে॥

(শাস্ত্রের নাম নাই)

৬। "বিরাট কায়স্থিত কায়স্থ ক্ষত্রিযকার প্রকাশ নামক এক ব্যক্তি বেদের আর্য্যা চ্ছন্দঃ ত্রেতাযোগে প্রকাশ করেণ আর্য্যাবর্ত্ত এই বর্ষের এক নাম বেদেও তন্ত্রে লিখিয়াছেন। যথা—

বিরাট কায়জবংশ কায়স্থইতি বৈস্মৃতঃ।
আর্য্যাচ্ছন্দঃ প্রকাশাত্তু আর্য্যাবর্ত্তঃ সমুচ্যতে॥

(মেরুতন্ত্র ১৯৯ পটল)

৭। "গৌড়েশ্বরোমহারাজো রাজসূয়মনুষ্ঠিতঃ।
তদর্থেপ্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তাদ্বিজা দশ॥

(কবিভট্ট শালীবাহন ধৃত)

৮। "নাম্নাত্বং চিত্রগুপ্তোসি মম কায়াদভূর্যতঃ।
তস্মাৎ কায়স্থ বিখ্যাতিলোকে তবভবিষ্যতি॥
কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়োবর্ণোনতুসূত্রঃ কদাচন।
অতো ভবেয়ুঃ সংস্কারাগর্ভধানা দিকাদশ॥

(বিজ্ঞানতন্ত্র)

আমরা মিথ্যার অনন্ত উৎস কায়স্থ কৌস্তভের কতিপয় স্থূল প্রদর্শন করিলাম। অতঃপর ষোলআনা মিথ্যা কায়স্থ কারিকা বা ধ্রুবানন্দী মিশ্র কারিকার নমুনা প্রদর্শন করিতেছি। এই গ্রন্থের কৃত্রিমত্বের প্রধান

চিহ্ন এই যে, এই গ্রন্থের প্রথমেই আছে, কায়স্থোৎপত্তিমাহ পদ্মে পাতাল খণ্ডে সূত উবাচ। যথা—

৯। "বিচিত্রোজগতাং হেতুর্ভগবাংশ্চ সদাশ্রয়ঃ।
তদ্ভবোপি বৈচিত্রং জগতঃ কৃতবান্ বিধিঃ॥
চিত্রোবিচিত্রোইতি তদ্বিজ্ঞপ্তৌতাবুভা বপি।
ধর্ম্মরাজস্য সচিবৌস্মৃষ্টৌতু তু বেধসা॥
অসত্যা দণ্ড নেতরৌনৃপনিতি বিচক্ষণৌ।
যথার্থ বাদিনৌ স্যাতাং শান্তি কর্ম্মনিতাবুভৌ॥
কায়স্থ সংজ্ঞয়া খ্যাতৌ সর্ব্বকায়স্থ পূর্ব্বিনৌ।
লেখন জ্ঞানবিধিনা মুখ্যকার্য্য পরায়নৌ॥
অস্মিন্ সংসারজলধৌ ষড়্বিধাঃ কায়বর্ত্তিনঃ।
তত্রস্থ কায়বিজ্ঞানাৎ কায়স্থমিহৈতয়োঃ॥

(যথাদৃষ্টং)

১০। গন্ধান্ তোয়ং কনকং ন ধাতুঃ।
তৃনং ন দুর্ব্বা পশবো ন গাবঃ।
প্রজাপতে কায় সমুদ্ভবাচ্চ,
কায়স্থ বর্ণা ন ভবন্তি শূদ্রাঃ॥

(ভবদেবভট্ট ধৃত, হারীত বচনং)

অতঃপর আমরা ফরিদপুরী আর্য্য কায়স্থ প্রতিভার গুণের পরিচয় দিব। ইনি কায়স্থ কৌস্তভের অধিকাংশ আবর্জ্জনা, অধ্যাহার করিয়াছেন। যথা

১১। "মুখতোহস্য দ্বিজাজাতা বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয় স্তথাঃ।
মহাভীমো মহাবাহুঃশ্যামঃ কমললোচনঃ॥

কম্বুগ্রীবো গূঢ়শিরাঃ পূর্ণচন্দ্র নিভাননঃ।
লেখনীচ্ছেদনী হস্তোমসীভাজন সংযুতঃ"॥
চিত্রগুপ্তেতিনাম্না বিখ্যাতো ভুবি ভবিষ্যসি।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেকার্থং ধর্ম্মরাজ পুরে সদা॥

{ ৬৮ পৃঃ, আর্য্যকায়স্থ প্রতিভাধৃত।)
{ পদ্মপুরাণ বচন॥

১২। "তচ্ছরীরাৎ মহাবাহুঃ শ্যামঃ কমললোচনঃ।
কম্বুগ্রীবো গূঢ়শিরাঃ পূর্ণচন্দ্র নিভাননঃ॥
লেখনীচ্ছেদনীহস্তো মশীভাজন সংযুতঃ॥

{ ৬৮ পৃঃ, আর্য্যকায়স্থ প্রতিভাধৃত)
{ ভবিষ্যপুরাণ বচন।

১৩। "চিত্রগুপ্ত কথাংদ্দিব্যাং কায়স্থোৎপত্তি সংজ্ঞকং।
ভক্তিযুক্তেন মনসা যে শৃন্বন্তি নরোত্তমাঃ॥

{ ৮৬ পৃ, আর্য্যকায়স্থ প্রতিভাধৃত)
{ গ্রন্থের নাম নাই।

১৪। "ক্ষত্রিয়ঃ সর্ব্বভূতানাং কায়স্থো বর্ম্ম সজ্ঞকঃ।
গায়ত্র্যা শ্চত্রিপাদেপি অধিকারী পুনঃ পুনঃ॥

{ (১২২ পৃঃ। আর্য্যকায়স্থপ্রতিভাধৃত)
{ বৃঃ নারদীয়পুরানং।

১৫। "উপনীত ক্ষত্রিয়াশ্চ দ্বাদশাহেন শুধ্যতি॥
মাসেনানু পবীতশ্চ ক্ষত্রিয়ঃ শুধ্যতি তথা॥

{ ১৫৩ পৃঃ। আর্য্যকায়স্থ প্রতিভাধৃত
{ শাস্ত্রের নাম নাই।

১৬। "গোযানে নাগতা বিপ্রা অশ্বে ঘোষাদয় স্ত্রঃ।
গজেন্দ্রে কুলশ্রেষ্ঠ নরযানে গুহঃ সুধীঃ॥

{ বিশ্বকোষধৃত, দক্ষিণ রাঢ়ীয়
ঘটক কারিকা। বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু।

প্রিয় পাঠক! উদ্ধৃত স্থান সমূহের একটী একটী করিয়া পদার্থ নির্ণয় করুণ? তাহা হইলেই, হলধরের সাধুতার পরিচয় পাইবেন। এবং যাঁহাদের রুধির সাহায্যে এই সুধাভাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে তাঁহা-দেরও তাৎকালিক শাস্ত্রজ্ঞান গরিমার পরিচয় পাইবেন। যে সমস্ত সুশিক্ষিত মহাত্মাগণ, এই সকল মিথ্যা শাস্ত্রবচন লোক লোচনের বিষয়ীভূত করাইতেছেন, তাঁহাদের গুণের যোগ্য পুরস্কার পাঠকগণ দিবেন। ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

১। "কায়স্থ ভ্রাতাগণ যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতি-পাদনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, সে সমস্তই কৃত্রিম বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। দেখুন এই আচার নির্ণয় তন্ত্র সম্বন্ধে একজন অধীয়ান কায়স্থভ্রাতা, কিপ্রকার উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন। যথা, আচারনির্ণয় তন্ত্রের রচনাপ্রণালী ও বিবরণাদি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে, উহা যে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে, আধুনীক সময় বিরচিত হইয়াছে, তাহা জানিতে পারা যায়। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর যে হস্তলিপি দেখিয়া শব্দকল্পদ্রুমে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, সেই হস্তলিপি খানি এখনও তাঁহার বাটিতে আছে। উহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ৭০ টী শ্লোক আছে। এবং উহার লিপি দেখিলে, শতাধিক বর্ষের অধিক প্রাচিন বলিয়া বোধ হয় না।

বিশেষতঃ তন্ত্রসার, মহাসিদ্ধি সারস্বত, আগম তত্ত্ববিলাস, বারাহি তন্ত্র, ও রুদ্র যামল তন্ত্রে প্রায় ৫০।৬০ খানি বিভিন্ন তন্ত্রের উল্লেখ আছে।

উক্ত কোন গ্রন্থে আচার নির্ণয় তন্ত্রের উল্লেখ নাই। আচার নির্ণয় তন্ত্র যদি প্রাচীন তন্ত্র হইত তাহা হইলে, অবশ্যই কোন মহাতন্ত্রে অথবা সংগ্রহ গ্রন্থে ইহার উল্লেখ থাকিত, কিন্তু কোথাও উল্লেখ নাই। সুতরাং এই আচারনির্ণয় তন্ত্রোক্ত বিষয়, প্রাচীন বিবরণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারেনা।

৫৭৯ পৃষ্ঠা, বিশ্বকোষ।
বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু।

২। "কায়স্থগণের কুল পঞ্জিকা সমূহে দেখা যায়, উহারা কোলাঞ্চল হইতে (কান্যকুব্জ) গৌড়ে আইসেন। লোক পরম্পরাগত জ্ঞানে এক পঞ্চম বর্ষীয় বালকেও ভালরূপ জানে। অথচ নির্লজ্জ হলধর উহাদিগকে কোলাঞ্চলের বদলে আফগানীস্থানী কম্বোজদেশী ম্লেচ্ছ বানাইয়াছেন।

৩। "এস্থলে যম স্মৃতির উল্লেখ করাইয়াছেন, আবার মিশ্র কারিকায় ইহা ভবদেব ভট্টের সম্পত্তি বলিয়া উক্ত আছে। (প্রবন্ধের ১০নং দেখ) এবং বলা হইয়াছে যমস্মৃতিতে ১৪০০০ শ্লোক, ইহার অন্য নাম মহাকাল সংহিতা ইহার বর্ণ ধর্ম্মপ্রকরণে ১২০ অধ্যায় ১৫২ শ্লোকে গঙ্গানতোয়ং শ্লোকটী আছে। পাঠক! মুদ্রিত যমস্মৃতি অতি ক্ষুদ্রগ্রন্থ, ইহাতে কোন অধ্যায়ই নাই, বর্ণধর্ম্ম প্রকরণ ত দূরের কথা, আদি অন্তে মোট শ্লোক সংখ্যা ৭৮টী। ১৪০০০ হাজার শ্লোকের মধ্যে আরসব বাদগেল, ৭৮টী মাত্র বাকী রহিল, আবার সে কথা ছাপের গ্রন্থকার মুখেও আনিলেন না, ইহা কি কোনব্যক্তি বিশ্বাস করিতে পারে? দেখুন একজন কায়স্থ ভ্রাতা এবিষয়ে কি মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন।

কোন কোন গ্রন্থকার (কায়স্থ কৌস্তুভ) এই বচনটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। গঙ্গানত্তোয়ং এই বচনটী কেহ যমস্মৃতির, কেহ মহাকাল সংহিতার আবার কেহ ভবদেব ভট্ট ধৃত হারিতের বচন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের কোন পুস্তকে ঐ বচনটীর নিদর্শন পাইলাম না। সুতরাং কাহারো স্ব কপোল কল্পিত বলিয়াই বোধ হয়।

{ ৫৬৮ পৃঃ, দ্বিতীয় কলম, বিশ্বকোষ,
বাবু নগেন্দ্র নাথ বসু।

৪। "এস্থলে শঙ্কর দিগ্বিজয় কল্পাঙ্গের নাম করা হইয়াছে। আবার শব্দকল্পদ্রুমের ২য় ও নাগরাক্ষর সংস্করণে, আপস্তম্ব শাখা হইতে এই বচন কয়েকটী উদ্ধৃত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস শব্দ-কল্পদ্রুম কর্ত্তা কল্পাঙ্গের নামে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া, বিশ্বাসযোগ্য আপস্তম্ব শাখার নাম লইয়াছেন। মিথ্যার মিল হইবে কেন? দেখুন নগেন্দ্র বাবু কি বলিতেছে। উক্ত প্রমাণগুলি আপস্তম্ব শাখা,অথবা আপস্তম্ব সূত্র, আপস্তম্বগৃহসূত্র; আপস্তম্ব গৃহ্য প্রয়োগ, আপস্তম্ব সংহিতা, আপস্তম্ব প্রয়োগ, আপস্তম্ব সূত্র, এতদ্ভিন্ন বিশ্বেশ্বর ভট্ট বিরচিত আপস্তম্ব পদ্ধতি, গঙ্গাভট্ট বিরচিত আপস্তম্ব প্রয়োগ সার, সুদর্শন রচিত আপস্তম্ব সূত্র সংগ্রহ, লঘু আপস্তম্ব প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া গেল না।· ঐ কয়েকটী শ্লোকের মৌলিকত্বে সন্দেহ রহিল।

{ ৫৭০ পৃষ্ঠা, বিশ্বকোষ।
নগেন্দ্র নাথ বসু।

৫। এস্থলে বলা হইয়াছে, কান্তকুব্জাগত ভৃত্য (তস্য দাস গৌতমস্য গোত্রে দশরথঃ বসুঃ) দশরথ বসু "মহারাজ" ছিলেন

বেদাধ্যায়ী ছিলেন ও তিনি বিষ্ণু বসু বংশজ। আছে এ অসংলগ্ন প্রলাপের কোন যুক্তি সুক্তি? এখানে তাম্রিতার মহর চিরপরিচিত ভৃত্য দশরথকে, "বসুধাধিপ চক্রবর্ত্তী" বিশেষণে বিশেষিত করিতে ও পিশাচ প্রকৃতি হলধরের কুণ্ঠা বোধ হইলনা। হা ভগবান্ ব্রাহ্মণ কুলেও এমন আত্মসম্মান বিবর্জ্জিত রুধির লোলুপ জীব থাকিতে পারে? একজন ভৃত্য আসিয়াছিল অধ্যর্যু বা অন্তেবাসী হইয়া, সে আবার বেদজ্ঞ, ছি, ছি, ছি হলধর! তোমার প্রেতাত্মা শান্তিলাভ করুক! এই কয়েকটী শ্লোক কৃত্রিম ধ্রুবানন্দী মিশ্রকারিকাতেও বর্ত্তমান রহিয়াছে, সুতরাং সে আবর্জ্জনা রাশিও হলধরের কোন জানিত লোকে অনৃত নিষ্যন্দিনী লেখনী হইতে বিনির্গত। অথবা স্বয়মেব।

৬। "এস্থলে বলা হইয়াছে, বিরাট কায়স্থিত কায়স্থ ক্ষত্রিয় কায়প্রকাশ নামক একব্যক্তি বেদের আর্য্যাছন্দঃ ত্রেতা যুগে প্রকাশ করণ, এই বর্ণের একনাম বেদে লিখিয়াছেন। ইহার প্রমাণ হইল, সেই কল্যকার মেরুতন্ত্রের ১৯৯ পটল। হে ধরিত্রি! তুমি দ্বিধা হও আমরা তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া কর্ণকুহর শীতল করি। যে বেদ ব্রাহ্মণ ভিন্ন কেহ স্পর্শ করিতেও অধিকারী ছিলনা। এ হেন বেদের আর্য্যাচ্ছন্দঃ করিয়াছিল সেই তম্রিতার মহরাণাং ভৃত্য সন্তানানাং! দেখুন একজন স্বাধীনচেতা কায়স্থ ভ্রাতা কি বলিতেছেন?

"কায়স্থ জাতি লইয়া যাহারা বহুদিন হইতে বাদানুবাদ এবং স্বপক্ষে ও বিপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছেন। তাঁহাদের গ্রন্থেও এই কয়েকটী অমূলক বচন দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত বচনদ্বারা কেহ কেহ কায়স্থ জাতিকে বেদের আর্য্যাচ্ছন্দঃ প্রকাশক বিরাটকায় সম্ভূত বংশ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। কিন্তু মূল মেরুতন্ত্রের

কোন স্থলে এরূপ অসঙ্গত উক্তি নাই। উক্ত শ্লোক রচয়িতা বোধ হয় কোনকালে মেরুতন্ত্র দেখেন নাই (দেখিলে "১৯৯ পটলে" লিখিতেন না। মেরুতন্ত্রে পটলের পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্রই "প্রকাশ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

{ ৫৭৯ পৃষ্ঠা, বিশ্বকোষ।
নগেন্দ্রবাবু।

৭। "এস্থলে বলা হইয়াছে, প্রোক্ত শ্লোক কবিভট্ট শালীবাহন ধৃত, আবার ধ্রুবানন্দী মিশ্রকারিকায়, উহা ধ্রুবানন্দের সম্পত্তি বলিয়া দাবিকৃত। বঙ্গীয় সমাজ গ্রন্থপ্রণেতা সতীশবাবু ও বঙ্গজ কায়স্থ প্রণেতা জানকীনাথ মিত্র এবং কায়স্থ তত্ত্ব প্রণেতা কালীপ্রসন্ন সরকার ইহা "মড়ভট্টা" নামক গ্রন্থের বচন বলিয়া ফতুয়া দিয়াছেন। (বঙ্গীয় সমাজ গ্রন্থের ২৪ পৃষ্ঠা দেখ) সতীশবাবু একজন এম্, এ, বিএল হইয়াও "মড়ভট্টা" নামক শাস্ত্র গ্রন্থের সত্তায় আস্থা স্থাপন করিলেন? বঙ্গদেশ! তোমার কি দুর্ভাগ্য? আর এই দশদ্বিজের কথা এতকাল কেহ অবগত ছিলেন না। কুল পঞ্জিকাদিতে সর্ব্বত্রই, পঞ্চদ্বিজ ও পঞ্চভৃত্যের কথা উল্লিখিত আছে।

"তৈলবট পদলেহী হলধর, অনুস্বার বিসর্গের মা বাপ, তাৎকালিক কায়স্থ ব্রাহ্মণগণকে যাহা তাহা লিখিয়া দিয়া তৈলবট আদায় করিয়াছেন। যাঁহারা এই মিথ্যার অনন্ত উৎস লোক সমাজে প্রচার করিয়া, ক্ষত্রিয়ত্বের প্রয়াসী হইয়াছেন; তাঁহাদের বিকৃত চেষ্টা অবলোকন করিয়া, স্বতঃই মনে হয়, ধিক্ত্বাং ধিক্তান্ ধিগেতান্ অশরম ভরমান্ হৃত্ত পিত্ত বিহীনান্॥

৮। "এস্থলে বিজ্ঞান তন্ত্রের নাম করা হইয়াছে, এ বিজ্ঞান তন্ত্র

ভট্টপল্লীর অর্বাচিন ভিন্ন আর কিছুই নহে, পারিবে কেহ বিজ্ঞানতন্ত্রে এরূপ শ্লোক দেখাইতে, যদি পার, তবে আমরাও কর্ণাট রাজপ্রিয়ার স্থায় তোমাদের বামচরণ মাথায় ধারণ করিব। পাঠক! দেখুন একজন কায়স্থ ভ্রাতা এ সম্বন্ধে কি মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। যথা—

আবার কেহ কেহ বিজ্ঞান তন্ত্রের নাম দিয়া এই বচনগুলি রচনা করিয়াছেন। মেরুতন্ত্রের ন্যায়, বিজ্ঞানতন্ত্র নামধেয় শ্লোকগুলিও এখনকার হাতগড়া বলিয়া বোধ হয়, বিজ্ঞানতন্ত্র, বিজ্ঞান ললিততন্ত্র; বিজ্ঞান ভৈরব তন্ত্র, এবং শিবস্বামী বিরচিত বিজ্ঞান ভৈরবোদ্দ্যোত সংগ্রহ প্রভৃতি বিজ্ঞান নামধেয় গ্রন্থে ঐ শ্লোকগুলির নিদর্শন পাওয়া গেল না।

৫৭৯ পৃষ্ঠা বিশ্বকোষ।
বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু।

৯। "এস্থলে পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ডের নাম করা হইয়াছে, ১০নং স্থলে ভবদেব ভট্টধৃত হারিত বচনের নামকরা হইয়াছে, ১১।১২ নং স্থলেও পদ্ম পুরানের দোহাই দেওয়া হইয়াছে, এবং ১৩ নং স্থলে গ্রন্থের নাম নাই, কিন্তু চিত্রগুপ্ত কথা বলিয়া উল্লেখ আছে। প্রকৃত পক্ষে প্রোক্ত কোন গ্রন্থে এপ্রকার অসঙ্গত বচন দেখিতে পাওয়া যায় না। তৎপর কথা হইতেছে, এই তোমরা যে কায়স্থকে ২।৩ বার জন্মাইলে, তাহার একবার শূদ্ররূপে ব্রহ্মপাদাংশ হইতে। অন্য দুইবার (লেখনী মসীসনাথ) ব্রহ্মাকায় হইতে। অপর একবার কুশাসন মস্তকে ব্রহ্মপাদপদ্ম হইতে। কিন্তু যে ক্ষত্রিয় সে কেন লেখনী লইয়া জন্মিল? ভারতীয়, ধনুক, ঢাল, তরওয়াল কই! "ভাই হুশিয়ার কারিকর, এবার লেখনী, মসী, গদা, পদ্ম, শেল শূলাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া, (বঙ্গবাসীর ছবিটীর মতন) শস্ত্র শাস্ত্রে বিভূষিত

করিয়া কায়স্থের জননক্রিয়া বা জাতকর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন। ধন্য কায়েতি বুদ্ধি! ফলতঃ ইহা যে ষোল আনা মিথ্যা, তাহা প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিই অবনত কন্ধরে স্বীকার করিবেন। কিন্তু আমরা ইহার একটী কথায় নারাজ, চিত্রগুপ্ত নামে কেহ ছিল বা আছে, ইহা আমরা জানি না, হিন্দুর কোন শাস্ত্রেও এ কথার প্রমাণ দেয় না। শিক্ষিত কায়স্থ ভ্রাতাগণ কি বিশ্বাস করেন যে, পারলৌকিক যম আছে, তার একজন কায়স্থ মুহুরী আছে, সে যমের খাতা লিখে এবং সেই চিত্রগুপ্তই বর্ত্তমান কায়স্থ কুলের জনয়িতা বা সোদ্দর নানা। অবশ্য শাস্ত্র চতুর্দ্দশ যমের লেখা দিতে যাইয়া, চিত্রগুপ্তের কথাও বলিয়াছেন, কিন্তু সে যম ও সে চিত্রগুপ্ত একই ব্যক্তি প্রভূভৃত্য নহে। যথা—

যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্ত কায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূত ক্ষয়ায় চ।
ঔড়ম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্র গুপ্তায় বৈনমঃ॥

(ভাবিষ্য পূরাণ)

প্রিয় পাঠক! চিত্রগুপ্ত কথা নামক গ্রন্থ সম্বন্ধে অধীয়ান কায়স্থ, বাবু নগেন্দ্র নাথ বসুজ মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তৎসমস্ত এস্থানে উদ্ধৃত করা গেল। যথা—

"চিত্রগুপ্ত কথা" নামে তিনখানি হস্তলিপি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ঐ তিনখানি হস্তলিপির প্রথম আরম্ভ দুই শ্লোক ব্যতীত আর প্রায় সকল শ্লোকে ঐক্য আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐ তিন পুঁথির বর্ণনার বিষয় এক এবং শ্লোকে শ্লোকে মিল হইলেও প্রথম হস্তলিপির শেষে "ইতি ভবিষ্যোত্তর পুরাণে চিত্রগুপ্ত কথা" দ্বিতীয় হস্ত লিপিতে "ইতি পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে চিত্রগুপ্ত কথা" এবং তৃতীয়

হস্তলিপির সমাপ্তি পুষ্পিকায় "ইতি বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে চিত্রগুপ্ত কথা" এইরূপ লিখিত আছে। প্রথম শ্লোক দুইটী ব্যতিত অপর শ্লোকগুলি বাচস্পত্য অবিধানে এবং শব্দ কল্পদ্রুমের দ্বিতীয় ও নাগরাক্ষর সংস্করণে, ভবিষ্য পুরাণীয় বচন বলিয়া প্রায় অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পদ্মোত্তর খণ্ড, ভবিষ্য, ভবিষ্যোত্তর ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর এই চারিখানি ও বিভিন্ন স্থানের চারি পাঁচখানি মূল হস্তলিপি দেখা হইল। কিন্তু কোন মূল গ্রন্থেই উক্ত চিত্রগুপ্ত কথা ও ইহার শ্লোকগুলির নিদর্শন পাওয়াগেল না। আজকাল যেমন রাধা হৃদয়, কালহস্তি মাহাত্ম্য, শ্রীরঙ্গ মাহাত্ম্য প্রভৃতি আধুনিক গ্রন্থ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও সেগুলি মূল ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অন্তর্গত নয়। সেইরূপ উক্ত চিত্রগুপ্ত কথা বিভিন্ন পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া পরিচিত হইলেও উহা যে মূল পুরাণ রচিত হইবার বহুকাল পরে লিখিত এবং মূল পুরাণের অন্তর্গত নয় তাহা স্থির। নারদীয় পুরাণের পূর্ব্বভাগে পদ্ম, ভবিষ্য, ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের বর্ণিত বিষয়ের অনুক্রমণিকা দেওয়া হইয়াছে। তাহাতেও ঐ সকল পুরাণ মধ্যে যে চিত্রগুপ্ত ব্রত কথা আছে, এমন কোন কথা নাই। সুতরাং এরূপ হস্তলিপির উপর নির্ভর করিয়া প্রাচীন কায়স্থ জাতির প্রকৃত তত্ত্বনির্ণিত হইতে পারে না।

{ ৫৭১ পৃষ্ঠা, বিশ্বকোষ,
প্রথম কল্প।

১৪। "এস্থলে বৃহন্নারদীয় পুরাণের নাম করা হইয়াছে। এবং বলা হইয়াছে যে পৃথিবির কায়স্থগণ বর্ম্মসংজ্ঞক ক্ষত্রিয় ও ইহাদের ত্রিপাদ গায়ত্রিতে অধিকার আছে। ১৫ নং স্থলে বলা হইয়াছে যে যাহারা উপনীত ক্ষত্রিয় তাহারা দ্বাদশদিনে শুদ্ধ হইবে, আর

যাঁহারা অনুপবীতী ক্ষত্রিয় তাহারা এক মাসে শুদ্ধ হইবে। আছে এ অসম্বদ্ধ প্রলাপ উক্তির কোন্ যুক্তি। কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় তাহার প্রমাণ কি? নারদীয় পুরাণে এপ্রকার প্রলাপোক্তি আদবেই নাই। কায়স্থ যে ব্রহ্মসংজ্ঞা বিশিষ্ট ক্ষত্রিয়, তাহাও ফরিদপুরী জীব ধ্রুবানন্দ ছাড়া কেহ অবগত নহে। কুল পঞ্জিকাদিতে যাঁহাদিগকে একবাক্যে ভৃত্য সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতেছে। নির্লজ্জ ত্রলধর তাহাদের ত্রিপাদ গায়ত্রিতে অধিকার দান করিতেও কুণ্ঠিত হইল না তৎপর ১৫ নং স্থলে কোন শাস্ত্রের বচন তাহাও উল্লেখ নাই। যদি কেহ ঐ দুই প্রকার অর্থাৎ উপবীতী ও অনুপবীতী এই দুই প্রকার ক্ষত্রি'য়র অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতে পারেন, তবে তাঁহাকে বঙ্গরাজ্যের অর্দ্ধাংশ ও রাজকন্যা পুরষ্কার দেওয়া যাইবে। রজত মুদ্রা ঝনাৎকার, জলধরের মনুষ্যত্ব একেবারে অপহরণ করিয়াছে। তাই যাহা তাহা লিখিয়া দিয়া, বোবাধন জীবদিগকে ঠকাইয়া, প্রেতাত্মার রুধির পিপাসা শান্তি করিয়াছেন।

১৬। "এস্থলে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কারিকার বচন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এ বচনটীও অভাব পদার্থ বলিয়া মনে হয়। যেহেতু প্রোক্ত ঘটক কারিকায় এ প্রকার উক্তি আদবেই নাই। ঘটক কারিকায় যাঁহাদিগকে একবাক্যে ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছে সেই ঘটক কারিকাতে এ প্রকার অসঙ্গত উক্তি কিছুতেই থাকিতে পারে না। আমরা যে নগেন্দ্র বাবুর দোহাই দিয়া প্রবন্ধের অনেক স্থলে উদ্ধার পাইয়াছি। এই বচনটী সেই নগেন্দ্র বাবু সম্পাদিত বিশ্বকোষ ধৃত বচন বটে। কাজেই আমরা ক্ষুব্ধ হৃদয়ে বলিতে বাধ্য যে, মহাত্মা নগেন্দ্রনাথ বাবু এই মিথ্যা বচন বিশ্বকোষে স্থান দিয়া, পবিত্র শব্দকোষখানিকে কলঙ্কিত করিয়াছেন। বিশ্বকোষ ধৃত এই

সংনটীও ঘটক কারিকায় উল্লিখিত আগত পঞ্চভৃত্যের বর্ণনা সূচক কয়েকটী একত্র করিয়া আলোচনা করিলে, উভয় বচনের রচনা প্রণালী দেখিয়া, পঞ্চম বৎসরের বালকেও এ বচনটীর কৃত্রিমত্ব অনুভব করিতে পারিবে। যথা

১। গোযানে নাগতা বিপ্রা অশ্বে গোযাদয় শ্রয়ঃ
গবো দত্তঃ কুলশ্রেষ্ঠো নরযানে গুহঃ সুধীঃ।

{ বিশ্বকোষধৃত, দক্ষিণ রাঢ়ীয় ঘটককারিকা।

২। কেয়ূরংনাম কিংবা কথয়তকৃতিনঃ স্বাগতাঃ কাপি দোলং।
কোলাঞ্চাৎপঞ্চশূদ্রাবয়মিহ নৃপতেঃ কিঙ্করাভূসুরাণাং॥
ধন্যায়ুয়ংপৃথিব্যাং পরিচয়মখিলং জ্ঞাতভোবিপ্রভক্তাঃ।
এতেষোচূর্বি প্রবর্য্যাঃ সকল পরিচয়ং ভূপতৈরাস্তিচৈষাং॥
(দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকা)

৩। যজ্ঞার্থং ব্রাহ্মণাঃ পঞ্চ তথা কায়স্থপঞ্চকাঃ।
ভূপালে ন সমানীতা দেশাৎকোলাঞ্চসংজ্ঞকাৎ॥
(ফরিদপুরীমিশ্রকারিকা, ১২ পৃষ্ঠা)

বঙ্গেশ্বর মহারাজঃ পুত্রোষ্টীং সমনুষ্ঠিতং।
তদর্থ প্রেরিতাজজ্ঞে উপযুক্তবিজাদশ॥
গজাশ্বনরযানেষু প্রধানা অভিসংস্থিতাঃ।
গোযানারোহিণোবিপ্রাঃ পত্তিবেশ সমন্বিতা॥

{ কৃত্রিম ফরিদপুরী।
মিশ্রকারিকাং ২১ পৃষ্ঠা

প্রোক্ত তিনটী স্থান লইয়া আলোচনা করিলে, প্রত্যেক অধীয়ান ব্যক্তিই বুঝিতে পারিবেন যে, এই তিন নম্বর বচন এক কারিকরের গড়া

নহে। ২ নম্বর শ্লোকটীর রচনা প্রণালী ও ভাষার মাধুর্য্যের, বোধ হয় উহা কোন উচ্চ শ্রেণীর কবি কর্ত্তৃক বিরচিত। অপর ১নং ও ৩নং শ্লোক কয়েকটীর রচনা প্রণালী, ভাষা ও বর্ণিত বিষয় প্রায় একই প্রকার। সুতরাং আমরা চক্ষুলজ্জার মাথা খাইয়া, বলিতে বাধ্য যে, ১নং ও ৩নং শ্লোক কয়েকটী কৃত্রিম ধ্রুবানন্দ মিশ্রকারিকার বচন। তবে কথা এই যে, নগেন্দ্র বাবুর ন্যায় একজন প্রধান ব্যক্তি স্বজাতির খাতিরে এই মিথ্যা বচন সমূহ বিশ্বকোষে স্থান দিয়া, নিজের সাধুতায় কলঙ্কারোপ করেন নাই কি। অবশ্য ভ্রান্তি বশতঃ এরূপ প্রমাদ হইতে পারে না, এরূপ মনে করার কোন হেতু নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এস্থলে নগেন্দ্র বাবু প্রমাদের বশবর্ত্তী হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। যেহেতু ইতিপূর্ব্বেও প্রোক্ত বচন সমূহের কৃত্রিমতা সপ্রমাণ হইয়াছে, তাহাতে নগেন্দ্র বাবু প্রোক্ত বচন সমূহ বিশ্বকোষ হইতে পরিহার করেন নাই। অথবা কোন প্রকাশ্য সংবাদ পত্রাদিতেও এই বচনগুলির কৃত্রিমতা বিঘোষিত করেন নাই। কাজেই আমরা সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য বলিতে বাধ্য যে, মহাত্মা নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় স্বজাতির খাতিরে, বিবেক বুদ্ধিকে বিসর্জ্জন দিয়া, প্রাসিদ্ধ কোষ গ্রন্থ বিশ্বকোষ, ফরিদপুরী ষোলআনা মিথ্যা ধ্রুবানন্দী মিশ্র কারিকার, কৃত্রিমত্ব প্রতিপাদক সমস্ত শ্লোকগুলিই অধ্যাহার করিয়াছেন, অধিকন্তু আমাদের চিরপরিচিত স্বজাতি, নারায়ণ দত্ত, উমাপতি ধর, শরণ দত্ত, ধোয়ী কবিরাজ প্রভৃতি চেনা কবিগণ, এবং মহারাজ আদিশূর, ও বল্লাল প্রভৃতিকে, কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিতেও নগেন্দ্র বাবুর ন্যায় লোক কুণ্ঠিত হন নাই। এস্থলে আমাদের এইমাত্র বক্তব্য যে, মানুষ প্রবঞ্চনা প্রতারণাতে বড় হয় না। জ্ঞান গরিমানুরূপ সম্মান সমাজে চিরকালই বর্ত্তমান ছিল, এখনও সে নিয়মের কোন ব্যতিক্রম

দেখা যায় না। অথচ আমরা যে সকল কায়স্থ ভ্রাতাগণের গুণ গরিমা উল্লেখ করিয়া গর্ব্বে স্ফীতবক্ষ হইয়া থাকি, তাঁহারাই আজ প্রবঞ্চনার আশ্রয়ে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনে বদ্ধপরিকর হইয়া; সমাজে বিশেষ অনর্থ উৎপাদন করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত কায়স্থ ভ্রাতাগণ, ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, সে সমস্তই মিথ্যা প্রবঞ্চনা বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে, সমস্ত বিষয়ের যথাযথ আলোচনা করিতে পারিলাম না। চিকির্ষু পাঠক, পিতৃব্যদেব শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত বিদ্যারত্ন প্রণীত জাতিতত্ত্ব বারিধি নামক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন।

কায়েস্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক প্রমাণাভাব হইলেও কতকগুলি বর্ণগুরু কুলগ্লানী এই সকল মিথ্যা বচনের সাহায্যে, কায়স্থ বালকগণকে উপনয়নাদি প্রদান করিয়া, দগ্ধোদরের কথঞ্চিৎ শান্তি করিতেছেন। অশিক্ষিত বা অদ্ধ শিক্ষিত কায়স্থ ভ্রাতাগণ, এই মিথ্যা শাস্ত্রের মিথ্যা বচনে ও বর্ণগুরু কুলাঙ্গারগণের চাটুবচনের প্রলোভনে, মুগ্ধ ও উপনীত হইয়া পিতৃমাতৃ কার্য্য হইতেও বঞ্চিত হইতেছেন। এই প্রকার অশাস্ত্রীয় কার্য্য অবলোকন করিয়া, উহাঁদের স্বর্গীয় পিতৃ পুরুষগণ, শ্রাদ্ধাতি প্রেত কার্য্যাভাবে, অবশ্যই অধস্তন সন্তানগণকে নিরয়গামী করিতেছেন। মিথ্যা শাস্ত্র রচনা সম্বন্ধে বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তৎসমস্ত এস্থানে উদ্ধৃত করা গেল।

পুরাণের দোহাই দিয়া কত শত বচন রচিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তাই নাই। কমলাকর ভট্টের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ ও রাজা রাধাকান্ত দেবের সময় পর্য্যন্ত ঐ সকল,

শ্লোকের প্রাদুর্ভাব, তৎপর যজ্ঞোপবিত প্রার্থী কতিপয় কায়স্থের আগ্রহে ও দেশীয় কোন কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায়, দুই একটী শ্লোক গড়িয়াছেন ও উপবীত ছিন্ন কায়স্থগণের মনোরঞ্জনে অগ্রসর হইয়াছেন। সে সকল কথার উল্লেখ করাই নিষ্প্রয়োজন।

(কায়স্থের বর্ণ নির্ণয়, ১৮ পৃঃ)

পাঠক! প্রখ্যাতনামা স্বর্গতঃ হলধর তর্কচূড়ামণি ভট্টপল্লীর একজন সমুজ্জ্বল মহারত্ন ছিলেন। কিন্তু আমাদিগকে সঙ্কুচিত ও কুণ্ঠিত হৃদয়ে বলিতে হইতেছে যে, তিনি আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ মিত্র মহাশয়কে যে গোপ্য সমাহার করিয়াদিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটীই বেহজমি পদার্থ। ফলতঃ যাঁহাদিগের ব্রাহ্মণ্য ও অম্বষ্ঠত্ব সর্ব্বজন সুবিদিত ও সর্ব্বজন স্বীকৃত অবিসংবাদ সত্য, পরজের খাতিরে তাঁহাদিগকে ভরপুর দিবালোকে কায়স্থ বলিয়া পরিচিত করিতে যাওয়া ষোল আনা ধৃষ্টতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। একালের বিবেকশীল কায়স্থ ভ্রাতৃগণও বুঝিতে পারিবেন, কায়স্থ কৌস্তুভ গ্রন্থখানি শুদ্ধ বিশ্ব বঞ্চনায় পরিপূর্ণ কি না; নতুবা উহাতে নিম্নলিখিত পরিচিত ব্যক্তিবর্গের বৃত্তান্ত এরূপে বিবৃত হইতে পারিত না। যথা—

১। কৃত্তিবাস ওঝা................পণ্ডিত কৃত্তিবাস ওঝা, ইহার ওঝ পদবি ছিল, ইনি মুরারী ওঝার নাতী, ইহাদিগের সমাজ কুলে খড়দহে ছিল। ওঝ কায়স্থকে অপভ্রংশ ভাষায় ওঝা শব্দে লোকমান্য করিয়া কহিত। যথা ঐ পণ্ডিত কর্ত্তৃক ভাষা রামায়ণে আদ্যকাণ্ডে ৩৮ পত্রাঙ্কে এবং সুন্দরাকাণ্ডে ৮৫ পত্রাঙ্কে প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই গ্রন্থকর্ত্তা ভনিতা দ্বারা নিজ পরিচয় দিয়াছেন। এবং আর আর গ্রন্থ, রাজতরঙ্গ, কায়স্থহিতার্ণবেও লিখিত প্রমাণ আছে। ইনি কায়স্থবংশজ ইহার পদবী পণ্ডিত ছিল।

২। সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য.................কায়স্থ সর্ব্ববর্ম্মা বর্ম্মণঃ। কলাপ ব্যাকরণ কর্ত্তা।

(ইতি কলাপঃ)

৩। ভরতমল্লিক.........কায়স্থ ভরত মল্লিক বসু বর্ম্মণঃ।

অমরকোষ ও ভট্টির টীকাকার।

৪। অমরসিংহ............কায়স্থ। অমর সিংহ জৈনেন্দ্র বর্ম্মণঃ। অমরকোষ ইত্যাদি গ্রন্থকর্ত্তা এবং ব্যাকরণের টীকা কর্ত্তা।

ইতি অমরকোষঃ।

৫। শুভঙ্কর দাস......কায়স্থঃ। মহারাজ শৃঙ্খল। অর্থাৎ শুভঙ্কর নামে খ্যাত। গণনাবিদ্যা ও অঙ্কবিদ্যা ও বীজগণিত বিদ্যাবেত্তা।

ইতি অঙ্ক বিদ্যা।

৬। ত্রিলোচন দাস ....কায়স্থঃ। ত্রিলোচন দাস ঠাকুর বর্ম্মণঃ। চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থকর্ত্তা।

(ইতি চৈতন্যমঙ্গল)

৭। রঘুনাথ দাস গোস্বামী..............কায়স্থঃ। রঘুনাথ দাস গোস্বামী বর্ম্মণঃ। সাধন চতুষ্টয় কর্ত্তা।

(ইতি ভক্তিচনামৃত।

৮। চিত্রগুপ্ত যম বর্ম্মণঃ ....কায়স্থঃ। ইহব্রহ্ম কায়স্থদিগের আদিপুরুষ! বর্ম্মণ মহাশয় বেদের কঠোপনিষৎ ইত্যাদি বক্তা।

(ইতি শ্রুতি)

প্রিয় পাঠক! তদানীন্তন কায়স্থ ভ্রাতৃগণ, এই সকল লোকের প্রকৃত তত্ত্ব ও ইহাদের কৃত গ্রন্থের কথা অবগত থাকিলে, হলধর কখন এরূপ মিথ্যা কথার প্রচারে সাহসী হইতেন না। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহা হইতেই বুঝিবেন, তদানীন্তন কায়স্থ ভ্রাতৃগণ কিরূপ কৃতবিদ্য

ছিলেন, ও তৈলবট পদলেহী জীবেরা তাহাদিগকে কিরূপভাবে পার সহিত ঠকাইয়াছেন।

১। পণ্ডিত কৃত্তিবাস ওঝা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন, ওঝা শব্দ উপাধ্যায় শব্দের অপভ্রংশ, পরন্তু ওষ শব্দের নহে। উপাধ্যায় উপাধি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ভিন্ন ক্ষত্রিয়গণও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন না। লক্ষ্মীমাত্রা কায়স্থত অতি দূরে। ভাষা রামায়ণের আদি বা অন্ত, সুন্দরা বা কুৎসিতা, কোন কাণ্ড বা কুকাণ্ডে, এমন কোন কথাই বর্ত্তমান নাই, যাহাতে নিরপরাধ কৃত্তিবাসকে কেমিকেল বর্ম্মার জাতিতে আনা যাইতে পারে। কৃত্তিবাস নিজেই বলিয়াছেন। যথা—

কুলেশীলে ঠাকুরালী ব্রহ্মচর্য্য গুণে।
মুখটি বংশের যশ জগতে বাখানে॥
আদিত্য বার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণমাঘ মাস।
তথিমধ্যে জন্ম লভিলেন কৃত্তিবাস॥
প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলী॥

২। সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য কেবল যে লোক পরম্পরাগত জ্ঞানে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন তাহা নহে। তাঁহার আচার্য্য উপাধী ও তিনি যে রাজা শালীবাহনের গুরু ছিলেন, এ কারণও তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ বলিয়া গৃহিত হইয়া আসিতেছে। যথা—

রাজা কশ্চিৎ মহিষ্যা সহ সলিলগত খেলয়ন্ পাণিতোয়ৈঃ।
সিঞ্চংস্তাং ব্যাহৃতাদৌনরপতি রণজ্ঞামোদকং দেহিদেব॥
মূর্খস্তাত্তরবুদ্ধা স্বরঘটীত পদং মোদকাস্তন দত্তঃ।
রাজ্ঞী প্রাজ্ঞীততঃ সানুপতি মপি পতিং মূর্খমেনং জগই॥
"ভার্য্যায়া ভাষিতং বাক্যং নশিম্য শালিবাহনঃ।
সর্ব্বং নিবেদয়ামাস গুরবে সর্ব্ববর্ম্মনে॥

শঙ্করস্য মুখাদ্‌বাক্যং শ্রুত্বাচৈবষড়াননঃ ॥
লিলেখ শিখিনঃপুচ্ছে কলাপ ইতি কথ্যতে ॥

(কাতন্ত্র হলধর)

অতএব যিনি এহেন সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্যকে ও কৃত্তিবাস পণ্ডিতকে কায়স্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তিনি সত্যের অপলাপ ও শিশুদিগকে বঞ্চনা করিয়াছেন, ইহা অবশ্যই বিশ্বাস করিতে হইবে। এখন চেতস্বান্ কায়স্থ ভ্রাতৃগণ বল দেখি। হলধর তখন তোমাদিগকে কি জ্ঞান করিত। অপর ভরত মল্লিক, শুভঙ্কর দাস, ত্রিলোচন দাস, ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীর, যে জীবন বৃত্তান্ত বৈদ্য প্রকরণে দেওয়া হইয়াছে। পাঠক তাহা হইতেই হলধরের মনুষ্যচুরির বৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন। এখন বাকী আছে চিত্র গুপ্ত যমবর্ম্মণ মহাশয়ের কথা। তাঁহার কথা বিস্তারিত বলা নিষ্প্রয়োজন, তবে সংক্ষেপে এই মাত্র বক্তব্য যে, এখানে ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রথম স্বতঃসিদ্ধানুসারে, যে কায়স্থ হইবেন সেই বর্ম্মণ হইবে, তাই নরকরাজ চিত্র গুপ্ত যম মহাশয়ও হালের আমলে বর্ম্মণ উপাধিতে সমলঙ্কৃত হইয়াছেন।

কায়স্থ প্রকরণ সংপ্রতি এই পর্য্যন্ত শেষ করা গেল। অতঃপর আমরা চূড়ামণির গুণের পরিচয় দিব।

(ইতি চূড়ামণি তন্ত্রে কায়স্থ প্রকরণং সমাপ্তং)

পঞ্চম উচ্ছ্বাস।

(রাজবংশী প্রকরণ)

প্রিয় পাঠক! মহাত্মা হলধর তর্কচূড়ামণি একজন শাস্ত্র পারদর্শী লোক ছিলেন। তাঁহার লিখিত কায়স্থ কৌস্তভাদি গ্রন্থ আলোচনা কালে, প্রোক্ত গ্রন্থ কর্ত্তার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়াছি। কিন্তু এই জাতিবিকাশ গ্রন্থকর্ত্তা অন্য কোন বিষয়ে তৎসদৃশ না হইলেও অনৃত কথন বিষয়ে তদপেক্ষা ও কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। মহাত্মা হলধরের গ্রন্থালোচনা কালে, অনুস্বার বিসর্গ, শুদ্ধাশুদ্ধ লইয়া বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। পরন্ত এ চূড়ামণির পেটে জাল ডুবারু নামাইয়া না দিলে, অনুস্বার বিসর্গ তল্লাস করিয়া পাওয়া যায় না। উক্ত গ্রন্থ কর্ত্তার গ্রন্থ হইতে দুই চারিটী স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল, পাঠকগণ বিচার করিবেন।

দুর্ব্বল নিরস্ত্র ভীত এবং রমণীর প্রতি যুদ্ধ বীরজনের কর্ত্তব্য অবশ্যই ভার্গবের অগোচর ছিল না, তিনি নিশ্চয় পলায়মান ভয়াতুরের প্রতি হস্তক্ষেপ করেন নাই প্রতিহিংসা বিষের বিষম তাড়নায়, একদা অধীর হইয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন, এবং বালক বৃদ্ধ নারী নির্ব্বিশেষে, অবিচারে পশুবৎ ক্ষত্রিয় সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বটে, কিন্তু অচিরেই তাদৃশ কঠোর আচার হইতে বিরত হইলেন। ভার্গবের ইষ্টদেবতা ভগবান্ ভূতনাথ, শিষ্যের তাদৃশ, নিষ্ঠুর আচার জানিতে পারি তৎক্ষণাৎ আবির্ভূত হইয়া সদুপদেশ প্রদান করিলেন? ভার্গবে ভ্রম ঘুচিল।

বৎস বিরমদারাণ্যাৎ বচনান নে দৃঢ়ব্রতে।
প্রতিজ্ঞাং স্মর বিপ্রেন্দ্র তস্যাঃ সাফল্যং ভবেৎ।
একবিংশতি নিক্ষত্রং কথং বাস্তেৎ স্মৃতিবিজ্ঞ।

ভার্গবকে কঠোর পাষাণ অবতার মনে করিয়া পশুপতি দেখিলেন, দয়া ধর্ম্মের কথায় শান্ত করিবার সময় এখন নহে, তাই কৌশলে স্বার্থ প্রদর্শন ছলে বিধাতার সৃষ্টি ক্ষত্রির বংশরক্ষা করিলেন, বলিলেন বৎস এই নিষ্ঠুর দারুণ কর্ম্ম হইতে বিরত হও, কারণ তুমি সত্য প্রতিজ্ঞ। তোমার প্রতিজ্ঞাত মিথ্যা হইতে পারে না, যদি তুমি সমস্ত ক্ষত্রিয়ই অবিচারে নিঃশেষ করিয়া ফেল, তবে পরে আর ক্ষত্রিয় কোথায় পাইবে? একবিংশতিবারের প্রতিজ্ঞা পণ্ড হইবে অতএব ক্ষান্ত হও, ক্ষত্রিয়ের বীজ রক্ষা কর।

(জাতিবিকাশ ২৬।২৭ পৃষ্ঠা)

"উদ্ধত বাসুদেবকে এবং তাঁহার বন্ধু কাশীরাজকে নিহত, করিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রতি নিবৃত্ত হইলে, বাসুদেবের পুত্রাদি সজনগণ কাশীরাজ তনয়-গণের সহিত পরামর্শ করিয়া, সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া, দৈববলের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক এক অভিচার যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, কাশীধামে এই যজ্ঞ হইয়াছিল। যথা সময় যজ্ঞকুণ্ড হইতে ভীষণ ত্রিশূল ধারী এক অভিচারক পুরুষমূর্ত্তি হুঙ্কার পূর্ব্বক উত্থিত হইয়া, কৃষ্ণ বধার্থ প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণ ভয়ভীত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক অভিচারীকগণকেই বিনাশ করিতে থাকিল।

এদিকে দুষ্টদমন মধুসূদনও কাশীতে আসিয়া কাশীপুরী বিলোপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কাশীনাথের কাশীপুরী বিধ্বংসিত হয় দর্শন করিয়া স্বয়ং কাশীশ্বর স্বয়ম্ভু আসিয়া হরিকে সান্ত্বনা করিলেন।

পৌণ্ড্রগণ ও কাশীরাজ তনয়গণ শৈবছিলেন এবং কাশীপুরী দেব দেবের প্রিয়তম লীলাক্ষেত্র, মনে করিয়া শিববাক্যে শ্রীকৃষ্ণ সান্ত্বনা লাভ করিলেন বটে, কিন্তু হরিদ্বেষীদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে ভুলিলেন না। ক্ষত্রিয়গণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন।

উঃ বঃ { ভো রাজবংশ্যা পৌণ্ড্রয়া অস্ত্র শস্ত্র বিনাকৃতাঃ।
উঃ থঃ { ক্ষতচিহ্ন বিনির্ম্মুক্তকুলনির্দ্দগ্ধা উরগাইব ॥

অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম সাহস এবং বাহুবল পরিহার করিয়া নিতান্ত কাপুরুষের মতন দৈববলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শত্রুজয় করিতে অভিলাষ করা পৌণ্ড্রগণের পক্ষে বড় নিন্দার কার্য্য হইয়াছে, ক্ষত্রিয় কুলে কালিমা লেপন করা হইয়াছে, ইহার উপযুক্ত শিক্ষা আবশ্যক মনে করিয়া কহিলেন। ইত্যাদি

(জাতিবিকাশ। ৯১ পৃঃ)

প্রিয় পাঠক! উদ্ধৃত স্থানদ্বয় সম্বন্ধে আমার বলার বিশেষ কোন কথা নাই। তবে এইমাত্র বলাযায় যে, অনাচরণীয় একটী জাতির দ্বিতীয় বর্ণ প্রাপক শাস্ত্র রচনা করিতে গিয়া, এই প্রকার অসার উপন্যাসের অবতারণা করা, বাচালতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তৎপর উদ্ধৃত স্থানদ্বয়ের মধ্যে দুইটী শ্লোক অধ্যাহার করা হইয়াছে, ইহার প্রথম স্থানের রচনটী কোন গ্রন্থে, এবং উক্ত গ্রন্থ কোন মুনিঋষি প্রণীত কি না তাহা উল্লেখ নাই। দ্বিতীয় স্থানটীতে উঃ বঃ, উঃ থঃ, এইরূপ উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু উহাতে প্রোক্ত গ্রন্থের বা গ্রন্থকর্ত্তার কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না যেরূপ প্রবঞ্চনার কাল পড়িয়াছে, তাহাতে আর অনুস্বার বিসর্গযুক্ত বচন মাত্রকে শাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। শ্লোকের পদবিন্যাস

প্রভৃতি দেখিলে মনে বড়ই সন্দেহ উদয় হয়, যাহা হউক স্থান বিশেষে চিহ্নিত করিয়া দেওয়া গেল, পাঠকগণ বিচার করিবেন।

১। উত্তর বঙ্গে বহু জনসংখ্যা পূর্ণ একটা সম্প্রদায় বা বিপুল একটী জাতি আছে, এই সমাজ লোকের নিকট "রাজবংশী" বা রাজবংশীয় বলিয়া চির প্রসিদ্ধ। ইহারা স্বয়ং ও আপনাদিগকে উক্ত নামে অভিহিত করেন, অন্যান্য লোকে ও বলেই বটে।

(জাতিবিকাশ ৪১ পৃঃ।

২। অনেক দিন যাবৎ ইহারা জাতিতে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। বহু গণ্যমান্য পণ্ডিত এবং জমিদার সমাজপতিগণ এই মতেরই পৃষ্ঠপোষণ করিয়াছেন ও করিতেছেন ইহার সবিস্তার নিদর্শন পরে প্রদর্শিত হইবে, এখন উক্ত বিধ উপাধিটীর অর্থ কি? তাহাই আলোচ্য বিষয়।

(জাতিবিকাশ ৪১ পৃষ্ঠা)

৩। পরন্তু রাজবংশী রাজবংশ্য এবং রাজবংশীয় এই অর্থ বিশিষ্ট আখ্যা দ্বারা ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়াই সুস্পষ্ট প্রতীতি জন্মায়, প্রকৃতি প্রত্যয় ও তাহার অর্থ এইরূপ। রাজন্ + বংশ = রাজবংশ + ইন্ (স্বার্থে) রাজবংশিন্ + ১মা ১ব (পুং) রাজবংশী। ইহার অর্থ রাজার বংশ। রাজবংশ + য্যণ = রাজবংশ্য, ইহার অর্থ রাজবংশের সন্তান। রাজবংশ + ঈয় রাজবংশীয়, ইহার অর্থ রাজ সন্ততি।

(জাতিবিকাশ। ৪২ পৃষ্ঠা)

৪। নিষ্কর্ষার্থ এই যে রাজার বংশ এইরূপ ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে রাজন্ শব্দের সহিত বংশ শব্দের একপদী ভাব হইলে রাজবংশ এইরূপ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। রাজবংশ শব্দের সহিত স্বার্থে ইন্ প্রত্যয় যুক্ত করিলে রাজবংশ বুঝায়। য্যণ্ বা ঈয় অপত্যার্থে যুক্ত করিলে রাজার বংশের সন্তান বুঝায়।

(জাতিবিকাশ। ৪২পৃষ্ঠা)

৫। এখন, কথা এই যে রাজবংশী এই প্রকারই লোক উচ্চারণ করিয়া থাকে রাজবংশ্য বা রাজবংশীয় বলিতে কখনও শুনা যায় না। কথা সত্য বটে যাই বলুক অর্থাৎ উক্ত আখ্যা ত্রিতয়ের মধ্যে, লোকে যাহাই বলুক অর্থ ত একই ? অর্থ লইয়াই এখানে বিচার, উচ্চারণ সম্বন্ধে যাহাই হউক।

(জাতিবিকাশ। ৪২:৪৩ পৃষ্ঠা)

৬। আর একটু বিবেচনা করিলে দেখা যায়, রাজবংশী, রাজবংশ্য, রাজবংশীয় এই তিন পদের উচ্চারণ পরিণতই সাধারণতঃ একপ্রকার, নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল। অন্তস্থ য এর উচ্চারণ ইয় বলিয়া হয়, যথা যজ্ঞ ইয়জ্ঞ, যদু, ইয়দু, যথা, ইয়থা, ইহাই প্রকৃত উচ্চারণ, এ কথা সত্য কি না ? যাঁহারা কাশী প্রভৃতি অঞ্চলের বৈদিক উচ্চারণ শুনিয়াছেন, তাঁহারাই উত্তর দিবেন।

(জাতিবিকাশ। ৪৩ পৃঃ)

৭। আরও বলি, যফলা আর অন্তস্থ য যে একই পৃথক বর্ণ নহে একথা সকলেই জানেন, সেই য ফলার উচ্চারণ এতদ্দেশেও ইয় বলিয়া ইহয়। যথা বাক্য, রাজ্য বাণিজ্য, কাব্য ইত্যাদি। দেখাগেল, যে, রাজবংশ্য আর রাজবংশী উভয়ের উচ্চারণ একরূপই হইয়া পরে।

(জাতিবিকাশ। ৪৩ পৃঃ)

৮। ক্ষত্রিয়ার্থ বোধক রাজবংশ্য শব্দ অশাস্ত্রীয় নহে, অসংস্কৃত, মনঃ কল্পিত শব্দ নহে উমারহস্যীয় উত্তরখণ্ডে যথা· রাজানো রাজ বংশ্যাশ্চ দিশো ভেপূর্ত্তরাতুরাঃ! কোন প্রকার কষ্ট করিয়াও অর্থ করিতে হয় না, সুস্পষ্টরূপেই রাজবংশ্য শব্দ হইতে ক্ষত্রিয়ার্থ প্রকাশ পায়, এই শব্দেরই বোধহয় বৈকৃত উচ্চারণ রাজবংশী হইবে।

(জাতিবিকাশ। ৪৪ পৃঃ)

৯। উক্ত অর্থ ব্যতীত রাজবংশী শব্দের সমীচিন অর্থ আর কিছু হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। আবার এই শব্দটী যে আধুনীক তাহাও কেহ বলিতে পারেন না। আবাহনমান কাল ব্যাপিয়াই উক্ত উপাধি প্রচলিত আছে, চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতির ন্যায় রাজবংশী উপাধিটীও যে সংস্কৃত ভাষার যুগে সংস্কৃত ভাষা মূল হইতে উৎপন্ন তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। তবে এখন একটী কথা এই যে রাজার বংশীয় এই অর্থেই যদি রাজবংশী শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তবে কোন্ রাজার বংশীয়? অথবা অন্যান্য জাতীর রাজাও ত হইতে পারে, তবে রাজবংশ্য বলিলে যে ক্ষত্রিয় জাতি বুঝায় তাহার প্রমাণ কি? এ আপত্তি অসঙ্গত নহে, তবে এই বলি যে রাজন্ শব্দে যেমন রাজপদে অভিষিক্ত ব্যক্তি বিশেষ ভূপতিকে বুঝা যায় তেমন ক্ষত্রিয় জাতি সমুদয়কে বুঝায়, তাহার প্রমাণ কি শব্দকোষ অর্থাৎ অভিধানেই প্রাপ্তব্য।

১০। তবে এখন এই পর্য্যন্ত দাড়ায় যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত রাজবংশী জাতি ক্ষত্রিয় নহে এইরূপ বিরুদ্ধ প্রমাণ প্রাদুর্ভূত না হইবে তাবৎকাল রাজবংশী নামক জাতিকে ক্ষত্রিয় কুলসম্ভূত ক্ষত্রিয় জাতিই বুঝিতে হয়। ফলতঃ মৎস্য, প্রাগ্জ্যোতিষপুর, পৌণ্ড্র এই সমস্ত দেশের রাজন্য সন্ততিগণ অন্যত্র কোথাও গিয়াছেন বা অপর কোন স্থানে বাস করিতেছেন, যাবৎ এই মত কোনও বিশিষ্ট প্রমাণ না পাওয়া যায় ততক্ষণ ঐ সকল দেশে যাহারা রাজবংশী নামে অবিহিত থাকিয়া দীর্ঘকাল বাস করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা তৎতৎ দেশীয় ক্ষত্রিয় সন্ততি এই সিদ্ধান্তই সমর্থিন করা যায়।

(জাতিবিকাশ। ৫০ পৃঃ)

১১। "রাজবংশী জাতি যে ক্ষত্রিয়, পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে তাহাই মাত্র প্রতিপাদিত হইয়াছে ? এখন দেখিতে হইবে, রাজবংশীয়া কোন্ বংশ, মতামত যাহাই থাকুক, মোটের উপর এই কথাই বুঝিবে বাণ, বিরাট, ভগদত্ত প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষত্রিয় কুল এককালে সমবেত হইয়া সর্ব্বসাধারণ মতে, রাজবংশী এই সাধারণ পদবীটী ক্ষত্রিয় জাতি সাধারণের উপনাম করিয়া লইয়াছিলেন, সবিশেষ পরিচয় রাখা হয় নাই, মতদ্বৈধ থাকিলেও, রাজবংশীয় যে ক্ষত্রিয় তাহাতে মতের একতাই আছে, তবে ঐ অনৈক্যে কিছু যায় আসে না, যাহা হউক এখন আমরা রাজবংশীদিগকে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় বা পৌণ্ড্রজাতি বলিতে পারি। (জাতিবিকাশ। ৭১। ৭২।)

পাঠক! আলোচ্য জাতিবিকাশ হইতে একাদশটী স্থান অবিকল উদ্ধৃত করিলাম। অতঃপর আমরা পূর্ব্বোক্ত স্থান কয়েকটী সমালোচনা করিয়া, চূড়ামণি মহাশয়ের সাধুতার পরিচয় দিব।

১। এস্থানে বলা হইয়াছে যে, উত্তর বঙ্গে বনুজানাকীর্ণ একটী জাতি আছে, ঐ জাতি রাজবংশীয় বা রাজবংশী নামে প্রসিদ্ধ। প্রকৃত পক্ষে এই জাতি "রাজবংশী" ভিন্ন রাজবংশীয় বলিয়া কখনও অভিহিত হয় নাই। পরন্তু এই জাতীয় যাবতীয় লোক রাজবংশী নামে পরিচিতও নহে। আবার স্থান বিশেষে রাজবংশী আখ্যাধারী জাতিকে মৎস্য বিক্রয় করিতেও দেখা যায়। দিনাজপুরাঞ্চলের, এই শ্রেণীস্থ জনগণ "পলি" বা পলিয়া নামে প্রসিদ্ধ। আজকাল ডাকের সুবিধা আছে, অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইচ্ছা করিলেই এবিষয়ের সত্যতা নির্দ্ধারণে সক্ষম হইবেন। তবে যে প্রকার প্রবঞ্চনার কাল পড়িয়াছে, তাহাতে এইরূপ তথাকার লোকের নিকট প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়া যাইবে কি না, এই সন্দেহে একটী মাত্র প্রমাণ উল্লেখ করিতেছি।

অনেকেই অবগত আছেন যে, দিনাজপুর জেলায়, তেওতা নিবাসী অম্বষ্ঠ কুলদীপক রাজ শ্রী৺ শ্যামাশঙ্কর রায় চতুর্ধুরীণ মহাশয়ের বহু জমিদারী আছে। এবং দিনাজপুর জয়গঞ্জ, সুন্দরপুর প্রভৃতি স্থানে, প্রোক্ত রাজা বাহাদুরের কাছারীবাড়ী বর্ত্তমান আছে। সন ১৩০৫ সালের চৈত্রমাসে, উক্ত রাজা বাহাদুরের সুযোগ্য বংশধর বাবু হরশঙ্কর রায় চতুর্ধুরীণ বি, এল্ মহাশয় জমিদারী পরিদর্শন জন্য, সুন্দরপুর, জয়গঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে উপস্থিত হইলে, তত্রস্থ পলিয়া প্রজাগণ জমিদারের সেরেস্তায় ব্রাত্যক্ষত্রিয় নাম লিখাইবার জন্য এক দরখাস্ত করে। ঐ দরখাস্তে প্রকাশ থাকে যে, উহারা জাতি পলিয়া, অথচ রংপুরবাসী উহাদের স্বজাতিগণ ব্রাত্যক্ষত্রিয় নামে পরিচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ঐ দরখাস্ত আজিও সুন্দরপুর কাছারীতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। পোঃ বীরগঞ্জ। এদিগে চূড়ামণি বলিতেছেন, উত্তরবঙ্গের এই বিপুল জনসংঙ্ঘ রাজবংশী নামে পরিচিত। মিথ্যার ত লেগাম নাই, যাহা ইচ্ছা লিখিলেই হইল।

২। এস্থলে বলা হইয়াছে যে, অনেক দিন যাবৎ ইহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধলাভ করিয়াছে। এবং বহু পণ্ডিত ও জমিদার সমাজ-পতিগণের এই মত।

একথাও ষোল আনা মিথ্যা, ইহারা কোনকালেও ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হয় নাই। অর্থ পিপাসু চূড়ামণি ভিন্ন অপর কোন পণ্ডিত বা সমাজপতি, উহাদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকার করেন নাই, যদি করিয়া থাকিতেন তবে এই পুস্তকের কোন না কোন স্থানে তাহার উল্লেখ থাকিত, কিন্তু কুত্রাপিও সেরূপ উল্লেখ নাই, কাজেই একথা মিথ্যা।

৩৪ নং স্থলে বলা হইয়াছে, রাজবংশ্য, রাজবংশীয়, এবং রাজবংশী এই অর্থ বিশিষ্ট আখ্যাদ্বারা ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়াই সুস্পষ্ট প্রতীতি

জন্মায়। এই স্থানদ্বয়ও সম্পূর্ণ মিথ্যা, যেহেতু রাজবংশ্য, রাজবংশীয় এবং রাজবংশী এই শব্দত্রয় একার্থবাচক নহে। রাজবংশ্য ও রাজবংশীয় এই শব্দদ্বয় অপত্য প্রত্যয় যুক্ত ব্যাকরণ সংসিদ্ধ পদ বটে। অপর রাজবংশী শব্দ কোনকালেও অপত্যার্থ বোধক বা ব্যাকরণ সিদ্ধপদ নহে। অতএব দেখা যাউক চূড়ামণি মহাশয় কি প্রকারে রাজবংশী শব্দ ব্যাকরণ সিদ্ধ করিয়াছেন। যথা রাজন্ + বংশ = রাজবংশ + ইন্ (স্বার্থে) রাজবংশিন্ + ১মা ১বঃ রাজবংশী ইহার অর্থ রাজারবংশ। এস্থলে বক্তব্য এই যে, ব্যাকরণ শাস্ত্র কল্পবৃক্ষ সদৃশ, উহার নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে, তাহাই সুসিদ্ধ হয়। তবে এস্থানে যে ব্যুৎপত্তি ও অর্থ করা হইয়াছে, তাহা অসিদ্ধ। কারণ বিভক্তি হীন রাজন্ শব্দের সহিত, বিভক্তি হীন বংশ শব্দের যোগ বা সমাস হইতে পারে না। তবে যদি নৃপতি অর্থবাচক রাজন্ শব্দ এবং বসতি উর্দ্ধগিরক্তি পূর্ব্ব পুরুষান্ ইতি বংশঃ। এই প্রকার বিভক্তি যুক্ত রাজ্ঞঃ ও বংশঃ এই দুই পদে একপদী ভাব হয়, তবে "রাজবংশ" এইরূপ পদ নিষ্পন্ন হইতে পারে, এবং এই রাজবংশঃ শব্দে রাজারবংশ বুঝা যায়। কিন্তু রাজবংশ বোধক প্রকৃতি প্রত্যয় সাধিত পদের উত্তর স্বার্থে ইন্ প্রত্যয় হইতে পারেনা। কাজেই রাজবংশী এরূপ পদ ব্যাকরণ সিদ্ধ নহে। তর্কস্থলে চূড়ামণির কথা স্বীকার করিলেও একটী গণ্ডগোল আসিয়া শান্তিভঙ্গ ঘটাইতে পারে, যথা রাজন্ + বংশ + ইন্ = রাজবংশিন্ + ১মা, ১ বচন রাজবংশী এখন পাঠকগণের নিকট জিজ্ঞাস্য এই যে যদি কেহ আপনাদের নিকট জিজ্ঞাসা করে যে, আপনারা কোন্ জাতি? তবে কি আপনারা বলিবেন যে, আমি ব্রাহ্মণঃ অথবা আমি বৈদ্যঃ। বোধ হয় কখনই এই প্রকার বিভক্তি সাধিত উপাধি পদ দ্বারা কেহ আত্ম পরিচয় দেয় না। তবে কথা এই যে, ব্রাহ্মণ বৈদ্যেরা

দ্বিজ সন্তান এবং সংস্কৃতে অধিকারী বলিয়া, উঁহারা পদবী কথন সময়ে বিভক্তি হীন পদবী বাচক শব্দই বলিয়া থাকে। আর রাজ-বংশীগণের কোনকালেও সংস্কৃতে অধিকার নাই, অথচ উঁহারাই হইল প্রকৃতি প্রত্যয় সাধিত উপাধি পদের অধিকারী। হা তৈল বটপদ লেহী ব্রাহ্মণ কুলকলঙ্ক, রুধির পিপাসু তোমার মনুষ্যত্ব হরণ করিয়াছে ?।

৫। এস্থলে বলা হইয়াছে যে, রাজবংশী এইরূপই উচ্চারণ করিয়া থাকে, রাজবংশ বা রাজবংশীয় কেহ বলে না, কিন্তু যাহাই বলুক অর্থত একই অর্থ লইয়াই বিচার।

আমরা মনে করি এস্থানটীও সারে ষোল আনা মিথ্যা। ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অপত্যার্থবোধক রাজবংশ্য এবং রাজবংশীয় শব্দ আর্য্যভাষা মূলক ব্যাকরণ সংসিদ্ধ পদ বটে। পক্ষান্তরে রাজবংশী শব্দ কোনকালেও ব্যাকরণ সিদ্ধ পদ নহে। পরন্তু এই রাজবংশী শব্দ আধুনিক এবং প্রাকৃতিক শব্দ মাত্র, অথচ একজন টীকিওয়ালা বলিতেছেন এই শব্দ এর একার্থবাচক। পাঠক! এ প্রলাপোক্তির লিঙ্গ সংজ্ঞা হয় কি ?

৬। এস্থলে বলা হইয়াছে, রাজবংশী, রাজবংশ্য এবং রাজবংশীয় এই শব্দ ত্রয়ের উচ্চারণ পরিণতি এক প্রকার, ইহার প্রমাণ হইল কাশী প্রভৃতি অঞ্চলের বৈদিক উচ্চারণ। যথা, যজ্ঞ, ইয়জ্ঞ, যদু, ইয়দু, যথা, ইয়থা ইত্যাদি।

আমরা মনে করি এস্থানটীও পুরাদমে মিথ্যা। যেহেতু রাজবংশ্য এবং রাজবংশীয়, শব্দদ্বয় আর্য্যভাষা মূলক ব্যাকরণ সিদ্ধ পদ বটে। অপর রাজবংশী শব্দ কোনকালেও ব্যাকরণ সিদ্ধ পদ নহে। আর এই শব্দত্রয়ের উচ্চারণ পরিণতি কোন ক্রমেও এক হইতে পারে না। চূড়ামণি মহাশয় কাশী অঞ্চলের বৈদিক উচ্চারণের দোহাই দিয়া

নিজের লজ্জাহীনতার প্রবঞ্চনায় পরিচয় দিয়াছেন মাত্র। কাশী অঞ্চলে বৈদিক উচ্চারণের যে প্রথা আছে, তাহাতে কেবল পদের আদিস্থিত অন্তস্থ য এর উচ্চারণ "ইয়" বলিয়া হইবে,এ রূপ ব্যবস্থাই বর্ত্তমান আছে। তদনুসারেই চূড়ামণি প্রদত্ত যজ্ঞ প্রভৃতি শব্দের আদিস্থিত য কারের স্থানে "ইয়" এইরূপ উচ্চারণ হইয়া, ইয়জ্ঞ এরূপ উচ্চারণ সংসিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে রাজবংশ্য অথবা রাজবংশীয় শব্দ সম্বন্ধে সেরূপ উচ্চারণের বিষয় বর্ত্তমান নাই। তবে চূড়ামণি মহাশয়, এস্থলে ঐ প্রকার উচ্চারণের উদাহরণ প্রদান না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাহার কারণ এই যে, যে ব্যক্তি সঙ্কল্প পূর্ব্বক সত্য সঙ্গোপনের জন্য প্রস্তুত হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই। নতুবা যে জাতির সহিত আর্য্যজাতি অথবা আর্য্যভাষার কোনই সম্বন্ধ বর্ত্তমান নাই। এহেন জাতির উপাধি পদটীকে বৈদিক উচ্চারণের অন্তর্গত করা হইল কেন? হা তৈলবট পদলোভী জীব বিশেষ! যে জাতির সহিত "বেদের" ভাসুর, ভাদ্রবধূ সম্বন্ধ আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে, এহেন জাতির উপাধি পদটী যে বৈদিক উচ্চাচণের অন্তর্গত, একথা বলিতেও তোমার পাপজিহ্বা সঙ্কুচিত হইল না।

৭। এস্থলে বলা হইয়াছে, য ফলা আর অন্তস্থ য এর উচ্চারণ একরূপই এবং এতদ্দেশেও য ফলার উচ্চারণ "ইয়" বলিয়া হয়। যথা কাব্য, বাক্য, বাণিজ্য ইত্যাদি। অতএব রাজবংশ্য ও রাজবংশী শব্দের উচ্চারণ এক। পাঠক! এই অসম্বন্ধ প্রলাপোক্তির কোন অর্থ আছে কি? এতদ্দেশে যফলার উচ্চারণ "ইয়য" ন্যায় হয় না। যদি কোথাও সেরূপ প্রয়োগের উল্লেখ থাকে, তবে তাহা প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা উচিত ছিল না কি? মিথ্যা কথার অবতারণা করিয়া,

শ্লোক বিমোচন করা, পণ্ডিত, শিক্ষিত, অথবা ভদ্র সন্তানের কর্ত্তব্য নহে। আর যদি য ফলার উচ্চারণ "ইর" এইরূপ হইত, তবে "কাব্য"'র পরিবর্ত্তে, কাবিয়, এবং বাক্যের পরিবর্ত্তে "বাকিয়" এইরূপ উচ্চারণেরই প্রচলন থাকিত, কিন্তু ভারতের কুত্রাপিও এরূপ উচ্চারণের নিদর্শন পাওয়া যায় না। পাঠক! অনুস্বার, বিসর্গ আলোড়ন করিতে, শ্যামকেশ প্রায় শুভ্রবর্ণ ধারণ করিতে চলিল, কিন্তু মানুষ যে এত প্রবঞ্চনা ও ফেরেপ্‌বাজী করিতে পারে, ইহা কুত্রাপিও দেখি নাই।

৮। এ স্থলে বলা হইয়াছে, ক্ষত্রিয়ার্থবোধক রাজবংশ্য শব্দ অশাস্ত্রীয়, অসংস্কৃত ও মনঃ কল্পিত নহে। এবং এই শব্দের বিকৃত উচ্চারণই "রাজবংশী" ইহার প্রমাণ স্বরূপ উমারহস্য নামক একখানি অপ্রসিদ্ধ, আধুনিক গ্রন্থের একপাদ শ্লোক, চাট্‌নী স্বরূপ অধ্যাহার করা হইয়াছে যথা—

"রাজানো রাজবংশ্যাশ্চ দিশোঽভজন্‌র্ভয়াতুরাঃ" এস্থানে আমাদের বলার বিশেষ কোন কথা নাই, তবে এই মাত্র বলা যায় যে, ব্যাকরণ শাস্ত্রসিদ্ধ রাজবংশ্য শব্দের সহিত, প্রাকৃতিক রাজবংশী শব্দের যে তফাৎ ব্রাহ্মণ এবং রাজবংশীতেও সেই তফাৎ। আর যদি রাজবংশী শব্দে রাজপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বিশেষকে, এবং রাজার বংশধরকে বুঝা যাইত তবে চূড়ামণি প্রদত্ত শ্লোকপাদ অবশ্যই দ্বিরুক্তি দোষ দুষ্ট বলিয়া প্রতিপাদিত হইত। যথা রাজানো রাজবংশ্যাশ্চ দিশো ভেজুর্ভয়াতুরাঃ। ইহার অর্থ এইরূপ, রাজা এবং রাজবংশের সন্তানগণ ভয়াতুর হইয়া, নানাদিকে গমন করিলেন। এখন কথা এই যদি রাজবংশী শব্দে, রাজপদে অবস্থিত ব্যক্তি বিশেষকে ও তাঁহার অপত্যবর্গকে বুঝা যাইত, তবে আর পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে

"রাজা এবং রাজবংশ্য" এই প্রকার উক্ত হইত না, এক রাজবংশী শব্দের প্রয়োগ করিলেই গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায় সংসিদ্ধ হইতে পারিত।

৯। এস্থলে বলা হইয়াছে যে, উক্তবিধ অর্থ ভিন্ন রাজবংশী শব্দের সমীচিন অর্থ আর কিছু হয় না, এবং এই শব্দটী চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শব্দের স্থায় সংস্কৃত ভাষার মূল হইতে উৎপন্ন, এই রাজবংশী শব্দের অর্থ রাজবংশীয়ই যদি হয়, তবে কোন রাজবংশ এই সন্দেহ হইতে পারে, রাজবংশী শব্দ যে ক্ষত্রিয় জাতি বুঝায়, তাহার প্রমাণ স্বরূপ অভিধানের নাম করা হইয়াছে, কিন্তু কোন কোষগ্রন্থের প্রমাণ উদ্ধৃত করা হয় নাই। পাঠক! এপ্রলাপ বচনেরও কোন যুক্তি সুক্তি নাই। রাজবংশীয় শব্দ যে রাজবংশ্যের সন্তান বুঝা যায়, এটী স্বতঃসিদ্ধ সাধারণ সত্য; কিন্তু রাজবংশী শব্দের এমন কোন ক্ষমতাই নাই যে, তদ্দারা রাজবংশের সন্তান বুঝা যাইতে পারে। তৎপর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শব্দের স্থায়, রাজবংশী শব্দ কোনকালেও ছিল না, যদি থাকিত তবে নিশ্চয়ই কোষকর্ত্তাগণ কোন না কোন স্থানে অপত্যার্থ বোধক রাজবংশী শব্দের উল্লেখ করিতেন। কিন্তু কুত্রাপি সেরূপ প্রয়োগ নয়নগোচর হয় না, হেমচন্দ্র, অমর, ত্রিকাণ্ড শেষ, হারাবলী প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া, আধুনিক শব্দ কল্পদ্রুম, বিশ্বকোষ প্রভৃতি নানা কোষগ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়াও ক্ষত্রিয়ার্থ বাচক রাজবংশী শব্দের সত্তার সাক্ষী পাওয়া গেল না, অতএব এজাতির উপাধী পদটী সংস্কৃত ভাষামূলক মুখোপাধ্যায়াদি শব্দের স্থায় প্রাচীন হইল কি প্রকারে, তৈল বটের মাত্রধিক্য বশতঃ নাকি।

১০। এস্থানে বলা হইয়াছে, যতক্ষণ রাজবংশী জাতি ক্ষত্রিয় নহে এরূপ বিরুদ্ধ প্রমাণ না দাড়ায় ততক্ষণ এই জাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই

বুঝিতে হইবে। এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, পৌণ্ড্র, মৎস্য প্রভৃতি দেশের রাজসন্ততিগণ অন্যত্র কোথাও গিয়াছেন। এরূপ কোন বিশিষ্ট প্রমাণ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ তৎতৎ দেশবাসী, রাজবংশী আখ্যাধারী জাতিকে, তৎতৎ দেশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইবে,যেমতে রংপুর প্রভৃতি পৌণ্ড্রদেশবাসী রাজবংশীগণ পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়।

পাঠক ? আছে এ অসম্বদ্ধ প্রলাপোক্তির কোন যুক্তি ? এই বিংশশতাব্দির অপাত শ্মশ্রুবালকেও ভালরূপ জানে যে উত্তরপূর্ব্ব ভারতে বা পূর্ব্ববঙ্গে কোনকালেও ক্ষত্রিয় জাতির আবাসস্থান ছিল না। তবে মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন স্থান হইতে (আর্য্যস্থান) কেহ কেহ এতদ্দেশে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়া ছিলেন বটে। তৎপর শত্রু কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, পুনরায় আত্মীয়স্বজন সহ যথাস্থানে (আর্য্যস্থানে) চলিয়া গিয়াছেন। যদি উঁহাদের বংশধরগণ এতদ্দেশে থাকিতেন, তবে ঐ ক্ষত্রিয় সন্তানগণের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী আর্য্যজাতীয় অন্যান্য জাতি সমূহও এতদ্দেশে বর্ত্তমান থাকিত। কিন্তু কুত্রাপিও ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কিম্বা সমাজের অন্য কোন সাধক হিন্দুজাতির অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না। কাজেই অনুমান করিতে হইবে যে, ক্ষত্রিয় রাজত্বের পর এতদ্দেশে কোন আর্য্যজাতি ছিল না। থাকিলে এতদ্দেশস্থ ভূতপূর্ব্ব পালরাজগণের শাসন সময়ে, উহারা সমূলে বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, বৌদ্ধজাতির কুক্ষীগত হইয়া থাকিবে। পাল রাজগণের ও মুসলমান নরপতিগণের শাসনকালের, যে দুই একখানি ইতিহাস মূলক গ্রন্থ নয়ন গোচর হয়, তাহাতেও রাজবংশী আখ্যাধারী কোন ক্ষত্রিয় জাতির সত্তার সাক্ষ্য দান করে না। এই সমস্ত কারণে অনুমান করা যায় যে, ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব্বে এই জাতির মনুষ্যোচিত শৃঙ্গপুচ্ছ সমুদ্গত হইয়াছিল না।

১১। এস্থলে বলা হইয়াছে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে রাজবংশী জাতির ক্ষত্রিয়ও প্রতিপাদিত হইল, এখন দেখিতে হইবে ইহারা কোন্ বংশ। তৎপর মতামত যাহাই থাকুক, এই পর্য্যন্তই বুঝি যে, বাণ, বিরাট, ভগদত্ত, প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষত্রিয় কুল এককালে সমবেত হইয়া, সর্ব্ব সামঞ্জস্যমতে "রাজবংশী" এই সাধারণ পদবীটী ক্ষত্রিয় জাতি সাধারণের উপনাম করিয়া লইয়াছিলেন। সবিশেষ পরিচয় রাখা হয় নাই। এবিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিলেও রাজবংশী জাতি যে ক্ষত্রিয় তাহাতে মতের একতাই আছে। অতএব এখন হইতে এই জাতিকে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় বা পৌণ্ড্র জাতি বলিব।

এস্থলে বক্তব্য এই যে, উক্ত জাতিবিকাশ গ্রন্থের কুত্রাপিও রাজবংশী জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক কোন প্রমাণ প্রদত্ত হয় নাই। কেবল "রাজবংশী" এই পদবীটীর বলে, একটী অনাচরণীয় জাতির দ্বিতীয় বর্ণ প্রাপণের ব্যবস্থা প্রদান করিতে যাওয়া যে. কতদূর ধৃষ্টতা ও নির্লজ্জত্বের পরিচায়ক, তাহা পাঠকগণ, বিচার করিবেন।

তৎপর বাণ, বিরাট, ভগদত্ত প্রভৃতির রাজত্বকালও এক নহে। অবশ্য বিরাট ও ভগদত্ত সমসাময়িক লোক বটে, কিন্তু বাণ রাজার রাজত্বকাল উহাদের অনেক পরে। মহাভারতে বিরাট ও ভগদত্তের নাম উল্লেখ আছে, কিন্তু বাণ রাজার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। ইহাতে অনুমান হয় যে, বাণ, বিরাট প্রভৃতির সম সাময়িক লোক নহেন। অথচ তৈল বটের কৃতজ্ঞতা পরিশোধের জন্য, ইহাদের রাজত্বকাল একসময় বলিয়া উল্লেখ করিতেও চূড়ামণির নির্গুণ জিহ্বার জড়তা উপস্থিত হইল না। আর বাণ, বিরাট, ভগদত্ত প্রভৃতি রাজন্যগণ যে জাতীয় মর্য্যাদা পরিহার করিয়া. সর্ব্ব সামঞ্জস্যমতে রাজবংশী এই আখ্যা ধারণ করিয়াছিলেন, একথার সত্যতা প্রমাণিত হয় নাই, হিন্দুর কোন শাস্ত্রগ্রন্থও একথার সাক্ষ্য প্রদান করে না।

যদি এই বিরাটাদির রাজত্বকালে, ক্ষত্রিয়গণ নিজনিজ বংশগত সামাজিক মর্য্যাদা পরিহার করিয়া, এক রাজবংশী পদবীবিশিষ্ট হইতেন, তবে তাৎকালিক ঋষি ব্যাসদেব তদীয় পঞ্চম বেদ মহাভারত গ্রন্থে সে কথার উল্লেখ করিতেন। কিন্তু হিন্দুর কোন শাস্ত্রগ্রন্থে অথবা কোন কোষগ্রন্থে, কুত্রাপিও ক্ষত্রিয়ার্থ প্রতিপাদক রাজবংশী শব্দের উল্লেখ দেখা যায় না অতএব রাজবংশী শব্দ যে ক্ষত্রিয় সাধারণের উপনাম এ কথা বলা ষোল আনা মিথ্যা। ভিন্ন আর কিছুই নহে।

প্রিয় পাঠক! আমরা জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অবগত আছি যে, হিন্দু সমাজের নেতা বা সমাজপতি ব্রাহ্মণ, একথা যে আধুনিক তাহাও নহে, আবহমানকাল ব্রাহ্মণই হিন্দু সমাজের নেতা বা পরিচালক আছেন। অথচ কলির সমাজ কণ্টক বিয়াল্লিশ কর্ম্মা ব্রাহ্মণ কুলধুরন্ধর চূড়ামণি, স্বজাতির দোষ প্রক্ষালনার্থ, সমাজের যাবতীয় দোষ ক্ষত্রিয় রাজার স্কন্ধে আরোপিত করিয়া, ক্ষত্রিয় রাজা নাই, তাই আমাদের সমাজের দুরবস্থা, এই ধুয়া ধরিয়া, বৎসহারা জন্তুবৎ জাতীয় রব আরম্ভ করিয়াছেন। যথা

"সমাজনাথ ক্ষত্রিয়ের অভাবেই, আর্য্যসমাজ কর্ণধারবিহীন তরণীর ন্যায় বিপন্ন হইতে বসিয়াছে, সেই জাতির অনুশীলনে কাহার মন ব্যগ্র না হয়? তাই আশা করি, কেহই এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। বর্ত্তমান সময় ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অভাব নিবন্ধন আর্য্যসমাজে যেরূপ দুর্দ্দশা ঘটিতে বসিয়াছে যদি এই সময় আদিশূর থাকিতেন তবে, বোধ হয় তিনি ব্রাহ্মণের অভাবে অকল্যাণ দর্শন করিয়া, কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন, এখনও ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অবশ্যই অন্বেষণ করিতেন।

(জাতিবিকাশ। ২২।২৩ পৃঃ)

অতঃপর দেখা যাউক ক্ষত্রিয় রাজার অভাবে, আর্য্য সমাজের কি অনিষ্ট হওয়ার সম্ভব। পাঠক! আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কেবল কাব্যাদিতেই, রামরাজ্যের সুখৈশ্বর্য্যের বর্ণনা অবগত হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা বর্ত্তমান বৃটিশ শাসনকালে, প্রত্যক্ষভাবে রামরাজ্যের সুখ সম্পদ উপভোগ করিতেছি। বোধ হয় কোনকালেও প্রজা সাধারণ এপ্রকার নিরাপদে কালযাপন করিতে সক্ষম হয় নাই। এহেন সুখসচ্ছন্দে কাল কাটাইয়াও যাঁহারা, ক্ষত্রিয় রাজা নাই এই জন্যই আমাদের সমাজে বিশৃঙ্খলা এরূপ মনে করেন, তাঁহাদের ন্যায় ভ্রান্ত বা প্রবঞ্চক জগতে অতি বিরল। বর্ত্তমান সময়ের স্বার্থপর ব্রাহ্মণ সমাজপতিগণের, যথেচ্ছাচার, ক্ষত্রিয় রাজগণের অনুমোদিত ছিল না। বরং কোন ব্রাহ্মণ সমাজপতি ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, রাজা তাহার যথোপযুক্ত শাস্তিবিধান করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান ইংরেজ রাজত্বে সেরূপ শাসনপ্রণালিও প্রচলিত নাই। অর্থাৎ সমাজ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ক্ষমতা ব্রাহ্মণের উপরই ন্যস্ত আছে। তাই আজ স্বার্থপর ব্রাহ্মণ সমাজপতিগণ সমাজের উপর যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না। অধুনা এক সম্প্রদায় লোক স্বরাজ বা স্বায়ত্তশাসনের বিশেষ পক্ষপাতী, তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাস্য এই যে, সামান্য সমাজ শাসনভারটী যাঁহারা সুশৃঙ্খলরূপে বহন করিতে সক্ষম নহেন, তাঁহাদের ন্যায় বচনবাগীশগণের হস্তে রাষ্ট্রভার অর্পিত হইলে, তাহার বিষময় ফল অবশ্যম্ভাবী নয় কি?

(পণ্ডিত ও সমাজপতিগণের অভিমতি)।

১। "পৌণ্ড্র দেশোদ্ভবা রাজবংশীতি প্রসিদ্ধাঃ * অর্থাৎ পৌণ্ড্রদেশীয় রাজবংশী বলিয়া পরিচিত যে জাতি আছে, তাঁহারা

* মন্বুক্ত ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বংশ্যা ইতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

ক্ষত্রিয় মনু ইহাদিগকে ব্রাত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যে সকল মহামহোপাধ্যায় সমাজ পূজ্য পণ্ডিতগণ উক্ত মতের অনুমোদন করেন তাহাদের সাক্ষরের অনুলিপি প্রদত্ত হইল। শ্রীশ্রীধর শর্ম্মণাম্। শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণাম্। শ্রীযাদবেশ্বর শর্ম্মণাম্। শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ শর্ম্মণাম্। ইত্যাদি।

(জাতিবিকাশ। ৫০ পৃঃ)

২। "নলডাঙ্গার মাননীয় ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত নীলকমল লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার মত লিখিতেছেন। যথা

"রাজবংশী জাতি মনূক্ত এবং কালিকাপুরাণোক্ত ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বটে এরূপ আমার বিশ্বাস।"

শ্রীনীলকমল লাহিড়ী।

(জাতিবিকাশ। ৫১ পৃঃ)

৩। "রঙ্গপুরের ধর্ম্মসভা মন্দিরে একবারে এক মহতী সভা হইয়াছিল, তাহাতে নানাদেশী বহুলোক উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত কালীকমল লাহিড়ী মহাশয় এবং সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রসন্ননাথ চৌধুরী মহাশয় যে লিখিত মত প্রকাশ করেন তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা

"রাজবংশীগণ হিন্দু সন্তান ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বটে।

(জাতিবিকাশ। ৫১ পৃঃ)

৪। "যে তারখিয়তম পরিত্যক্তস্ব সমাচারাঃ কারণবশাৎ বহুকাল মুপনয়নাদি সংস্কারাভাবেন পুরুষ পরম্পরয়া ব্রাত্যতা মুপগতা। ক্ষত্রিয় সজাতিত্বেন রাজবংশীত্যাখ্য নামানঃ পৌণ্ড্রদেশীয়াঃ ক্ষত্রিয়াঃ, তে যথা শাস্ত্রং প্রায়শ্চিত্ত মনুষ্ঠায় পুনরুপনয়নং গ্রহীতুমর্হন্তীতি বিদায়তং।

(যথাদৃষ্টং লিখিতং)

কাশী, মিথিলা, নবদ্বীপ, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিত মহাশয়গণ উপরিলিখিত যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহার অর্থ এইরূপ। যাহারা প্রতিনিয়ত স্বীয় সমাচার পরম্পরা প্রতিপাদন করিয়া আসিতেছেন, বহুকাল যাবৎ উপনয়নাদি সংস্কারাভাবে পুরুষানুক্রমে ব্রাত্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং ক্ষত্রিয় জাতি বিধায় যাহারা তদর্থ ব্যঞ্জক "রাজবংশী" পদবীধারণ করেন, তাঁহারা পৌণ্ড্রদেশীয় ক্ষত্রিয় তাঁহারা যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্ব্বার উপনীত হইতে পারেন, এই সকল ব্যবস্থাপত্র একদিনে বা একজনের চেষ্টায় সংগৃহীত হয় নাই।

(জাতিবিকাশ। ৫১।৫২ পৃঃ)

৫। "শূদ্রধর্ম্মা পথানাং পতিতানাং রাজবংশীতি নাম্না প্রসিদ্ধ জাতি বিশেষাণাং ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তান ত্বেন বংশ পরম্পরয়া প্রসিদ্ধত্বেন চ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তানতা ভবিতু মর্হতীতি বিদুষাং পরামর্শ। অর্থাৎ রাজবংশী বলিয়া বিখ্যাত অথচ শূদ্র ভাবাপন্ন জাতিবিশেষ ক্ষত্রিয় বংশত্ব প্রতিপাদক পদবীতে চিরপ্রসিদ্ধ থাকায় তাহারা যে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় তাহা বিদ্বন্মণ্ডলীর অনুমোদিত। পঞ্চম ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষরকারী পণ্ডিতগণের নাম। যথা—

১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীভুবনমোহন বিদ্যারত্ন। ২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন। ৩। মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন। ৪। মহামহোপাধ্যায় শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি। এতদ্ভিন্ন বহু স্বাক্ষর এই ব্যবস্থাপত্রে মুদ্রিত আছে, বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

(জাতিবিকাশ। ৫২।৫৩ পৃঃ)

অতঃপর আমরা জাতিবিকাশ গ্রন্থে পূর্ব্বোদ্ধৃত ব্যবস্থাপত্র কয়েকখানির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

১। "পৌণ্ড্রদেশোদ্‌ভবা রাজবংশীতি প্রসিদ্ধাঃ। *

অর্থাৎ পৌণ্ড্রদেশীয় রাজবংশী বলিয়া পরিচিত যে জাতি আছে, তাঁহারা ক্ষত্রিয় মনু ইহাদিগকে ব্রাত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

এই ব্যবস্থাপত্রখানিতে, উদ্ধৃত নাম চতুষ্টয় ব্যতিত আরও দশটী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্বাক্ষর বর্ত্তমান আছে। এখন দেখা যাউক এই ব্যবস্থাপত্রখানির মূল্য কি? প্রথমতঃ এই ব্যবস্থাপত্রখানির দুই চরণে কোনই সম্বন্ধ বর্ত্তমান নাই। এবং যে অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহাও অসিদ্ধ, মূলের সহিত এ অনুবাদের কোন প্রকারেও সামঞ্জস্য করা যায় না। তদুপরি আবার অনুবাদেও যথেষ্ট কুহুকারবৃত্তি বর্ত্তমান দেখা যায়, কাজেই ব্যবস্থা পত্রখানির মৌলিকত্বে সন্দেহ জন্মে। আমাদের বিশ্বাস এই ব্যবস্থাপত্রখানির দুই অংশ এক কারীকরের গড়া নহে। নিম্নের পদাংশ বেশ অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হয়, পূর্ব্বার্দ্ধ যেন অশুদ্ধ ও কৃত্রিম। এখন দেখা যাউক কি প্রকার সমাসাদিতে এই স্থানদ্বয় বিরচিত হইবার সম্ভাবনা। পৌণ্ড্রদেশোদ্‌ভবা" এই স্থানটী পৌণ্ড্র ও দেশ, এই দুই পদের বিশেষ্য বিশেষণ ভাব থাকায়, কর্ম্মধারয় সমাস নিষ্পন্ন বলিয়া মনে হয়। তৎপর পৌণ্ড্রদেশে যাহাদের উদ্ভব, বা উৎপত্তি হইয়াছে, এই অর্থে বহুব্রিহি সমাসে পৌণ্ড্রদেশোদ্ভবাঃ এইরূপ পদ হইতে পারে। তৎপর পৌণ্ড্রদেশে যাহাদের উদ্ভব বা উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারাই রাজবংশী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইরূপ বহুব্রিহি সমাস করিলে "পৌণ্ড্রদেশোদ্ভব রাজবংশীতি প্রসিদ্ধাঃ, এইরূপ হইতে পারে। পরন্তু রাজবংশীতি প্রসিদ্ধা এইস্থানেই বাক্য সমাপ্তি হইয়া যায়। কাজেই নিম্নের পদাংশের সহিত উহার কোন প্রকারেও অন্বয় করা যায় না।

মনুক্তব্রাত্য ক্ষত্রিয় বংশ্যা ইতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

যাহা হউক এই ব্যবস্থাপত্রের মূলে যাহা আছে, তাহার অনুবাদ এইরূপ হইতে পারে। যথা যাহারা পৌণ্ড্র নামক দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা রাজবংশী বলিয়া প্রসিদ্ধ, এবং ইহারা মনুক্তব্রাত্য ক্ষত্রিয় বংশ ইহাই বিদ্বান্‌গণের পরামর্শ।

পাঠক! এই ব্যবস্থা পত্রের অনুবাদে রাজবংশীকে ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে, কিন্তু মূলের কুত্রাপি ঐ প্রকার অর্থ বর্ত্তমান দেখা যায় না। এই সমস্ত কারণে অনুমান হয় চূড়ামণি মহাশয় এই ব্যবস্থাপত্রের দ্বিতীয়াংশের পূর্ব্বে যে তাড়কা চিহ্নিত স্থান আছে, ঐ স্থানের বর্ণ কয়েকটী উঠাইয়া, প্রথমপদাংশ নিজে রচনা করিয়া, দুইস্থানের দুইচরণ একত্র খাঁড়া করিয়া, জরাসিন্ধু উৎপাদন করিয়া থাকিবেন। এই জঘন্য ব্যবস্থাপত্রখানির উপর হস্তক্ষেপ করিতে, আমার ইচ্ছা ছিল না। তবে এই ব্যবস্থাপত্র খানিতে, মদীয়াধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের পবিত্র নাম অঙ্কিত থাকায়, এইস্থান সমালোচনায়, আমাকে "বাধত্তির ন্যায়" বাধ্য করিয়াছে। এবং আমি ক্ষোভের সহিত বলিতে বাধ্য যে, যদি এই কদর্য্য পুস্তকগর্ভে, অধ্যাপক মহাশয়ের পবিত্র নাম, স্বেচ্ছায় মুদ্রিত করিতে দিয়া থাকেন, তবে সে আমাদের দুরদৃষ্ট ভিন্ন আর কিছুই নহে।

২। এস্থলে এবং ৩নং স্থলে সমাজের শীর্ষস্থানীয় কয়েকটী লোকের ব্যক্তিগত মতামত লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহারা কেহই রাজবংশীগণকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ভিন্ন, ক্ষত্রিয় বলিয়া সনন্দ প্রদান করেন নাই। এমতাবস্থায় রাজবংশী জাতির উপনয়ন ও ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক পুস্তকে, প্রোক্ত মহাত্মাগণের ব্যক্তিগত মতামত, উদ্ধৃত করিতে যাওয়া চূড়ামণি মহাশয়ের ধৃষ্টতা বই আর কিছুই নহে।

৪। এস্থলের ব্যবস্থা পত্রখানি, এক অভূতপূর্ব্ব উপাদের জিনিষ, কাজেই এই ব্যবস্থাপত্র সম্বন্ধে দুচার কথা না বলিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না। পাঠকগণ এই স্থানেই চূড়ামণিতত্ব সুধা স্বাদের, চরমতৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন। যথা

"যেভাৱষিয়তৱপরিত্যক্ত খ সমাচারাঃ কারণবসাৎ বহুকালমুপ-নয়নাদি সংস্কারাভাবেন পুরুষপরম্পরয়া ব্রাত্যতামুপগতাঃ। ক্ষত্রিয় সন্ততিত্বেন রাজবংশী ত্যৱর্থনাগানং পৌণ্ড্রদেশীয়াঃক্ষত্রিয়াঃ তেযথা শাস্ত্রংপ্রায়শ্চিত্তমনুষ্ঠায় পুকক্ষপনয়নং গ্রহীতুমর্হন্তীতি বিদাৱতং॥

কাশী, মিথিলা, নবদ্বীপ, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিত মহশয়গণ উপরিলিখিত যে ব্যবস্থা দিয়াছেন তাঁহার অর্থ এইরূপ। যাহারা প্রতিনিয়তই সদাচার পরম্পরা প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, বহুকাল যাবৎ উপনয়নাদি সংস্কারাভাবে পুরুষানুক্রমে ব্রাত্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং ক্ষত্রিয় জাতি বিধায় যাহারা তদর্থবাচক "রাজবংশী" পদবী ধারণ করেন, তাঁহারা পৌণ্ড্রদেশীয় ক্ষত্রিয়, তাঁহারা যথা শাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্ব্বার উপনীত হইতে পারেন এইসকল ব্যবস্থাপত্র একদিনে বা একজনের চেষ্টায় সংগৃহীত হয় নাই।

প্রিয় পাঠক? এই ব্যবস্থা পত্রখানিতে কাহারও নাম মুদ্রিত নাই। কাশী, মিথিলা প্রভৃতির কোন লম্বকর্ণ এই ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহা জানিতে পারিলে তাহাদের নিকট এবিষয়ের সত্যতা অবগত হওয়া যাইত। তৎপর মূলের প্রথম চিহ্নিত স্থানের অর্থ বোধগম্য হইল না। পরন্তু ঐ স্থানটী কোন ভাষায় বিরচিত, তাহাও বুঝা গেল না। অবশ্য এই ব্যবস্থা পত্রখানিতে যথেষ্ট ভুল বর্ত্তমান রহিয়াছে। যাহা হউক ভুলের জন্য আমরা কাহাকেও মন্দ বলি না, যেহেতু মূর্খ লোকের রচনায় ভুল হওয়ায় খুব সম্ভাবনা। পূর্ব্বোক্ত

ব্যবস্থা পত্র সমূহে এই জাতিকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেবল এই ব্যবস্থা পত্রখানিতেই রাজবংশী জাতির উপনয়নাদির ব্যবস্থা আছে। এই সমস্ত কারণে অনুমান হয়, এই ব্যবস্থা পত্রখানি শিরোমণি চূড়ামণি মহাশয়ের অমৃতনিস্যন্দিনী লেখনী প্রসূত। এস্থলে আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে, যাহারা সামান্য অর্থলোভে স্বীয় সম্মানের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, যথেচ্ছাভাবে লেখনী সঞ্চালন করে তাহারা (শিক্ষিতই হউক আর অশিক্ষিতই হউক) সমাজের ভীষণ শত্রু এই প্রকার আত্মসম্মান বিবর্জ্জিত কুলাঙ্গারগণের ধৃষ্টতা ক্ষমার অযোগ্য যাহারা দয়াপরবশ হইয়া এই শ্রেণীর সমাজ কণ্টকগণের অন্যায়াচরণের প্রতিবিধান করেন না, তাঁহারা মহাশয় ব্যক্তি হইলেও সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী নহেন।

পাঠক! এই সমাজ কণ্টকগুলির মিথ্যা শাস্ত্র বচন রচনা দর্শন করিয়া, কেবল যে, আমরা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছি এরূপ নহে। মুসলমান কবি সৈয়দ গোলামনবি তদীয় পৈজা দর্পণে, এসম্বন্ধে অতি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। যথা

"মহামহোপাধ্যায় উপাধিধারী যারা।
মহামহোপাধ্যায় প্রকৃত কিন্তু তারা॥
নাহি পড়ে হিন্দুশাস্ত্র নাহি জানে বেদ।
না জানে সমাজ তত্ত্ব এই বড় খেদ॥
বিচার আচার খাঁটি, এতো বদলোক।
ভু'টাকী পৈলেই ছুটো লিখে দেয় শ্লোক॥
অনুস্বার কিবা মিছি, টিকিটা কি চিচ্।
একনাডা দিলেইত পাঁচিশ ছাব্বিশ॥

৫। "শূদ্রত্ব মাপন্নানাং পতিতানাং রাজবংশীতি প্রসিদ্ধ জাতি বিশেষাণাম্, ব্রাত্যক্ষত্রিয় সন্তানত্বেন বংশপরম্পরয়া প্রসিদ্ধত্বেন চ ব্রাত্যক্ষত্রিয় সন্তানতা ভবিতু মর্হতীতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

অর্থাৎ রাজবংশী বলিয়া বিখ্যাত অথচ শূদ্র ভাবাপন্ন জাতি বিশেষ ক্ষত্রিয়বংশের প্রতিপাদক পদবীতে চিরপ্রসিদ্ধ থাকায় তাঁহারা যে ব্রাত্যক্ষত্রিয় তাহা বিদ্বন্মণ্ডলীর অনুমোদিত।

পাঠক! এই ব্যবস্থাপত্রখানিতে দিগন্ত বিশ্রুত যে মহাত্মা চতুষ্টয়ের নাম উল্লিখিত হইল, এতদ্‌ব্যতীত আরও ত্রয়োদশজন উপাধিধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নাম মুদ্রিত আছে, বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

প্রবঞ্চনা প্রবীণ চূড়ামণি এই ব্যবস্থাপত্রখানিতে লেখনী সঞ্চালনে সাহসী হন নাই। তবে যে অনুবাদ দিয়াছেন. তাহাতে কিঞ্চিৎ কুম্ভকার বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে ত্রুটী করেন নাই। মূল ব্যবস্থা পত্রখানির যে অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল, তাহার সহিত চূড়ামণি প্রদত্ত অনুবাদ মিলাইয়া দেখিবেন। যথা রাজবংশী নামক প্রসিদ্ধ, পতিত শূদ্রজাতি বিশেষ, বংশপরম্পরাক্রমে ব্রাত্যক্ষত্রিয় সন্তান বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকায়, ইহারা ব্রাত্যক্ষত্রিয়সন্তান হইতে পারে, ইহাই বিদ্বানগণের পরামর্শ।

যাহাহউক পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা পত্র কয়েকখানিতে, এই জাতিকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং এই পঞ্চম ব্যবস্থা পত্রেও এই জাতিকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় ও পতিত শূদ্র বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন। অতএব দেখা যাউক পতিত শূদ্র কাহাকে বলে।

আমরা এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি দ্বারা দেখাইয়াছি যে,. ব্রাহ্মণ, মূদ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, ক্ষত্রিয়, মাহিষ্য এবং বৈশ্য এই ছয়জন দ্বিজধর্ম্মা, অপর যত হিন্দু আছে, সকলেই শূদ্রধর্ম্মা, তন্মধ্যে

কায়স্থ, নাপিত, মাল্যাকার প্রভৃতি জলাচরণীয় শূদ্রগণ পতিত শূদ্র নহে। পরন্তু চণ্ডাল, মালী, ধোবা, প্রভৃতি অনাচরণীয় জাতি সমূহই পতিত শূদ্র সংজ্ঞার বিষয়ীভূত। পঞ্চম ব্যবস্থা পত্রে এই জাতিকে পতিত শূদ্র এবং ব্রাত্যক্ষত্রিয় সন্তান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা পত্রখানি আমার গুরুবাক্য কাজেই অলঙ্ঘনীয়। অতএব দেখা যাউক আর্য্য শাস্ত্রকারগণ ব্রাত্যক্ষত্রিয় জাতির সামাজিক মর্য্যাদার বিষয়ে কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। যথা

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণা দর্শনেন চ। ৪৩।
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্র দ্রাবিড়াঃ কম্বোজা জবনাশকাঃ।
পারদা পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাখশাঃ।৪৪।
মুখবাহূরুপাজ্জানাং যালোকে জাতয়োবহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বেতেদস্যবঃ স্মৃতাঃ। ৪৫।
(১০ম অঃ। মনু)

(অস্যোপরিকুল্লুকঃ)

"শনকৈরিরিতি। ইমা বক্ষ্যমাণাঃ ক্ষত্রিয়ঃ জাতয়ঃ
উপনয়নাদি ক্রিয়ালোপেন ব্রাহ্মণানাঞ্চ
যাজনাধ্যয়ন প্রায়শ্চিত্তাস্থ পার্থদর্শনা ভাবেন
"শনৈঃ শনৈর্লোকে শূদ্রতাং প্রাপ্তাঃ। ৪৩। পৌণ্ড্রকা ইতি
পৌণ্ড্রাদি দেশোদ্ভবঃ ক্ষত্রিয়াসন্তঃ ক্রিয়ালোপাদিনা
শূদ্রত্বমাপন্নাঃ। ৪৪। মুখেতি।
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাণাং ক্রিয়ালোপাদিনা
যা জাতয়ো বাহ্যজাতা ম্লেচ্ছ ভাষাযুক্তা
আর্য্যভাষো পেতা বা তে দস্যবঃ সর্ব্বে স্মৃতাঃ। ৪৫।

অর্থাৎ বক্ষ্যমান ক্ষত্রিয়েরা উপনয়নাদি সংস্কারাভাবে, এবং ব্রাহ্মণগণ যজনাধ্যায়নাদির অভাবে ক্রমশঃ শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছেন। ৪৩।

পৌণ্ড্রক, উড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, জবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ এবং খশ এই সকল দেশীয় ক্ষত্রিয়গণ পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াদি লোপে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৪৪।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে ক্রিয়ালোপাদি কারণে যাহারা বাহ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহারা সাধুভাষীই হউক আর ম্লেচ্ছ ভাষীই হউক উহারা "দস্যু" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৪৫।

পাঠক! পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাপত্র কয়েকখানির মতানুসারে, সুপ্রসিদ্ধ মনুসংহিতা হইতে, ব্রাত্য জাতির যে বিবরণ উদ্ধৃত করা গেল। তদ্দৃষ্টে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, খশ প্রভৃতি দেশবাসী জনগণ যে সম্প্রদায় ভুক্ত এই ব্রাত্য ক্ষত্রিয়গণও সেই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তবে অধুনা ইংরেজরাজের কৃপায়, এবং নানা দেশীয় ভদ্র সম্প্রদায় ভুক্ত জনগণের সহিত একত্র বসবাস করায়, এই জাতি পূর্ব্বোক্ত জাতি সমূহ হইতে একটু উন্নত হইয়াছে মাত্র। তাই বলিয়া এই জাতির দ্বিতীয় বর্ণ প্রাপ্তির কোন আশাই নাই। যে নির্লজ্জ, অর্থলোভী পিশাচ প্রকৃতি ব্যক্তি এই জাতির উপনয়ন ও ক্ষত্রিয়ত্বের ব্যবস্থা প্রদান করেন, তিনি নিশ্চয়ই হিমসাগর তৈল ব্যবহারের যোগ্য পাত্র।

বর্ত্তমান সময়ের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে, মুখোপাধ্যায় মুলো পঞ্চানন, রাজবংশী জাতি সম্বন্ধে, তদীয় গোষ্ঠীকথা নামক গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেও এই জাতির অক্ষত্রিয়ত্বই প্রমাণিত হয়। যথা

"নিঃক্ষত্রে সঙ্কুচিত, আর পলাইত কোঁচ।
জাতিভ্রষ্ট ক্ষত্র চণ্ডাল রাজবংশী খোঁচ। ৫৭।

অতঃপর আমরা একটী মোকর্দ্দমার বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া, এই জাতির বর্ত্তমান আচার ব্যবহারের কতক পরিচয় দিব।

(রংপুর জেলায় লালমণিহাট থানায়, ১৯১০।১১ খৃষ্টাব্দের
ডিসেম্বর মাসের, ১২ নং মোকর্দ্দমা)

বাদী — বিবাদি

শ্রীলশ্রীযুক্ত ভারতেশ্বর। — ১মং শ্রীবোচা দাস।
২নং শ্রীস্বরূপ দাস।
সাং পরমালী।

প্রোক্ত বোচা দাসের, তুলোদাসী নাম্নী এক নাবালিকা বিধবা ভাগিনেয়ী ছিল। প্রথমতঃ বোচা দাস প্রোক্ত স্বরূপ দাস নামক এক ব্যক্তির নিকট তুলোদাসীকে নিকা দেয়, তৎপর প্রোক্ত স্বরূপ দাসের সহিত তুলোদাসীর বনিবনাও না হওয়াতে প্রোক্ত স্বরূপ দাস, বোচা দাসের সহায়তায় অপর এক ব্যক্তির নিকট হইতে টাকা লইয়া তুলোদাসীকে তাহার সহিত পুনর্ব্বার নিকা দেয়। এই অপরাধে বোচা দাস ও স্বরূপ দাসের নামে, তুলোদাসীকে বেশ্যাবৃত্তি করণার্থ বিক্রয় করা হয় বলিয়া, দণ্ডবিধির ৩৭২। ৩৭৩ ধারায় মোকদ্দমা হয়। এই মোকর্দ্দমায় আসামীগণ জবাব দেয় যে, নিকা প্রথা রাজবংশী জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। এবং তাহারা হিন্দু সমাজের নিয়মাধীন নহে। তৎপোষকতায় অনেক রাজবংশী সাক্ষ্য প্রদান করে। বিচারক কুড়ীগ্রাম সবডিভিসন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর এই সাক্ষীগণের প্রমাণে নির্ভর না করিয়া, উত্তর বঙ্গের প্রখ্যাত নামা পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে সাক্ষ্য প্রদানার্থ আহ্বান করেন। প্রোক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সাক্ষ্যে আসামীগণ অব্যাহতি লাভ করে।

প্রিয় পাঠক! এহেন পবিত্র জাতির দ্বিতীয় বর্ণ প্রাপক শাস্ত্র রচয়িতাকে, দ্বিতীয় বিশ্বামিত্র বলিলে অন্যায় হয় কি?

আমাদের চূড়ামণি মহাশয় কেবল রুধির পিপাসায় এরূপ মিথ্যা শাস্ত্র রচনা করিয়া, রাজবংশীদিগকে ক্ষত্রিয় জাতিতে পরিণত করিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন, এরূপ নহে। স্বভাবতঃ লোকটা কিঞ্চিৎ অসার ও অপদার্থও বটে। নিম্নে জাতিবিকাশ হইতে কয়েকটী স্থান উদ্ধৃত করিয়া, দেওয়া গেল, পাঠকগণ বিচার করিবেন।

১। "প্রকৃতপক্ষে গৌরবের বিষয় কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয়াপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন বলিয়া বিবেচিত নহে। কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব দিন দিনই স্ফুটতর হইয়া আসিতেছে॥

(জাতিবিকাশ ৪০পৃঃ ৩-৫ লাইন)

২। "বৈশ্যজাতিও নিরস্ত নহে, তাহারাও মস্তক উন্নত করিয়া, স্থানে স্থানে আত্ম প্রকাশ করিতেছেন দেখা যায়। বৈশ্যজাতি সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জানিতে বা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহা পরে সময় মত বলিয়া পাঠকের কৌতুহল চরিতার্থ করিব।

(জাতিবিকাশ ৪০ পৃঃ ৮ লাইন)

পাঠক! স্মরণ রাখিবেন এস্থানটী সাহা বা শৌণ্ডিকগণকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। যে

৩। "এতদঞ্চলে ম্যাছনামে এক সম্প্রদায় লোক আছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ সদাচারপরায়ণ এবং দেবদ্বিজে চিরকালই ভক্তিমান্, এবং এই জাতির মধ্যে জমিদার, যোতদার প্রভৃতি, ধনীও যথেষ্ট আছেন, শিক্ষিত লোকেরও এখন অভাব নাই, তবে সমষ্টির অনুপাতে অশিক্ষিত কৃষিজীবী এবং পণ্যব্যবসায়ীর সংখ্যাই অধিক। ইহাদিগের ওষ্ঠ, নাসিকা, চক্ষু এবং অন্যান্য শরীর সংস্থান আর্য্যজনচিতই বটে? তাই বলি যে মৎস্যদেশ সম্বন্ধীয় নামই বা হয়। কারণ, মৎস্য শব্দের অপভ্রংশ "মাছ" ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন, তবে মাছ

উচ্চারণ বৈষম্যে ম্যাছরূপে পরিণত হইয়া থাকিবে, আশ্চার্য্য নহে। এদেশত মৎস্য বেশবটেই এইজন্যই বা ম্যাছ পদবীর সৃষ্টি।

(জাতিবিকাশ ৮৬ পৃঃ ১—১১ লাইন)

পাঠক ! এজাতিটী সাধারণতঃ কুড়ীনামে পরিচিত এবং অনাচরণীয়। ইতিপূর্ব্বে একবার এই জাতি জলচল মধুকুড়ী হওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল। এবং এই জাতীয় একটী যোতদারের আগুশ্রাদ্ধে, প্রোক্ত চূড়ামণি মহাশয়, নিমন্ত্রিত হইয়া অধ্যক্ষতা করিতে গিয়াছিলেন সত্যের অনুরোধে আমরা বলিতে বাধ্য যে, প্রদিপ্ত সূর্য্যালোকে, দিবাভাগে, লোক চক্ষুগোচরে, চূড়ামণি মহাশয় নিশ্চয়ই তথায় জান নাই ; তবে রাত্রিযোগে গঙ্গারোহণে গিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। যাহা হউক দুঃখেরবিষয় তথা হইতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া,আসিয়া, চূড়ামণি মহাশয় উদারাময়রোগে বিশেষ কষ্টভোগ করিয়াছেন। এবং ঐ সময়ে এই হতভাগা বৈদ্য অনন্যোপায় হইয়া "কৃশানুজননীর" স্মরণ লইতে বাধ্য হইয়াছিল।

প্রিয় পাঠক ! উদ্ধৃত স্থান কয়েকটী এবং এই গ্রন্থের পূর্ব্বভাষ একত্র করিয়া, আলোচনা করিলে, ইহাই প্রতিপন্ন হয় না কি ? যে, জাতি চতুষ্টয় বিধাতৃ সৃষ্ট। তন্মধ্যে আমরা ব্রাহ্মণ, আমাদের আচরণাদি যে প্রকারই হউক না কেন, তোমরা কেহ আমাদের এজাতির কাছে আসিতে অধিকারী নহে। পরন্তু কিঞ্চিৎ তৈলবট প্রদান করিলে, তোমাদিগকে, অপর বর্ণ ত্রিতয় মধ্যে যে কোন বর্ণে স্থান দান করিতে চেষ্টা করিতে পারি। ইহাতে যদি শত প্রবঞ্চনাও করিতে হয়, তাহাতেও আমরা প্রস্তুত আছি। তাই লজ্জাহীন চূড়ামণি ঊর্দ্ধকরে, নানা আভ্যন্তর জাতিকে আহ্বান করিতেছেন। ইহাপেক্ষা অসারত্বের পরিচয় আর কি হইতে পারে ? অতঃপর আমরা দিবা দ্বিপ্রহরে প্রকাশ্য

সূর্য্যালোকে, চূড়ামণি মহাশয়ের, রাজ্যচুরী ও মনুষ্য চুরীর প্রজলন্ত দৃষ্টান্ত দর্শাইয়া, পাঠকগণের মনের অন্ধকার তিরহিত করিব। যথা

১। "বর্ত্তমান বগুড়ার কিয়দংশ, রংপুর সমস্ত এবং দিনাজপুরের কিয়দংশ লইয়া যে ভূভাগ তাহাই পৌণ্ড্রদেশ বলিয়া জ্ঞাতব্য। আবার এতদ্দেশ নিবাসী লোকেরাই পৌণ্ড্রজাতীয় অভিধানের অধিকারী।

(জাতিবিকাশ ৮৬ | ৮৭ পৃঃ)

২। "পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষে বলী নামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত ভূপাল ছিলেন, ইনি সেই বিরোচন দৈত্যতনয় দাতৃবর বলি নহেন। এই বলি চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় নরপতি, বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে, এই বলির পঞ্চপুত্র ছিলেন। তাহাদের নাম যথা অঙ্গ, বঙ্গ; কলিঙ্গ, সুহ্ম, এবং পৌণ্ড্র। যথা বিষ্ণুপুরাণে।

"তিতিক্ষোষদ্রথঃ পুত্রোঽভূৎ ততোহেমঃ,
হেমাৎ সুতপাঃ, সুত পসোবলিঃ।
যস্য ক্ষেত্রে দীর্ঘতপসা বঙ্গাঙ্গকলিঙ্গ
পৌণ্ড্রাখ্যং ক্ষাত্রং অজন্য ত। তন্নাম
সন্ততি সংজ্ঞাশ্চ পঞ্চবিষয়া বভূবঃ।

(জাতিবিকাশ ৭৩ পৃঃ)

১। "এস্থলে বক্তব্য এই যে, ইতিহাসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, বর্ত্তমান মালদহ জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়া নামক নগরের চতুষ্পার্শবর্ত্তী স্থান সমূহ পৌণ্ড্ররাজের অধিকার ভূক্ত ছিল। এবং তাঁহার নাম হইতেই এস্থানকে পৌণ্ড্রদেশ, এবং ইহার রাজধানীকে পৌণ্ড্র-পত্তন বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলিত। কালক্রমে বরেন্দ্র নামক একজন ক্ষত্রিয় নরপতি পৌণ্ড্ররাজা জয় করিয়া, তদ্দেশের নাম বরেন্দ্র ভূমি

রাখেন, এবং পৌণ্ড্র হইতে রাজধানী সরাইয়া নিয়া, গৌরব নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। কালক্রমে ঐ দেশ মগধ সাম্রাজ্যের অধীন হইয়া ক্ষত্রিয় শূন্য হইয়াছিল। বৌদ্ধদিগের প্রাধান্যের সময়ে, পালবংশীয় রাজগণ মগধ সম্রাটের অধীনে, এই দেশে রাজত্ব করিতেন। এই সময় পৌণ্ড্র পট্টনের নাম পাণ্ডুয়া, গৌরব নগরের নাম গৌড়, এবং বরেন্দ্র ভূমির নাম বরিন্দ হইয়াছিল। এই পালবংশের শেষ রাজা মদন পালের পর, এদেশে বৈদ্য রাজত্বের আরম্ভ।

পাঠক! পৌণ্ড্ররাজ্য সম্বন্ধে এত প্রত্যক্ষ প্রমাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে তথাপি চূড়ামণি বলিতেছেন, রংপুর প্রভৃতি পৌণ্ড্র দেশ এবং এতদ্দেশ বাসীরাই পৌণ্ড্রজাতি। আমরা বলি এ দুইটীই ঠিক এক প্রকার, অর্থাৎ এই রংপুরাদি স্থান ও যেরূপ পৌণ্ড্রদেশ, রাজবংশীগণও সেইরূপ ক্ষত্রিয়। সুতরাং এত প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরিহার করিয়া, শিশুদিগকে বঞ্চনা করা, আর দিবা দ্বিপ্রহরে প্রদীপ্ত সূর্য্যালোকে রাজ্য চুরি করা এক নয় কি?।

২। "এস্থলে বলা হইয়াছে, চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজবলীর অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গাদি পঞ্চ পুত্র ছিল। তৎপ্রমাণার্থে বিষ্ণুপুরাণের দুইটী বচন অধ্যাহার করা হইয়াছে। অতএব দেখা যাউক এবিষয়ের মৌলিক তথ্য কি? বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশে, দুই বলিরাজের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বিরোচন নন্দন দৈত্য বলিরাজের বিবাহিতা পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে দীর্ঘতপা মুনির ঔরসে, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম এবং পৌণ্ড্র নামক পাঁচজন ক্ষেত্রজ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এবং ইহারা প্রত্যেকে স্ব স্ব নামে এক একটি রাজ্য স্থাপন করেন। ইহাই বিষ্ণুপুরাণাদিতে বর্ণিত রহিয়াছে। অথচ চূড়ামণি এই পঞ্চপুত্র ক্ষত্রিয় বলিরাজের বলিয়া ফতুয়া দিয়াছেন। এস্থলে কথা

এই যদি ক্ষত্রিয় বলিরাজের ক্ষেত্রে এই পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তবে হরিবংশের ২১ অধ্যায় উক্ত বর্ণনা মিথ্যা হয়। ঐ স্থানে কথিত হইয়াছে যে, ক্ষত্রিয় রাজবলি ত্রেতাযুগে জাতি বিভাগের সময় বর্ত্তমান থাকিয়া, শৌনক ঋষির জাতিভেদ বিষয়ে সাহায্য করিয়া ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহার চারিপুত্র চারিবর্ণে স্থান পাইয়াছিল। যথা

"বলেস্ত ব্রহ্মণাদত্তাবরাঃ প্রীতেন ভারত। ৩৫।
মহাযোগীত্ব মায়ুশ্চ কল্পস্য পরিমানতঃ॥
সংগ্রামে চাপ্যজেয়ত্বং ধর্ম্মেচৈব প্রধানতা। ৩৬।
ত্রৈলোক্যে দর্শনংচৈব প্রধান্যং প্রভবেতথা॥
বলে চা প্রতিমত্বং বৈধর্ম্ম তত্ত্বার্থ দর্শনং। ৩৭।
চতুরোনিয়েতান্ বর্ণান্ত্বংচ স্থাপয়িতাভূবি। ৩৮।

(হরিবংশ ২১ অধ্যায়)

পাঠক! উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা বেশ পরিষ্কার বুঝা গেল যে, জাতি বিভাগের পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় বলিরাজ বর্ত্তমান ছিলেন। তবে কথা এই যে, জাতি বিভাগের পূর্ব্বে, বিবাহ অথবা অপত্যার্থে নিয়োগ প্রথা প্রচলিত ছিল না, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এমতাবস্থায় ক্ষত্রিয় বলিরাজের, ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন করান সম্ভবপর কি না, পাঠক বিচার করিবেন। তৎপর এই দুই বলিরাজ এক সময়ের লোক নহেন। উভয়ের রাজত্বকালও এক নহে। চূড়ামণি মহাশয় বিষ্ণুপুরাণের দোহাই দিয়া যে শ্লোক দুটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, ঐ শ্লোক দুটী কোন্ বিষ্ণুপুরাণে আছে, পরিষ্কার উল্লেখ করিলে, আমরা স্বচক্ষে একবার স্থানটী দেখিয়া মনের ভ্রান্তি বিদূরিত করিতাম। মুদ্রিত বিষ্ণুপুরাণে এপ্রকার শ্লোক আদবেই নাই। অতএব দেখা

পাঠক এস্থানে মোল্লাজিউর কোন কেরদানী আছে কি না? জাতিবিকাশে ঐ বচন দুটী ঠিক যেভাবে মুদ্রিত আছে, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। পাঠকগণ বিচার করিবেন এটী প্রজ্বলন্ত মনুষ্য চুরী কি না?

"তিতিক্ষোরুষদ্রথঃ পুত্রোঽভূৎ ততোহেমঃ
হেমাৎসুতপা, সুতপসো বলি।
বিষ্ণুঃ পুঃ বস্তুক্ষেত্রে দীর্ঘতপসা বঙ্গাঙ্গকলিঙ্গ পৌণ্ড্রাখ্যং
৪র্থঃ ক্ষাত্রং অজন্যত।
তস্মাৎ সন্ততি সংজ্ঞাশ্চ পঞ্চবিষয়াবভুবঃ।

এই বচন দুটী এক স্থানের হইলে, নিম্নের বচনটীর প্রারম্ভে "বিষ্ণুঃ পুঃ" এরূপ লিখার কোন প্রয়োজন ছিল না। অর্থাৎ বচন দুটীর প্রারম্ভে অথবা পরিসমাপ্তি স্থলে, গ্রন্থের নামাদি উল্লেখ করিলেই চলিত, কিন্তু তাহা নাই, পরন্তু উপরের বচনটী কোন গ্রন্থের কত অধ্যায়ের বচন তাহাও উল্লেখ নাই।

পাঠক! অন্য প্রমাণান্তর ভিন্ন কেবল ইহাতেই অনুমান করা যায় যে, ক্ষত্রিয় বলিরাজের বংশ বর্ণনার বচনার্দ্ধ। এবং দৈত্য বলিরাজের অপত্য বর্ণনাসূচক বচনটী একত্র করিয়া, এস্থানেও জয়াসিদ্ধ উৎপাদন করা হইয়াছে। প্রবন্ধের কলেবর অসম্ভব বৃদ্ধি হওয়ায় ঐবচন কয়েকটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম না। অধুনা বিষ্ণুপুরাণ দুষ্প্রাপ্য নহে, অনুসন্ধিৎসুপাঠক দেখিবেন, চতুর চূড়ামণি তর্কচূড়ামণি কতদূর ধৃষ্ট ও প্রবঞ্চক।

পাঠক! তর্কস্থলে স্বীকার করা গেল যে, কায়স্থ, রাজবংশী প্রভৃতি যে সকল জাতি উচ্চবর্ণ প্রাপ্তির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া প্রবন্ধাদি নানা অসদুপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। উহারা

প্রত্যেকেই অভিপ্সিত উচ্চবর্ণ ছিলেন। তৎপর স্ব স্ব গুণ কর্ম্মানুসারে, সাময়িক শাস্ত্রশাসনে বাধ্য হইয়া, বহুকাল যাবৎ পতিত অবস্থায় রহিয়াছেন। এবং ক্রমশঃ আর্য্যজনোচিত, আচার, ব্যবহার, শিক্ষা, দীক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়া, অত্যন্ত হেয় ও অপকৃষ্ট হইয়াছেন অধুনা ঐসকল জাতীয় দুই একটী লোক নব্যশিক্ষায় কথঞ্চিৎ শিক্ষিত হইয়াছেন মাত্র। এখন কথা এই যদি এইরূপ শিক্ষিত দুই চারিটী লোকের অযথা উত্তেজনায় এবং রুধির পিপাসায়, সমাজপতি ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বোক্ত পুরুষ পরম্পরায় পতিত ও জাতিভ্রষ্ট জাতি সমূহকে তথা কথিত জাতিতে উন্নতি করিতে সক্ষম হন তবে যাহারা অনতিকাল পূর্ব্বে কোন মহদুদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বাধ্য হইয়া, কথঞ্চিৎ ভ্রষ্টাচার করিয়াছেন। তাহারা ডুবি কিসে? ঐ সকল মহাত্মাগণ সাময়িক ভ্রষ্টাচারের পরিবর্ত্তে যে সকল অমূল্য রত্নরাজী আহরণ করিয়া আনিয়াছেন। তদ্দ্বারা এই পতিত ভারতের বহু উপকার সাধিত হইতেছে। এমতাবস্থায় আমরা তারস্বরে বলিতে বাধ্য যে, তোমাদের ন্যায় সমাজ কণ্টকগণের ভীষণ বিষদাঘাতেই, আমাদের হৃদয় রুধির, সোদরপ্রতিম ভ্রাতৃগণ, আজমেরীর নপ্তা বলিয়া গর্ব্ব করিতেছেন। পক্ষান্তরে সেই তোমরাই আবার বহুকাল পতিত ও জাতিভ্রষ্ট জাতি সমূহের উচ্চবর্ণ প্রাপণের ব্যবস্থা প্রদান করিতেছ। ধন্য চাতুরী, ধন্য প্রবঞ্চনা প্রাণি। এস্থানে, পাতিদাতা গণের নিকট আমাদের এই নিবেদন, যদি তাঁহাদের শক্তি থাকে তবে একটা নূতন কিছু করুণ প্রবঞ্চনার আশ্রয়ে, পুরাতনের লেজা মুড়া বাদ দিয়া সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করা, মনুষ্যোচিত কার্য্য নহে।

অতঃপর আমরা কোন অভূতপূর্ব্ব সংবাদপত্র হইতে একখানি প্রতিজ্ঞা পত্র, পাঠকগণকে উপহার দিয়া, এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। যথা

প্রতিজ্ঞা পত্রমিদং কার্য্যং ঞাগে লিখিতং শ্রীযুক্ত ত্রিবক্র দেবশর্ম্ম দেববর্ম্মা এম, এ, পিতামৃত ৬ তিনকড়ি শিকদার, পেশা পিয়নি, সাং তথা। আমি এই প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে যদি কেহ বা কাহারা এই গ্রন্থ বর্ণিত জাতিসমূহ মধ্যে কোন একটী জাতীর উচ্চবর্ণ প্রাপক শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারেন। তবে তাঁহাকে অথবা তাঁহাদিগকে, আমার পৈতামহিক ভোগদখলীয় রাজত্বের, অৰ্দ্ধাংশ ও আমার প্রথমা কন্যা শ্রীমতী লবঙ্গলতা বর্ম্মানিকে দান করিব। প্রকাশ থাকে যে হিন্দুর জাতি সম্বন্ধীয় প্রমাণ প্রয়োগ বিষয়ে, ইজার চাপকানধারী, কৈজুচাচা জিউ, অথবা হ্যাট্‌কোট্‌ চসমাধারী গর্ডসন্ বাবাজিউর কথাপেক্ষা, দীর্ঘশ্মশ্রু, বল্কল পরিহিত। অরণ্যচারী জীব বিশেষের কথাই, সমধিক আদরণীয় হইবে। এতদর্থে সজ্ঞানে, সুস্থ শরীরে, খুসমেজাজে বহাল তবিয়তে, এই প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে প্রবন্ধের অবতরনিকায় বলিয়াছিলাম, শান্তিপূর্ব্বক এই পুস্তকের সমালোচনা করিব। কিন্তু শাস্ত্ররচয়িতা পণ্ডিতগণের ভুরি মিথ্যাপ্রয়োগ, এবং কায়স্থ ভ্রাতৃগণের তীব্র গালীতে সময় সময় আমাকেও ধৈর্য্যচ্যুত হইতে হইয়াছে। পাঠকগণ অসভ্য ও বর্ব্বর মনে ভাবার, পূর্ব্বে, কায়স্থ ভ্রাতৃগণ লিখিত, অন্ধের চক্ষুদান, কায়স্থপুরাণ, আর্য্য কায়স্থ প্রতিভা, এবং ন্যাকার জনক বৈদ্যারহস্য প্রভৃতি গ্রন্থ কয়েকখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা

রাজবংশী ভ্রাতাগণ! তোমাদিগকে আর অধিক কি বলিব তোমরা লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া থাকিলে, কখনই রুধিরসম অর্থব্য করিয়া, এই কদর্য্য পুস্তক রচনা করাইতে না। এই পুস্তকখানি পড়িয়া বুঝিয়া দেখ, চতুর চূড়ামণি তর্কচূড়ামণি, তোমাদিগকে

বোবাধর্ম গাঢ় পাইয়া কিপ্রকার ঘৃণার সহিত ঠকাইয়াছেন। তোমার যে ব্রাত্য ক্ষত্রিয়রূপ অখড়িম্ব লাভের প্রত্যাশায়, এতকাল (কায়েন শাস্ত্রেম) রুধির ব্যয় করিয়া আসিতেছ, সেই ব্রাত্যক্ষত্রিয় শব্দে, মহারাজ সগর কর্তৃক মুণ্ডিতশীর্ষ ম্লেচ্ছজাতি, অথবা খাশিয়া প্রভৃতি পার্ব্বত্যজাতি বুঝা যায়। তাই বলি তোমরা আমাদের উপর অনর্থক রুষ্ট হইও না, তোমাদের অন্নদাসগণ, তোমাদের সিন্নি খাইয়া, তোমাদেরই ভরা ডুবাইয়াছে।

অতঃপর পণ্ডিত মহাশয়ের শ্রীচরণে এই নিবেদন, তিনি আমাদের গুরুস্থানীয়, তাঁহার শৈশব লিখিত পুস্তক এইক্ষণ প্রকৃতি ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিতে বাধ্য হইতেছে কেন! তাই বলি পণ্ডিত মহাশয়! আমরা আপনার নাম লইয়া লোকসমাজে কতই গর্ব্ব করিয়া থাকি। কিন্তু সামান্য অর্থলোভে এই কদর্য্য পুস্তক রচনা করিয়া, আপনার পবিত্রনামে কলঙ্ক কালিমালিপ্ত করেন নাই কি! চতুর চূড়ামণি হলধর মৃত্যুর পূর্ব্বে, "মিশ্রকারিকায়" কায়স্থগণকে চিত্রগুপ্তের বংশধর রূপে প্রতিপাদিত করিয়া, অন্তে চিত্রগুপ্তের আশ্রয় লাভের পন্থা করিয়াছেন। আপনি সেরূপ কোন বন্দোবস্ত করেন নাই, তাই বলি এখন এই জঘন্য বিদ্যা বিক্রয় বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, জাতীয় বৃত্তি ষট্ কর্ম্মদ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিয়া, এই প্রবঞ্চনা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

(ইতি চূড়ামণিতত্ত্বে রাজবংশীপ্রকরণং)

সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশগুপ্ত কবিভূষণ
মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

আমাদের এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় তৈল, ঘৃত, মোদক, আসব, অরিষ্ট' বটীকা প্রভৃতি অতি বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকে, যাহারা হাতুড়ে বৈদ্যের বিষবৎ ঔষধ ব্যবহারে, ব্যাধি যন্ত্রণায় জীবনে হতাশ হইয়াছেন। তাঁহারা একবার আমাদের ঔষধালয়ের, বিশুদ্ধ, অকৃত্রিম ঔষধের সঞ্জীবনীশক্তি পরিক্ষা করুন, ইহাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। মফঃস্বলস্থ রোগীগণ রোগের আনুপূর্ব্বিক অবস্থা লিখিয়া জানাইলে, বিশেষ যত্নের সহিত ব্যবস্থা দেওয়া হইয়া থাকে। দরিদ্র রোগীগণকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও যথা সম্ভব ঔষধ বিতরণ করা হয়। চিঠিপত্রাদি নিম্নঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন।

কবিরাজ

শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত কার্য্যাধ্যক্ষ
গাইবান্ধা, কালীবাড়ী রোড্।
জিঃ রংপুর।